উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮১,৮৯৬.৭৯ (-৫১১.৩৮)
নিফটি : ২৪,৯৭১.৯০ (-১৪০.৫০)

জ্বালানির সমস্যা হবে না, দাবি ভারতের
আমেরিকার হামলার জেরে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে তেহরান। ফলে ভারতের জ্বালানি সরবরাহে প্রভাব পড়ার শঙ্কা। যদিও কেন্দ্রের আশ্বাস, কোনও সমস্যা হবে না। ›› ৭

থারুরের মোদি বন্দনা
শশী থারুরের মোদি-ভজনায় ফের ফাঁপরে কংগ্রেস। একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত নিবন্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেশের 'প্রধান সম্পদ' বলে বর্ণনা করেছেন থারুর। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩১°	২৫°
জলপাইগুড়ি	৩১°	২৫°
কোচবিহার	৩১°	২৫°
আলিপুরদুয়ার	৩১°	২৫°

সরলেন মীনাক্ষী, এলেন ধ্রুবজ্যোতি
সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই থেকে অব্যাহতি নিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরিবর্তে রাজ্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে আনা হল মুর্শিদাবাদের নেতা ধ্রুবজ্যোতি সাহাকে। ›› ৫

৯ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 24 June 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 37

জিতল কারা! মরল কে!

কালীগঞ্জে তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে বোমা, নাবালিকার মৃত্যু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ জুন : কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের দিনেই বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় প্রাণ হারাল ১৩ বছরের এক নাবালিকা। জয়ের দিনেই এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটপরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় রাজনৈতিকভাবে চাপের মুখে তৃণমূল। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনায় জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

শোকে পাথর নাবালিকার পরিবার। চোখের জল যেন বাঁধ মানছে না। (ডানে) মৃত তামান্না খাতুন।

কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফলে ফের জয়ী তৃণমূল। '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের পর এই নিয়ে মোট ১১টি উপনির্বাচনের সব ক'টিতেই জয় পেল তৃণমূল। কালীগঞ্জের জয়ের ব্যাপারেও নিশ্চিত ছিল তৃণমূল। তা সত্ত্বেও বিগত একুশের বিধানসভা ভোটের থেকে বড় ব্যবধানে জয় হাসিল করায় স্বাভাবিকভাবেই উল্লসিত ছিল তৃণমূল শিবির। জয়ের খবর ঘোষণার পরই কালীগঞ্জজুড়ে শুরু হয়ে যায় সবুজ আবির খেলা আর বিজয় মিছিল। সেরকমই একটি মিছিল কালীগঞ্জের বড় চাঁদঘরের মোলান্দি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় তামান্না খাতুন নামে এক নাবালিকার মৃত্যু হয়। নাবালিকার মা সাবিনা বলেন, 'ভোটের জন্য যদি গণ্ডগোল হয় সেই আশঙ্কায় মেয়েকে স্কুলে যেতে দিইনি। স্নান করতে যাওয়ার সময় ওদের ছোড়া বোমায় আমার মেয়েকে মরতে হল। ওর কী দোষ?' সাবিনার পরিবার বাম সমর্থক। এদিন সাবিনা নিজেই বলেছেন, কালীগঞ্জের ভোটে তাঁরা বাম-কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীকেই ভোট দিয়েছিলেন। এই ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে নির্দোষ নাবালিকার মৃত্যুতে দুষ্কৃতী-তৃণমূল যোগ নিয়ে ফের সরব হয়েছে বিরোধীরা। সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এই জয় বীভৎসতার জয়। পরিকল্পিতভাবে বাম সমর্থকদের এলাকা লক্ষ্য করে বোমাবাজি করা হয়েছে। এটা পরিকল্পিত খুন। পুলিশ প্রশাসনের মদতে নির্বাচনের মধ্যেই যে পরিমাণ বোমা মজুত করে রাখা হয়েছিল বিরোধীদের নিশানা করার জন্য তার দায় কে নেবে?'

এরপর দশের পাতায়

ভাঙল শংকরের চশমা, জখম মার্শালও

বিধানসভায় হাতাহাতি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ জুন : নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল বিধানসভা। বিজেপি বিধায়কদের বিক্ষোভ ঘিরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল সোমবার। চলল ধস্তাধস্তি। রীতিমতো টেনেহিঁচড়ে বের করে দেওয়া হল উত্তরবঙ্গের বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ, মনোজকুমার ওরাওঁ, মিহির গোস্বামী সহ আরও কয়েকজনকে।

বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ির বক্তব্য কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে এদিন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বিজেপি বিধায়করা। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় ঝামেলা। বিজেপি বিধায়কদের বারবার বসার অনুরোধ করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁরা বিক্ষোভ চালিয়ে গেলে বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, দীপক বর্মন ও মনোজ ওরাওঁকে চলতি অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করেন অধ্যক্ষ। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে।

সাসপেন্ড হওয়া বিধায়কদের বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন অধ্যক্ষ। কিন্তু তাঁরা না বেরিয়ে বিক্ষোভ চালিয়ে গেলে ডাকা হয় মার্শালকে। এরপরই মার্শাল ও বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় বিজেপি বিধায়কদের। অধ্যক্ষের আসনের দিকে এগিয়ে গেলে মনোজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। শংকরের চশমা পড়ে ভেঙে যায়। এরপর টেনেহিঁচড়ে তাঁদের বের করে দেন নিরাপত্তারক্ষীরা। বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন শংকর সহ অন্য বিধায়করা। যদিও অধ্যক্ষের দাবি, ডেপুটি মার্শাল সহ ১৪ জন নিরাপত্তারক্ষী বিজেপি বিধায়কদের আক্রমণে জখম হয়েছেন। অধ্যক্ষের কথায়, 'এই আচরণ সমর্থন করা যায় না। তাঁদের বারবার বসে পড়ার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁরা অধিবেশন চালাতে বাধা দিচ্ছিলেন।'

ঝামেলার পর বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ বিজেপি বিধায়কদের।

নজিরবিহীন কাণ্ড

- অশোক লাহিড়ির বক্তব্য কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিজেপির
- অধ্যক্ষ বিধায়কদের শান্ত হয়ে বসতে বললেও কেউ শোনেননি
- এরপর চলতি অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড হন শংকর, অগ্নিমিত্রা, দীপক ও মনোজ
- তাঁদের বেরিয়ে যেতে বললে বিক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে

এদিনই হেয়ার স্ট্রিট থানায় মার্শালদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন খেজুরির বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক। অভিযোগপত্রে লিখেছেন, শংকর ঘোষ, দীপক বর্মন, সৌমেন রায়, অগ্নিমিত্রা পল, শিখা চট্টোপাধ্যায়, মনোজ ওরাওঁ, সুদীপ মুখোপাধ্যায় ও মিহির গোস্বামীকে কয়েকজন মার্শাল মারধর করেছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার অধিবেশনের শেষ দিন বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন বয়কট করে ধর্না ও বিক্ষোভ চালাবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন বিধানসভায় ঝামেলা চলাকালীন শুভেন্দু সেখানে ছিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য সেখানে পৌঁছোন তিনি। দলীয় বিধায়কদের কাছ থেকে বিষয়টি জেনে অধিবেশন কক্ষে ঢুকে অধ্যক্ষের কাছে এগিয়ে যান। শুভেন্দুকে নিজের আসনে বসার নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ। তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের তর্কাতর্কি বেধে যায়। শংকরের ভাঙা চশমা ও গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের ভাঙা ঘড়ি অধ্যক্ষের কাছে জমা দিয়ে শুভেন্দু অভিযোগ করেন, 'মার্শাল ও নিরাপত্তারক্ষীদের আক্রমণে বিধায়করা জখম হয়েছেন।'

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

অঘোষিত এমারজেন্সি আরও বেশি ভয়ংকর

আশিস ঘোষ

তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। দিল্লিতে এমনিতেই সকাল হয় দেরিতে। ঘুম থেকে উঠে শুনলাম, সামনের ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে এক অধ্যাপককে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এমারজেন্সির সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। বলা ভালো, গোটা মহল্লার। তার আগে রাতের গভীরে এমনভাবে কাউকে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে দেখেনি কেউ।

তখন স্কুলে পড়ি। খুব বেশি কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝতাম, সবকিছু অনেকটা বদলে গিয়েছে। রাস্তাঘাটে বিশেষ একটা কথা বলত না কেউ। বাস থেকেও পুলিশ নামিয়ে নিত লোকজনকে। কে যে সাদা পোশাকের পুলিশ কে বলতে পারে! তাই মুখে কুলুপ। সর্বত্র। তার আগে একদিন স্কুল থেকে সরকারি বাসে চাপিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল শিবাজি স্টেডিয়ামে। সেখানে ভাষণ দিলেন ইন্দিরা গান্ধি। কী বলেছিলেন এখন আর মনে নেই। নিশ্চয়ই অনেক ভালো ভালো কথা।

আর মনে আছে, কনট প্লেসের সাদা থামে বড় বড় পোস্টার সাঁটা। তাতে জয়প্রকাশ নারায়ণের ছবি। তাঁকে ডলার দিচ্ছে একটা হাত। সঙ্গে কী লেখা ছিল মনে নেই। তবে লোকটা যে খুব খারাপ এমন কিছুই হবে। ওই বয়সে অতশত না বুঝলেও ইন্দিরা পাকিস্তানকে হারিয়ে বাংলাদেশ তৈরি করেছেন বলে গোড়ার দিকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাই দেখতাম লোকের। আর জরুরি অবস্থা যে কী তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণাও ছিল না কারও। শুধু যেদিকে তাকাতাম চোখে পড়ত বিনোবা ভাবের বাণী বড় হরফে লেখা, আপাৎকাল অনুশাসন পর্ব হ্যায়।

তো সেই অনুশাসন পর্বে তারই মধ্যে ইন্দিরার বিশ দফা আর তাঁর ছোট ছেলের পাঁচ দফা নিয়ে বিস্তর হইচই চলত। ছিল নাসবন্দি নিয়ে ফিশফিশ আলোচনা। কোথায় কোথায় জোর করে নির্বীর্যকরণ চলছে তা নিয়ে তলে তলে প্রচার। জরুরি অবস্থা জাঁকিয়ে বসার পর রাজধানীতে দেখতাম সঞ্জয় গান্ধি এবং তস্য চেলাদের বিপুল দাপট।

এরপর দশের পাতায়

যুদ্ধ নয়, খাবার চাই

হাহাকার, আর্তনাদ আর চোখের জল মিলেমিশে একাকার। মধ্য গাজা স্ট্রিপে খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে শিশুরা।

ইরানি গোলা দোহায়

তেল আভিভ, ২৩ জুন : আমেরিকার পর এবার ইজরায়েল। মার্কিন হামলার ক্ষত শুকোনোর আগেই আবার আঘাত হানল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশ। তবে, পালটা হামলাও চালিয়েছে ইরানি সেনা।

এর পাশাপাশি সোমবারের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ খবর, কাতারের রাজধানী দোহায় উড়ে এল ইরানের গোটা পাঁচেক মিসাইল। ভয়ংকর বিস্ফোরণের ফলে ছোটাছুটি শুরু হয় পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহরে। ইরানের লক্ষ্য, কাতারে আমেরিকার এয়ারবেস। সেসবের কী অবস্থা বোঝা কঠিন। তবে কাতারে সব বিমান বন্ধ। বেজেছে সাইরেন। আমেরিকার নির্দেশে সব আমেরিকান আশ্রয় নিয়েছেন সেখানকার দূতাবাসে।

এই প্রথম পশ্চিম এশিয়ার আর একটি দেশ জড়িয়ে গেল 'যুদ্ধে'। আমেরিকার আরও এয়ারবেস রয়েছে সেখানকার অনেক দেশে। ইরান এমন কটা দেশে হামলা চালায়, সেটাই প্রশ্ন।

এদিন ইরানের সবক'টি গুরুত্বপূর্ণ পরমাণুকেন্দ্র, গবেষণাগার, সেন্ট্রিফিউজ উৎপাদনকেন্দ্রে হামলা চালায় নেতানিয়াহুর বাহিনী। ইরানি বায়ুসেনার অন্তত ৬টি বিমানঘাঁটিতেও হামলা হয়েছে। ইজরায়েলের হামলায় ধ্বংস হয়েছে ইরানের একটি জ্বালানি বিমান এবং একাধিক এফ-১৪, এফ-৫ ফাইটার জেট ও কার্গো। শুধু কারমানশা এলাকায় ইরানের ১৫টি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করেছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সাফ কথা, 'আমাদের লক্ষ্য খুব নির্দিষ্ট। ইরানের সামরিক ও পারমাণবিক সক্ষমতাকে ধ্বংস করা। সেই লক্ষ্য অর্জন না করা পর্যন্ত আমাদের অভিযান জারি থাকবে।'

ইরানে ফের হামলা ইজরায়েলের

ইরানি সেনার কমান্ডার-ইন-চিফ মেজর জেনারেল আমির হাতামি পালটা বলেছেন, 'আমরা অনেকবার মার্কিন হামলার মুখোমুখি হয়েছি। প্রতিবার কড়া জবাব দিয়েছি। ইরান লড়াই চালিয়ে যাবে।'

এদিকে 'মেক ইরান গ্রেট এগেইন' মন্তব্য করে ট্রাম্প ইরানের শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সে ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব পিটি হেগশেথ। তিনি বলেছেন, 'এটা কোনও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান নয়। আমাদের লক্ষ্য ইরানের পরমাণু পরিকাঠামো।'

রবিবার ভোররাতে ইরানের ফোর্দো পরমাণুকেন্দ্রে অন্তত ৬টি বাংকার বাস্টার বোমা ফেলেছিল মার্কিন বিমানবাহিনী। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেখানেই বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এদিন ইজরায়েলি হামলার প্রধান লক্ষ্য ছিল পরমাণুকেন্দ্রের প্রবেশপথগুলি। কেন্দ্রটি যাতে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায় তা নিশ্চিত করতেই যে এই হামলা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। ইরান এতদিনে যে ইউরেনিয়াম শোধন করেছে, তার ৬০ শতাংশই হয়েছে এখানে। ফলে ইজরায়েল ও আমেরিকার হামলার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু এই কেন্দ্রটি।

এরপর দশের পাতায়

মদের ঠেকে মার খেলেন কাউন্সিলার

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : আলিপুরদুয়ার পুরসভা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় রাত হলেই যে মদের ঠেক বসে, সেই অভিযোগ কিন্তু পুরোনো। আর তা নিয়ে স্থানীয়রা নিরাপত্তার অভাবেও ভোগেন। সমস্যার শিকড় যে কতখানি গভীরে, তা স্পষ্ট হয়ে গেল রবিবারের ঘটনায়। দেখা গেল, সেইসব ঠেকের মদ্যপরা এলাকার জনপ্রতিনিধিকেও রেয়াত করে না। মদ্যপদের সতর্ক করতে গিয়ে আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম মণ্ডল হেনস্তার মুখে পড়লেন রবিবার রাতে।

সেই রাতে রামকৃষ্ণপল্লি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। খোদ কাউন্সিলারকে মারধরের পর উত্তেজনা ছড়াতেই পরিস্থিতি সামাল দিতে পথে নামে পুলিশ। সোমবার আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পার্থর সঙ্গে আলিপুরদুয়ার থানায় জমায়েত করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তাঁরা। স্থানীয় কাউন্সিলার বলেন, 'এলাকায় মদ্যপদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলছে। সেই রাতে একটি গণ্ডগোলের ঘটনা শুনে নেশার ঠেকে যাই। আমি যেতেই ওরা আমার ওপর চড়াও হয়। আমি একাই গিয়েছিলাম। সেজন্যই অভিযুক্তরা সাহস পায়। এদিন আমার সঙ্গে স্থানীয়রা মিলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।' আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পরেই আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।'

রাতে কী ঘটেছিল? কাউন্সিলার ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কালজানি নদীর চরে মদের ঠেক বসেছিল। সেখানে বচসার সূত্রপাত। সেই মদের আসরের একজন পার্থর পরিবারের উদ্দেশে আশালীন উক্তি করে বলে অভিযোগ। পার্থর সঙ্গে তার তর্ক বেঁধে যায়।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

দিলজিতের ছবি নিয়ে ভারতে ডামাডোল ›› আটের পাতায়

গ্যালারি থেকে পড়ে মৃত্যু ৩ সমর্থকের ›› এগারোর পাতায়

৮ মাস ধরে রেইকি, লুটে বিহার-যোগ

এই বাড়িতেই ডেরা বেঁধেছিল ডাকাতদল।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ জুন : শিলিগুড়িতে গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় তদন্ত যতই এগোচ্ছে ততই চমকে দেওয়ার মতো তথ্য সামনে আসছে। রবিবার শিলিগুড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় যে দলটি যুক্ত, বিহারের এক প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ সেটির মাথা বলে তদন্তকারীদের সূত্রে খবর। প্রভাবশালী ওই ব্যক্তিই এই দলটিকে টাকাপয়সা দিয়ে চালায়। দলের সদস্যরা আট মাস আগেই শিলিগুড়িতে এসেছিল বলে ডাকাতির ঘটনায় ধৃত দুই দুষ্কৃতী মহম্মদ সাফিক খান ও মহম্মদ সামশাদকে দফায় দফায় জেরা করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ জানতে পেরেছে।

গ্যাংয়ের এক পান্ডা বিহার থেকে নিয়মিত যাওয়া-আসা করে যাবতীয় প্ল্যানিং করত। এই পান্ডার মাধ্যমেই প্রভাবশালী সেই ব্যক্তির টাকা দলের সদস্যদের কাছে পৌঁছে যেত। ডাকাতির জন্য ওই পান্ডাই হিলকার্ট রোডের দোকানটিকে বেছে নিয়েছিল। তার প্ল্যানিংয়েই গোটা অপারেশনটি সারা হয়। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন সমস্ত পরিকল্পনা ছকে নেওয়ার পর দলের সদস্যরা বিধাননগর এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেছিল। সেখান থেকে এসেই তারা শহরে সোনার দোকানটিতে নিয়মিতভাবে নজরদারি চালাত। ডাকাতির ঘটনার পর পুলিশ বিধাননগরে গিয়ে তল্লাশি চালায়। তবে সেখানে ওই দলের কাউকে পাওয়া যায়নি।

ধৃত দুই দুষ্কৃতীকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পুলিশ তাদের সাতদিনের হেপাজতে নিয়েছে। পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর এদিন সকালে শিলিগুড়ি থানায় এসে ধৃত দুই দুষ্কৃতীকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেন।

এরপর দশের পাতায়

'কালাজাদু'র অভিযোগে গ্রামছাড়া বৃদ্ধ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : গ্রামে পরপর কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। আর সেসব ঘটনার 'দায়' গিয়ে পড়েছে সেই গ্রামেরই এক বয়স্ক বাসিন্দার ওপর। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, 'কালাজাদু' করে গ্রামের সবাইকে অসুস্থ করে দিচ্ছেন সেই প্রবীণ ব্যক্তি। তাই সেই বৃদ্ধের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে রবিবার রাতে তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় গ্রামবাসীদের একাংশ। বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছে ৭৪ বছরের সেই বৃদ্ধকে। আর এতকিছু ঘটেছে আলিপুরদুয়ার শহর থেকে মাত্র ৪ কিমি দূরে, গারোভিটা গ্রামে।

শহরের পাশেই এইরকম ঘটনায় অনেকেই তাজ্জব। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'একজনের বাড়ির সামনে অনেকে জড়ো হয়েছেন শুনে সেই রাতে পুলিশ এলাকায় গিয়েছিল। পুলিশই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে করে। এখন কোনও সমস্যা নেই।' আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় সোমবারও উত্তেজনা ছিল। সেই বৃদ্ধের বাড়িতে আপাতত রয়েছেন তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূ। এদিনও গ্রামের কয়েকজন ওই বাড়িতে গিয়ে শাসিয়ে এসেছে বলে অভিযোগ তাঁদের। সাফ বলা হয়েছে, বৃদ্ধকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কিশোর রায় বলছেন, 'রাতে ঘটনার কথা শুনে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। কালাজাদুর মতো বিষয় তো লোক এখন বিশ্বাস করে না। তবে একটা সমস্যা যখন হয়েছে তখন সেটা মেটানোর চেষ্টা করছি।' বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপঙ্কর দাসও একইরকম কথা বলছেন। তিনিও নাকি প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছেন।

গারোভিটা গ্রামের বাসিন্দা সেই বয়স্ক ব্যক্তি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। তাঁর বাড়িতে এদিন গিয়ে দেখা গেল, শ্মশানের নিস্তব্ধতা। রাস্তার পাশেই রয়েছে বাড়িটি। সেখানে যে গত রাতেই ভাঙচুর করা হয়েছে, তার ছাপ এদিনও স্পষ্ট। এক পাশের টিনের বেড়া এখনও ভাঙা। সেখান দিয়েই ভিতরে ঢোকা গেল। দেখা গেল, তাণ্ডব করা হয়েছে ঘরের ভিতরে। মেঝেতে পড়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় বড় পাথর ও ইট। এগুলো দিয়েই রাতে আক্রমণ করা হয়েছিল, সেটা স্পষ্ট। রাতে প্রায় দুশো জন ওই বৃদ্ধের বাড়িতে চড়াও হয়। তবে বাড়ির অন্য লোকজন এবিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। তাঁরা বলছেন, 'সব মিটে গিয়েছে।' যদিও সেই বয়স্ক ব্যক্তি কিন্তু এদিন দুপুর অবধি বাড়ি ফেরেননি।

এই বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে রবিবার রাতে। গারোভিটা গ্রামে।

আর মিটমাট করার কথা কিন্তু গ্রামবাসীরা বলছে না। তাদের বক্তব্য, সেই বৃদ্ধকে তারা গ্রামে থাকতে দেবে না। তবে তাঁর বাড়ির লোকজন গ্রামে থাকতেই পারেন। তাঁরা তো আর কালোজাদু করেনি, যুক্তি স্থানীয়দের।

ওই বৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের বই পড়তেন। অল্পস্বল্প কবিরাজিও করতেন। প্রতিবছর গ্রামের শ্মশানে কালীপুজো করতেন। তাঁর এইসব কাজ গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে সন্দেহ বাড়িয়েছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, তাঁর তুকতাকেই গ্রামের অনেকে নাকি অসুস্থ হয়ে পড়ছে। গত কয়েক মাস ধরেই এমন কথাবার্তা গ্রামে চলছিল।

এরপর দশের পাতায়

স্কুলের ডাকে ফের ক্লাসরুমে প্রাক্তন শিক্ষক

মন ভালো করা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৩ জুন : শিক্ষক হিসেবে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন বছর আটেক আগে। সম্প্রতি তিনি খবর পান নিজের সেই স্কুলে জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষকের অপ্রতুলতার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি তিনি। তাই স্কুলের আবেদনে সাড়া দিয়ে ফের ক্লাস নিতে ছুটছেন ৬৮ বছরের সৌমিত্র মজুমদার। ২ জুন স্কুল খুলতেই আসা শুরু করেছেন তিনি। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে জীবনবিজ্ঞানের ক্লাস নিচ্ছেন। এর জন্য পারিশ্রমিক নেবেন না বলে জানিয়ে রেখেছেন। দীর্ঘদিন পর প্রিয় স্যারের সান্নিধ্য পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা।

সকাল সাড়ে ১০টা বাজলেই স্কুলে হাজির হয়ে যান সৌমিত্রবাবু। দুটো ক্লাস নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। তাঁর কথায়, 'ছেলেমেয়েগুলো আমার অক্সিজেন। ওরা মানুষ হলেই আমার শ্রম সার্থক। স্কুলে জীবনবিজ্ঞান শিক্ষকের সংকট জেনে আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। আপাতত দুটি করে ক্লাস নিচ্ছি। পরে সংখ্যাটা বাড়বে। যতদিন সুস্থ থাকব স্কুলে আসব। এজন্য কোনও রকম পারিশ্রমিক নিতে চাই না, তা-ও জানিয়েছি।' কর্মজীবনে ১৯৭৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৮ বছর শিক্ষকতা করেছেন সৌমিত্রবাবু।

অবসরগ্রহণের পরেও ক্লাসে সৌমিত্র মজুমদার। রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলে।

স্কুল সূত্রে জানা গেল, একজন মাত্র জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষিকা থাকায় সমস্যায় পড়েছিল ছাত্রছাত্রীরা। ওই শিক্ষিকা কোনও কারণে অনুপস্থিত থাকলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস অফ রাখতে হত। তাই সৌমিত্রবাবুকে অতিথি শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নেওয়ার জন্য আবেদন করে কর্তৃপক্ষ। এককথায় রাজিও হয়ে যান তিনি।

> ছেলেমেয়েগুলো আমার অক্সিজেন। ওরা মানুষ হলেই আমার শ্রম সার্থক। স্কুলে জীবনবিজ্ঞান শিক্ষকের সংকট জেনে আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। আপাতত দুটি করে ক্লাস নিচ্ছি। পরে সংখ্যাটা বাড়বে। যতদিন সুস্থ থাকব স্কুলে আসব। এজন্য পারিশ্রমিক নিতে চাই না।
>
> **সৌমিত্র মজুমদার**
> *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক*

স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় মিত্র বলেন, 'জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক নিয়ে আমরা ভীষণ সমস্যায় পড়েছিলাম। আমরা স্যারের কাছে আবেদন নিয়ে যাই। উনি আনন্দের সঙ্গে আমাদের আবেদন গ্রহণ করেন। নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীরা ভীষণ উপকৃত হবে।'

বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি গোবিন্দ কল্যাণীর কথায়, 'সৌমিত্রবাবুর মতো একজন প্রবীণ শিক্ষক আবার ক্লাস শুরু করায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা ভীষণ খুশি।'

অ্যাফিডেভিট

আমি সমরেন্দ্র বর্মন। আমার কন্যার নাম জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn No 1339, Dt. 23.03.2011) ভুল থাকায় আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Ipsita Barman থেকে Ankita Barman করা হল। (C/117003)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় ১২/০৬/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD 1st class JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sudhendra Kr. Das থেকে Sudhindra Kumar Das হলাম। Sudhendra Kr Das এবং Sudhindra Kumar Das একই ব্যক্তি। (C/117004)

•

আমি সরস্বতী রায়, স্বামী অনিল রায়। আমার জমির খতিয়ানে (যার নম্বর-২১৮৫) আমার নাম রয়েছে সরস্বতী সরকার, স্বামীর নাম রয়েছে অনিল চন্দ্র সরকার। গত ১৯/০৯/২০২৪ ইং তারিখে মাথাভাঙ্গা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম সরস্বতী রায় ও স্বামীর নাম অনিল রায় করে নিয়েছি। গ্রাম + পোস্ট ঃ ফুলবাড়ি, কোচবিহার। (C/116992)

বিক্রয়

7 কাঠা জমি বিক্রয়, ওয়ার্ড নং-4, হোল্ডিং নং 819/4/62, খতিয়ান নং- 153-6111, J.L. No. 110 (88), মৌজা-শিলিগুড়ি। M : 8327072245. (C/116845)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসের হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য স্থানীয় কর্মঠ অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই। M : 9641618231. (C/116844)

•

শিলিগুড়ি ঘোষপুকুরে রিসোর্ট-এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেসে, বেতন-11,000/- বয়স 25-55, 9933119446. (C/116995)

•

Ardent Life Sciences-এ HR ও মার্কেটিং এগজিকিউটিভ (MBA) নিয়োগ করা হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। ইন্টারভিউ তারিখ : 27/06/2025, স্থান : সংঘতি মোড়, শিলিগুড়ি, যোগাযোগ : 9832981008/7001988329. (C/116996)

দুই বাংলাদেশিকে ফেরত বিএসএফের

চ্যাংরাবান্ধা, ২৩ জুন : চ্যাংরাবান্ধা বাইপাসে গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি। রবিবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করেন বিএসএফ জওয়ানরা। ধৃতদের একজন রিপন চন্দ্র (৩৭)। সে কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা। অপরজন সাগর মিয়াঁ (২৭)। তার বাড়ি গাইবান্ধা জেলায়।

ধৃতরা নেপাল থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল। তারা প্রায় মাস ছয়েক আগে নেপালে গিয়েছিল এবং সেখানেই কাজ করত। রবিবার রাতে চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস থেকে তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে চ্যাংরাবান্ধা বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। সোমবার বিজিবি ও বিএসএফের ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর তাদের ওপার বাংলায় ফেরত পাঠানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, সাগর মেখলিগঞ্জের খোলা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকেছিল। এখান থেকে গিয়েছিল নেপালে। আর রিপন পাসপোর্ট বানিয়ে নেপালে গিয়েছিল। কিন্তু মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও সে আর দেশে ফিরে যায়নি। দেশে ফেরার জন্য দুজন চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে এসেছিল।

দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা।। *ইসলামপুরের ধানতোলায় সুদীপ্ত ভৌমিকের ক্যামেরায়।*

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর : 8972377039.

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে B.Ed ও D.El.Ed-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ- Manoranjan Saha Memorial B.Ed College- 9932209369. President. (S/C)

রঙিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএনওয়াই-ইএল-টি-১০-২০২৫-২৬; তারিখ ঃ ১৯-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম ঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ - ডি.এস. টাইপ - II (৮ ইউনিট) এবং টাইপ - III (৪ ইউনিট) কোয়ার্টার দ্বারা ১২ ইউনিট জরাজীর্ণ কর্মীদের কোয়ার্টার প্রতিস্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ৪৮,৯৭,২৭৬.৭২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৯৮,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলা ১৭-০৭-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

I, Md. Masrekul Anwar, son of Md. Enamul Hoque, by caste Muslim, resident of Ratanpur Najrul Colony, Samsi, P.S. Ratua, District - Malda, West Bengal, Pin - 732139, do hereby declare that my name and my father's name have been wrongly recorded as Md. Masrekul Anowar and Md. Ekramul respectively in my Madhyamik Admit Card, Mark Sheet, and Certificate (Roll. B15471G, No. 0073, Registration No. 3111-095066). The correct names are: My name: Md. Masrekul Anwar My father's name: Md. Enamul Hoque This declaration is made for the purpose of correcting the records. (K)

E-TENDER NOTICE

NIT No: 03 & 04/NKT/25-26 dated: 20/06/25 & 23/06/25 fund: 15TH FC & RGSA is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 30/06/25 & 08/07/25 upto 18.55 & 11:30 respectively. The details of the NIT may be viewed & downloaded https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer & BDO
Nagrakata Panchayet Samity

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SEVOKE ROAD
Walk-in-Interview

PM Shri Kendriya Vidyalaya Sevoke Road **invites part time contractual panel teachers** for the following post:
PGTs-PGT(CS),
TGTs-TGT(Maths),
PRT.
Misc.- ATL Instructor
Schedule-

SN	Day and Date	Remarks
1	Monday, 30/06/2025, 08:30 A.M.	for aforesaid post

Venue : Kendriya Vidyalaya Sevoke Road, Salugara, Siliguri, Jalpaiguri, West Bengal-734008
Kindly bring all relevant documents in original and 01 set photocooy.
Please visit www.sevokeroad.kvs.ac.in for detailed advertisement, eligibility criteria, instructions and bio-data format.

আজ টিভিতে

জোনাকির বয়ান শুনে আহত ধ্রুব কি লড়বে নিজের কেস?
মিত্তিরবাড়ি রাত ৯.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সেই তো আবার কাছে এলে, দুপুর ১.০০ চ্যাম্পিয়ন, বিকেল ৪.০০ বাদশা-দ্য ডন, সন্ধে ৭.০০ প্রতিকার, রাত ১০.০০ রাখে হরি মারে কে, ১.০০ সাথী আমার বন্ধু আমার
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ বিদ্রোহিনী নারী, দুপুর ২.০০ আক্রোশ, বিকেল ৫.০০ স্বার্থপর, রাত ১০.৩০ স্বয়ংসিদ্ধা, ১.০০ সোনার পাথর
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.০০ মজনু, ২.৫৫ গোলমাল, সন্ধে ৬.১৫ দেবী, রাত ৯.৫০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বৈকুণ্ঠের উইল
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাদশা-দ্য কিং
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.১৩ জানোয়ার, বিকেল ৩.১০ সার্কাস কার-টু, ৫.০৩ প্রলয়-দ্য ডেস্ট্রয়ার, রাত ১১.০০ আচার্য
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.২৬ বিবাহ, বিকেল ৪.৪৫ দ্য পাওয়ার অফ থ্রি-জয় লব কুশ, সন্ধে ৭.৩০ তিরঙ্গা, রাত ১০.২২ ভ্যানগার্ড
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১৯ মম, ২.৪৪ সাইনা, বিকেল ৫.০২ ট্র্যাপড, সন্ধে ৬.৪৬ ব্লার, রাত ৯.০০ সজনী শিন্ডে কা ভাইরাল ভিডিও, ১০.৫৬ লয়লা মজনু
রমেডি নাউ এইচডি : দুপুর ২.১০ ওভারবোর্ড, বিকেল ৫.৩০ দ্য স্মার্ফস-টু, সন্ধে ৭.১৫ মন্টে কার্লো, রাত ৯.০০ ডেট মুভি, ১০.১৫ লাইফ অর সামথিং লাইক ইট, ১১.৫৫ ল্যান্ড অফ দ্য বেয়ার্স

স্বয়ংসিদ্ধা রাত ১০.৩০
জি বাংলা সিনেমা

মম দুপুর ১২.১৯
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

শোলক সারি সন্ধে ৭.৩০ **সান বাংলা**

গাঁজা সহ ধৃত তিন রেল পুলিশকর্মী

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে রেলের পার্সেলভ্যানে সেগুন কাঠ, গাঁজা ও সুপারি পাচারে লোকো পাইলট ও রেল ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার পর আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় সোমবার জিআরপির একজন ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স (এনভিএফ) কর্মী ও দুজন জিআরপি সিভিকের বিরুদ্ধে গাঁজা পাচারের অভিযোগ উঠল। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে দুটি ব্যাগে করে সেই গাঁজা কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তবে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালান আলিপুরদুয়ারের এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি, আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য পুলিশ কর্তারা। তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে সাড়ে ১৯ কেজি গাঁজা। তবে কনস্টেবল পদ মর্যাদার আরেকজন জিআরপি কর্মী যুক্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'মামলা করা হয়েছে, তদন্ত চলবে। দোষীদের রেয়াত করা হবে না।'

> **বাজেয়াপ্ত**
> - বাজেয়াপ্ত হয়েছে সাড়ে ১৯ কেজি গাঁজা
> - দুটি ব্যাগে করে সেই গাঁজা কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল
> - খবর পেয়ে পুলিশকর্তারা আলিপুরদুয়ার জংশনে অভিযান চালান

এই গাঁজা কোথা থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত নিয়ে এল, তা জানা যায়নি। তদন্ত চলায় পুলিশ কর্তারা এবিষয়ে কিছু বলতে চাইছে না। তবে স্থানীয় সূত্রের খবর, বামনহাট থেকে এই গাঁজা আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় আনা হয়। তারপর তা কলকাতায় পাচার হচ্ছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

মাদক পাচারের এই কাজে প্যাডলার হিসেবে কয়েকজন মহিলা যুক্ত রয়েছেন এবং আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার কোনও এক নির্দিষ্ট জায়গায় সেই গাঁজা মজুত করা হয় বলে পুলিশের ধারণা। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে বিভিন্ন জায়গায় যেত গাঁজা। স্থানীয়দের অনেকেই মনে করছেন পুলিশ হানা না দিলে এই রহস্য উন্মোচন হত না।

ইতিপূর্বে এক জিআরপি কর্তারও গাঁজা পাচারে নাম জড়িয়েছিল। তথ্য প্রমাণের অভাবে কেউ কিছু করে উঠতে পারেননি। সেই ঘটনার পর আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন এলাকা কয়েকজন জিআরপি কর্মী যুক্ত থাকায় শোরগোল তৈরি হয়েছে।

রিলের নেশায় সাপ ধরা রোধে উদ্যোগ

লাটাগুড়ি, ২৩ জুন : রিল বানানোর চক্করে সাপের মুখে চুমু খেতে গিয়ে এক ছোবলে প্রাণ যেতে বসেছিল বছর পঞ্চাশের জিতেন্দ্র কুমারের। এখনও তিনি চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার। শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, এমন প্রবণতা রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলাতেও। এবার এমন প্রবণতায় লাগাম টানতে চাইছে বন দপ্তর। এরকম রিল বানানো, ইউজারদের খুঁজে পদক্ষেপ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের রিল তৈরির সঙ্গে যুক্তদের সতর্ক করার কাজও শুরু হয়েছে।

ফলোয়ার বাড়াবার উদ্দেশ্যে, বিনা প্রশিক্ষণে সাপ ধরার প্রবণতা বাড়ছে জেলাজুড়ে। অনলাইনে সাপ ধরার বিভিন্ন সামগ্রী কিনে প্রশিক্ষণ ছাড়া সাপ ধরায় প্রবণতায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে দিন-দিন। জলপাইগুড়ি জেলায় দীর্ঘদিন ধরে সাপ নিয়ে কাজ করে চলেছেন ময়নাগুড়ি রোডের বাসিন্দা নান্দু রায়। তাঁর বক্তব্য, 'সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন আর সাধারণ মানুষ সাপকে পিটিয়ে মারে না। লোকালয়ে সাপ বেরিয়ে এলেই বন দপ্তরের পাশাপাশি যাঁরা সাপ ধরেন তাঁদের ফোন করেন। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু তরুণ নিজেদের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী পরিচয় দিয়ে সাপ ধরছেন। কিন্তু বিনা প্রশিক্ষণে এভাবে সাপ ধরায় যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, রিল বানানোর জন্য যাঁরা সাপ ধরে ভিডিও করছেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে খাগড়াবাড়ি এলাকার সাপের মাথায় হাত বুলিয়ে রিল বানানো তরুণকে ডেকে সতর্ক করা হয়েছে।

ফিক্সড বাল্কহেডকে ফোল্ডেবল বাল্কহেডে রূপান্তর

টেন্ডার নং. ঃ এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৫-২৬- ডিআরজি-০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ের সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ফিক্সড বাল্কহেডকে ফোল্ডেবল বাল্কহেডে (ভাঁজযোগ্য টাইপ) বিআরএন/বিআরএনএ/বিআরএনএএইচএস /বিআরএন ২২.৯টি ওয়াগন রূপান্তর। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৯০,০০,০০০/- টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৮০,০০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/এনবিকিউএস

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএন-এসটি-১২-২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২০-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ আরএন-এসটি-১২-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ রঙিয়া ডিভিশনের এসএসই/এসআইজি/আইসি/রাঙ্গাপাড়া উত্তর-এর অধীনে সিগন্যালিং গিয়ারের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৭৩,৪১,০৫৭.৭৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৪৬,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৬-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/ ০৬/২০২৫/এমএলজি, তারিখ ঃ ৩০-০৫-২০২৫-এর বাতিলকরণ

প্রশাসনিক কারণে - এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ির অধীনে ১৭টি ব্রিজের পিয়ার এবং অ্যাবাটমেন্টের শক্তির মূল্যায়ন আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড ২৫টি লোডিং-২০০৮ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ডিসিবিএল/০৬/২০২৫/এমএলজি, তারিখঃ ৩০-০৫-২০২৫-এর বিপরীতে ই-টেন্ডার নং. ডিসিবিএল১২২০২৫এমএলজি বাতিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্টের নিযুক্তি

নোটিস নং. সি/৪/১/এমআইএসসি/কেআইআর /এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএসজি-৫/২৫ তারিখঃ ১৯-০৬-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে কেবল তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত এনএসজি-৫ শ্রেণীর ফরবেসগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড জংশন, হরিশ্চন্দ্রপুর, জলপাইগুড়ি, কালিয়াগঞ্জ, আজমনগর রোড, লাভা, গঙ্গারামপুর, বাগডোগরা, বুনিয়াদপুর, তেজোল, হলদিবাড়ি এবং তালুকা রোড রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিযুক্তির জন্যে আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করা হয়েছে। আবেদন পত্র জমা/ দাখিলের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৭-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং খোলা যাবেঃ ১৩-০৮-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এডিআরএম, কাটিহারে কার্যালয় কক্ষে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.nfr.indianrailway.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

BLOCK MISSION MANAGEMENT UNIT, KHORIBARI & BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KHORIBARI BLOCK
NOTICE FOR CRP-EP ENGAGEMENT

Notice No. 01, Date : 23/06/2025

Applications are hereby invited from eligible SHG members under NRLM fold for engagement as Community Reasource Person-Enterprise Promotion (CRPEP) by Mahasangha of Khoribari Block, SMP, Darjeeling District. Application Form in prescribed to be submitted at BDO Office, Khoribari, Darjeeling District. The submission dates for the application form are from 25/06/2025 to 11/07/2025 by (3.00 P.M.) Details are available in Notice Boards of Khoribari Block and DRDC Office, Siliguri.

Sd/-
Block Development Officer, Khoribari & Block Mission Director Block Mission Management Unit, Khoribari

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দাম্পত্য ক্ষেত্রে সামান্য সমস্যা হলেও বুদ্ধিবলে সংকট কাটবে। বাড়ি বা জমি কেনার আগে পরামর্শ করে নিন। **বৃষ :** উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে। বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। **মিথুন :** চোখের ভোগান্তিতে ভিনরাজ্যে চিকিৎসার জন্য যেতে হতে পারে। হাড়ের যন্ত্রণায় কাবু হতে পারেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। **কর্কট :** আর্থিকভাবে আশানুরূপ সাফল্য পাবেন। বাবার পরামর্শে নতুন কাজে যোগ দিলে সাফল্য নিশ্চিত। **সিংহ :** জমি কেনাবেচায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ার সম্ভাবনা। কর্মসূত্রে বাইরে যেতে হতে পারে। বিদ্যার্থীদের শুভ। **কন্যা :** বাবা- মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তি পাবেন। স্নায়ুঘটিত রোগে ভোগান্তি। **তুলা :** প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য মিলবে। অংশীদারি ব্যবসায় মতবিরেরাধের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার সুযোগ। **বৃশ্চিক :** একাধিক পথে আয়ের সুযোগ মিলবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় পারিবারিক বিবাদ বাড়বে। **ধনু :** পাওনা আদায়ে সক্ষম হবেন। সর্দিকাশির সমস্যা বাড়বে। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতিতে মানসিক স্বস্তি পাবেন। **মকর:** চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। বাড়ির কোনও বয়স্কজনের চিকিৎসার কাজে ব্যয় বাড়বে। প্রেমে সামান্য মনোমালিন্য। **কুম্ভ :** যে কোনও সমস্যায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাড়ির লোকের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। প্রেমে শুভ। **মীন :** যাচাই না করে কাউকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৩ আষাঢ়, ২৪ জুন ২০২৫, ৯ আহার, সংবৎ ১৪ আষাঢ় বদি, ২৭ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২৪। মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী সন্ধ্যা ৬।২৭। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১২।৪২। শূলযোগ দিবা ৯।৫২। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।৩৪ গতে শকুনিকরণ সন্ধ্যা ৬।২৭ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১২।৪২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১২।৩ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী – পশ্চিমে, সন্ধ্যা ৬।২৭ গতে ঈশানে। বারবেলাদি- ৬।৩৭ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ১।১২ গতে ৩।২ মধ্যে। কালরাত্রি – ৭।৪৩ গতে ৯।২ মধ্যে। যাত্রা – নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৪২ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মহাসড়কের জমিজটে রাইচেঙ্গা

কারও মেয়ের বিয়ে আটকে, কারও হচ্ছে না চিকিৎসা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৩ জুন : মহাসড়কের জন্য জমি নেওয়া হবে জানানো হয়েছিল তাও প্রায় ১৫ বছর আগে। এরপর প্রথম নোটিশ দেওয়ার পরেও কেটে গিয়েছে বছর দশেক সময়। তারপর আট বছর আগে জমি চিহ্নিত করে ফাইনাল হয়। এরপর কারোর ইচ্ছা ছিল জমি বিক্রির টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার। কেউ আবার ভেবেছিলেন ওই টাকা দিয়ে চিকিৎসা করাবেন। কিন্তু সেই থেকে আজও অবধি মহাসড়কের জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়নি ফালাকাটা পুরসভার ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডের রাইচেঙ্গা মৌজায়। ফলে চিহ্নিত জমির চরিত্র মালিকরা পরিবর্তন করতে পারছেন না। এমনকি নতুন করে কোনও বাড়িঘর তৈরি কিংবা ওই জমি বিক্রিও করতে পারছেন না তাঁরা। নিজেদের জমি নিয়ে তাই এখন মহাবিপাকে পড়েছেন সেখানকার মানুষ। এই অবস্থায় জমি অধিগ্রহণ এবং ন্যায্যমূল্যের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে চলেছেন রাইচেঙ্গার মানুষ।

সম্প্রতি জমির বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটা শহরের দুলালদোকানে একটি বৈঠক করেন রায়চেঙ্গা মৌজার ভূমিরক্ষা কমিটির সদস্যরা।

এই বৈঠকে জমি আন্দোলনের কমিটি তৈরি হয়েছিল। - ফাইল চিত্র

সেখানে আন্দোলন করার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়। এমনকি দ্রুত জেলা শাসক এবং ডিভিশনাল কমিশনারকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। তারপরেও কাজ না হলে আগামী জুলাই মাস থেকে প্রয়োজনে রাস্তা অবরোধ, ব্যবসা বন্ধ সহ আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। রাইচেঙ্গা ভূমিরক্ষা কমিটির সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষের কথায়, 'আমাদের আশপাশের জমি ইতিমধ্যেই অধিগ্রহণ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা আজ প্রায় সাত বছর ধরে জমির জন্য নোটিশ এবং যাবতীয় ডকুমেন্টস জমা দিয়েও ক্ষতিপূরণ পাইনি।' এই অবস্থায় চিহ্নিত জমি না পারছেন বিক্রি করতে, না পারছেন জমির শ্রেণি পরিবর্তন করতে। ফলে মহাসড়কের জন্য জমি দিতে গিয়ে তাঁরা মহা সমস্যায় পড়েছেন বলে তিনি জানান।

দুলালদোকানের বাসিন্দা হাবিবুর রহমান জানান, প্রথম যখন জমি চিহ্নিত হয় তখন তাঁরা ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। গত তিন বছর ধরে তাঁদের এলাকা পুরসভায় পড়েছে। তাই জমির চরিত্র দাম সবকিছুই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ আট বছর ধরে কিছুই করছে না। এই অবস্থায় তাঁদের দাবি, সব জমি ফের সমীক্ষা করে বাস্তু হিসেবে দর দিতে হবে।

অপেক্ষা আট বছরের

- ২০১০ সালে প্রথম রাইচেঙ্গায় জমি নেওয়ার কথা বলা হয়
- ২০১৫ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জমি নিয়ে প্রথম বৈঠক হয়
- ২০১৮ সালে জমির মালিকদের উদ্দেশে নোটিশ জারি হয়
- ওই সময় থেকেই অনলাইনে আর জমির চরিত্র বদল করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ

ফালাকাটা মূল শহরকে বাইপাস করেই মহাসড়ক যাচ্ছে। তবে পুরসভার ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডের রাইচেঙ্গা মৌজার বেশকিছু অংশ দিয়ে মহাসড়ক যাবে। এর জন্য ২০১০ সালে প্রথম রাইচেঙ্গায় জমি নেওয়ার কথা বলা হয়। পরে ২০১৫ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জমি নিয়ে প্রথম বৈঠক হয়। এর পর ২০১৮ সালে জমির মালিকদের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারি হয়। জমির মালিকদের অভিযোগ, ওই সময় থেকেই নাকি অনলাইনে আর জমির চরিত্র বদল করা যাচ্ছে না। এমনকি কেউ জমি বিক্রিও করতে পারছেন না। রাইচেঙ্গা মৌজার প্রায় ৭৫ জন বাসিন্দার একই অবস্থা। স্থানীয় জমির মালিক সামসের আলি মিয়াঁ বলেন, 'আমি একজন অসুস্থ মানুষ। ভেবেছিলাম মহাসড়কের জমির ক্ষতিপূরণ পেয়ে চিকিৎসা করাব। কিন্তু আট বছর ধরে এই কাজ বন্ধ থাকায় অর্থের অভাবে না পারছি চিকিৎসা করাতে, না পারছি জমি বিক্রি করতে।' আরেক বাসিন্দা সুরজিৎ ঘোষ জানান, গত বছর তাঁদের জমি নিয়ে শেষ হেয়ারিং হয়েছিল। তারপর ভেবেছিলাম এবার হয়তো ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাব। ওই টাকা পেয়ে মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের টালবাহানায় এখনও মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না।

গোটা বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আলিপুরদুয়ারে প্রোজেক্ট ডিরেক্টর শৈলেন্দ্র শম্ভু বলেন, 'রাইচেঙ্গা মৌজায় আমাদের কাজ শুরু হয়েছে। তবে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি জেলা প্রশাসন দেখে।'

যেতে নাহি দিব।। *আমাতি উৎসবে পথ আগলে খুদেরা। কালীবাড়িতে শান্ত বর্মনের তোলা ছবি।*

দোকান ঘুরে পুলিশের প্রচার

মাদক রুখতে উদ্যোগ

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ জুন : মাদক সেবনের অভ্যাস রুখতে জেলাজুড়ে একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে পুলিশ। 'শ্যাটার দ্য সাইলেন্স' নামের সেই কর্মসূচিতে জেলার স্কুলে স্কুলে গিয়ে পড়ুয়াদের মাদকের নেশার কুপ্রভাব নিয়ে সচেতন করছেন পুলিশকর্তারা। সেই কর্মসূচির অধীনেই সোমবার কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলে সেই কর্মসূচি পালন করা হয় একটু অন্যরকমভাবে। গতানুগতিক বক্তব্য পেশ, কুইজ ইত্যাদির পাশাপাশি স্কুল লাগোয়া এলাকার দোকানগুলিতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল। পড়ুয়াদের কাছে নেশার সামগ্রী বিক্রি না করার অনুরোধ করেন তিনি। ওসি বলেন, 'স্কুলে ক্লাস চলাকালীন সংলগ্ন এলাকায় সাধারণ মানুষ যেন ধূমপান না করেন সে বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।' কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসির এই ভূমিকায় খুশি কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবকরা ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এক অভিভাবক সুনীল দাস বলেন, 'কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি এদিন যে ভূমিকা পালন করলেন তাতে আগামীদিনে ছাত্রছাত্রীরা আরও অনেক বেশি সচেতন হবে।'

এই উদ্যোগের প্রশংসা করছেন স্থানীয় দোকানদাররাও। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল সংলগ্ন দোকানদার বাপ্পা দত্ত বলেন, 'ওসি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের তামাকজাত দ্রব্য ও গুটখা বিক্রির ক্ষেত্রে নিষেধ করেছেন। ওসির এই পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করি না।'

স্কুলে এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি (ডিআইবি) বিশ্বজিৎ মজুমদার, মানিক সাহা, শিবেশ সাহার মতো স্কুলের শিক্ষকরা। এদিন নবম-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের মাদক নিয়ে সচেতন করেন পুলিশকর্তারা। পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার পরামর্শও দেন। নবম ও দশম শ্রেণি ছাত্রছাত্রীদের বোঝান মাদকের ভয়াবহতা। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব এলাকায় মাদক নিয়ে কোথাও বাড়বাড়ন্ত পেলে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের একাদশ

> ওসি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের তামাকজাত দ্রব্য ও গুটখা বিক্রির ক্ষেত্রে নিষেধ করেছেন। ওসির এই পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করি না।
>
> **বাপ্পা দত্ত,** *দোকানদার*

শ্রেণির ছাত্র রোহিত সরকার বলে, 'এদিনের এই কর্মসূচি থেকে অনেক কিছু শিখতে পারলাম।'

কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক মানিক সাহা বলেন, 'আমরা ছাত্রছাত্রীদের সবসময়ই মাদকের সর্বনাশা দিকগুলো নিয়ে সচেতন করি। এদিন পুলিশের এই কর্মসূচি ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি সচেতন করবে।' আর পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানিয়েছেন, যুবসমাজকে নেশামুক্ত করতে জেলা পুলিশের তরফে প্রতিনিয়ত সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়।

দোকানদারদের সতর্ক করছে পুলিশ। সোমবার কামাখ্যাগুড়িতে।

জেলার জন্মদিনের প্রস্তুতি

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : আগামী ২৫ জুন আলিপুরদুয়ার জেলার 'জন্মদিন'। ২০১৪ সালে এই দিনেই আলিপুরদুয়ারকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১১ বছর পর এই দিনটি পালনের বিভিন্ন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। জেলাজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনও দিনটি উদযাপন করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই দিন জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় দুপুর ১২টা থেকে জেলার জন্মদিন পালন করা হবে। সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হবে। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এবিষয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক অশ্বিনী রায় বলেন, 'প্রতি বছর যেভাবে অনুষ্ঠান করে জেলার জন্মদিন পালন করা হয়, এবারও একইভাবে পালন করা হবে।'

অন্যদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন দলীয় কার্যালয়ে এই দিনটি পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দলের নেতা-কর্মীদের। এছাড়া জেলা শহরে একটি বড় শোভাযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলা উন্নয়ন মঞ্চের পক্ষ থেকে। এই শোভাযাত্রা করা হবে আলিপুরদুয়ার চৌপথি থেকে কলেজ হল্ট পর্যন্ত। সেখানে কেক কাটা হবে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গাছের চারা বিলি করা হবে বলেও জানান অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা সৌরভ চক্রবর্তী।

মিড-ডে মিলে মাংস

কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ জুন : ধওলাঝোরা টিজি হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোমবার মিড-ডে মিলের মেনুতে ছিল চমক। এদিন দুপুরে বাঁধাধরা খাবারের সঙ্গে মুরগির মাংস পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে পড়ুয়ারা। সেই স্কুলের প্রায় ৩৫ জন পড়ুয়াকে মাংস-ভাত খাওয়ানোর কৃতিত্ব কামাখ্যাগুড়ির এক ব্যবসায়ী বিট্টু দে সরকার। তিনি এদিন সেই স্কুলে ৫ কেজি মাংস কেনার জন্য টাকা দিয়েছেন। জানিয়েছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রাজীব দেবনাথ।

ওই ব্যবসায়ী বিট্টু বললেন, 'ছোটবেলায় আর্থিক প্রতিবন্ধকতায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। তাই আমি চাই প্রান্তিক এলাকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যদি কিছু করতে পারি। ঠিক করেছি, প্রতি মাসে একদিন করে ছাত্রছাত্রীদের মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা করব।'

আর টিআইসি রাজীব দেবনাথ বলেন, 'এদিন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মিড-ডে মিলের যে ব্যবস্থা ছিল তার সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোজন ছিল মাংস।' স্কুলে ৩৫ জন পড়ুয়া থাকলেও এদিন মাংস খেতে আরও জনা পনেরো খুদে স্কুলে ভিড় জমিয়েছিল। কাউকেই ফেরানো হয়নি। জানালেন রাজীব। ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

অগ্নিকাণ্ডে উত্তেজনা

জয়গাঁ, ২৩ জুন : ফুন্টশোলিং শহরে ভুটানগেটের সামনে একটি দোকানে রবিবার রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উত্তেজনা দেখা যায়। যদিও জয়গাঁ থেকে কোনও দমকলের ইঞ্জিন আগুন নেভাতে যায়নি বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। ১ ঘণ্টা পর ফুন্টশোলিংয়ের ২টি দমকলের ইঞ্জিন এলাকায় পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন ভুটানগেটে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছিলেন বাসিন্দারা। শর্টসার্কিটের ফলে আগুন লেগেছিল বলে তাঁদের অনুমান।

অন্যদিকে, জয়গা শহরে এদিন গভীর রাতে তুলসী ভবনের সামনে এক ট্রান্সফর্মারে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। দমকলের ১টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে সোমবার ভোরে নতুন ট্রান্সফর্মার লাগানোর কাজ শুরু হয়।

পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন শ্রীনাথপুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সদস্যরা। - সংবাদচিত্র

আন্দোলন রুখে দেওয়ার অভিযোগ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৩ জুন : শ্রীনাথপুর চা বাগানে সোমবার কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনকে রুখে দেওয়ার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। যদিও পুলিশের দাবি, এই ধরনের মিছিল বা আন্দোলনের জন্য প্রশাসনের থেকে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। আন্দোলনকারীরা কোনও অনুমতি না নিয়েই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্যই তাঁদের আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের যুক্তি। এই ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। যদিও পরে তাঁদের ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

শ্রীনাথপুর চা বাগানের মালিক পক্ষের সঙ্গে এলাকার বাসিন্দাদের কৃষিজমি অধিকার নিয়ে বিবাদ চলছে। এই নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে।

এদিন চা বাগানের বাসিন্দাদের জমির অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে মিছিল, পথ অবরোধ এবং অবস্থান বিক্ষোভ করার কথা ছিল। আন্দোলনকারীদের একটি মিছিল এদিন ৩১সি জাতীয় সড়ক ধরে দুর্গাবাড়ির দিকে যাওয়ার সময় আটকে দেয় পুলিশ। দুর্গাবাড়িতে তাঁদের পথ অবরোধ করার কথা ছিল বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

অভিযুক্ত পুলিশ

পুলিশের এই ভূমিকাকে নিন্দা করেছে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)। এই সংগঠনের আলিপুরদুয়ার শাখা সম্পাদক অর্ঘ্য মিত্র বলেন, 'ওই এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের বাপঠাকুরদার আমল থেকেই ওই জমিতে চাষ করছিলেন। জমিতে পাট্টার দাবিতে তাঁদের রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি ছিল। আমরা এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। এই আন্দোলনকে রুখে দেওয়ার যে চেষ্টা হচ্ছে সেটার নিন্দা করছি।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই মিছিলকে পুলিশ ব্যারিকেড করে আটকাতে চায়। জমি রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক রঞ্জিত বিশ্বাস এবং মিছিলে আগত বাসিন্দাদের সঙ্গে পুলিশের চরম বচসা শুরু হয়।

কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সম্পাদক রঞ্জিত বিশ্বাসের কথায়, 'শ্রীনাথপুর চা বাগানের মালিক বলপূর্বক আমাদের চাষের জমি দখল করতে চাইছে। কৃষকদের উচ্ছেদ করতে চাইছে। অনেক ঝামেলার পর মামলাও হয়েছে।' তাঁরা জানিয়েছেন, পুলিশ কৃষকদের মিছিল থেকে বলপূর্বক ৭ জন পুরুষ, ৩ জন মহিলা ও ২ জন শিশুকে গ্রেপ্তার করে। এপিডিআর আলিপুরদুয়ার শাখা সম্পাদক অর্ঘ্য মিত্রকেও গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন তাঁরা। মিছিল থেকে এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা করা হয়। যদিও শামুকতলা থানার ওসির বক্তব্য, 'ওই জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। তাই এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই তাঁদের মিছিল আটকে দিই।'

সোমবারের বৈঠকে অনুপস্থিত মালিকপক্ষ

জয়বীরপাড়া নিয়ে তোপ দুই ফুলের

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৩ জুন : নানা কারণে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে রেষারেষি বাড়ছিল। অবশেষে রবিবার সন্ধ্যায় সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ জারি করে জয়বীরপাড়া চা বাগান কর্তৃপক্ষ। এতে কর্মহারা ৬৩৬ জন। সোমবার এনিয়ে মালিকপক্ষের ভূমিকায় একসুরে ক্ষোভ উগরে দেয় তৃণমূল ও বিজেপির শ্রমিক সংগঠনগুলি। বাগানের চা গাছ কাটা, ছায়া গাছ, সেচের পাইপ, তারজালির বেড়া চুরি করছিল দুষ্কৃতীরা। নোটিশে ওই ঘটনাগুলিকে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের কারণ হিসেবে দেখিয়েছে মালিকপক্ষ।

এদিকে, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা বিটিডব্লিউইউ-এর চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা তোপ দাগলেন তৃণমূলকে। তাঁর মন্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে চা বাগান খোলে। কলকাতা ফিরে যাওয়ার পর বাগান বন্ধ হয়ে যায়। জয়বীরপাড়ার মালিকপক্ষ এবং তৃণমূলের লোকজন পরিকল্পনা করেই বাগান বন্ধ করেছে।' সাংসদ এদিন জয়বীরপাড়ায় গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

জয়বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে মনোজ টিগ্গা। সোমবার

সেই অভিযোগ উড়িয়ে এদিন বন্ধ কারখানার সামনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি উত্তম সাহা বলেন, 'বর্তমানে নানা কারণে জয়বীরপাড়ায় উৎপাদন কমে গিয়েছে। তাই বাহানা খাড়া করে বাগান ছেড়েছে মালিকপক্ষ। কারণ যতদিন বাগান বন্ধ রাখা যাবে ততদিন মজুরির টাকা সাশ্রয় করতে পারবে মালিকপক্ষ।'

এদিকে, বাগান ম্যানেজার রাজীব দে'র দাবি, রুগ্ন হলেও মসৃণভাবে বাগানে কাজকর্ম চলছিল। মজুরির টাকাও দেওয়া হচ্ছিল নির্দিষ্ট তারিখে। তাঁর কথায়, 'একটা বাগানে কিছু নিয়মশৃঙ্খলা মানতেই হয়। কিন্তু কয়েকজন ফাঁকিবাজ শ্রমিক নিয়মশৃঙ্খলা মানতে চাইছিল না। এনিয়ে পদক্ষেপ করায় ওরা নানা ধরনের বেআইনি কাজকর্ম করছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে হয়েছে।'

বৈঠক

- বাগানের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে সোমবার বৈঠক ডাকা হয়
- সেই বৈঠকে আসেনি মালিকপক্ষ
- আগামী ১ জুলাই বাগান খোলা নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

এদিন শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার কথা ছিল। তার আগের সন্ধ্যায় বাগান বন্ধের নোটিশ পড়ায় ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় শ্রমিকরা। বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা এতটাই আতঙ্কিত যে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখও খুলতে চাইছেন না। উত্তম বলছিলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে মালিকপক্ষ ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল।' অনেক বলেকয়ে রাজি করানো গেল এক শ্রমিক সূর্যন ছেত্রীকে। সূর্যন বলছিলেন, 'শ্রমিকরা ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু এভাবে বাগান বন্ধ করাটাই অযৌক্তিক। কয়েকজনের বেআইনি কাজের খেসারত শ্রমিকদের দিতে হবে কেন?'

দুষ্কৃতী দাপটে বাগানে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে সোমবার বৈঠক ডেকেছিল শ্রম দপ্তর। এদিন আলিপুরদুয়ারে শ্রম দপ্তরের অফিসে যান শ্রমিক আবেদ মঙ্গর, ববিতা ছেত্রী, সুখরাম ওরাওঁরা। তবে মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা আসেননি। বৈঠকও হয়নি। আলিপুরদুয়ারের যুগ্ম লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'জয়বীরপাড়া খোলা নিয়ে আগামী ১ জুলাই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে।'

এদিকে, বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা তথা বিটিডব্লিউইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য টেম্পু ওরাওঁয়ের অভিযোগ, 'শ্রমিকদের ওপর জুলুম করছিল মালিকপক্ষ।' এই অভিযোগে সহমত উত্তমও।

মাদারিহাট হাইস্কুলে মোটিভেশনাল ক্লাস।

পড়ুয়াদের জন্য মনোবিদ

মাদারিহাট, ২৩ জুন : মাদারিহাট হাইস্কুলে গত চার বছর ধরে অনগ্রসর ও শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হতে চাওয়া পড়ুয়াদের বিনামূল্যে কোচিং ক্লাস করানো হয়। তপশিলি জাতি ও উপজাতির প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ক্লাস চলে। এবার ওই ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার উৎসাহ বাড়াতে ও মনোযোগী করতে বিশিষ্ট মনোবিদ ডঃ মৃণাল চক্রবর্তীকে আনা হল। তিনি একসময় ভারতীয় হকি দলের হয়ে মনোবিদের কাজ করেছিলেন।

কীভাবে পড়ুয়াদের একাগ্রতা বাড়ানো যায়, কীভাবে পড়াশোনা করলে তারা সফল হতে পারবে সেই নিয়ে তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এছাড়া দিনের কিছুটা সময় প্রাণায়ামের অভ্যাস করার কথাও বলা হয়েছে।

ওই কোচিং-এর ইনচার্জ সুনির্মল রায় প্রামাণিক বলেন, 'গত চার বছর ধরে মাদারিহাট হাইস্কুলে এই কোচিং ক্লাস চলছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন সাফল্য পেয়েছে। রাজ্য অনগ্রসর ও শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের যোগ্যশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ক্লাস করানো হয়। সোমবার পড়ুয়াদের স্বার্থে বিশিষ্ট মনোবিদকে আনা হয়েছিল।

দেহ উদ্ধার

কুমারগ্রাম, ২৩ জুন : এক ব্যক্তিকে সোমবার গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলে থাকতে দেখে বাড়ির লোকজন দ্রুত কুমারগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। জয়দেবপুরের টাপুর বাসিন্দা বিহারী কুজুর (৪৫) নামে ওই ব্যক্তিকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। কুমারগ্রাম থানার পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জীবনের হাল ফেরাতে চলছে স্বনির্ভরতার পাঠ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৩ জুন : বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি শব্দ খুবই প্রচলিত, 'মুয়া'। ইংরেজিতে এমইউএ, অর্থাৎ মেকআপ আর্টিস্ট। কেবল বিয়ে বা কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান নয়, শহরে মহিলাদের মধ্যে এখন বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সাজগোজ করার অভ্যাস তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে তরুণীদের মধ্যে। আর এই কাজেই দক্ষ 'মুয়া'রা। বিউটিসিয়ান দিয়ে প্রসাধনের চল তো বহু পুরোনো। তবে তাতে এখন লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। আর তাই আধুনিক মেকআপ শিখে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন লক্ষ্মী রায়, মালতী দাসের মতো বধূরা।

প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামগুলির বাসিন্দা পিছিয়ে পড়া মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে উদ্যোগী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংক। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে মজিদখানা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি সহ নানা সংস্থাকে কাজে লাগানো হবে। সেলাই, বিউটিসিয়ান, মাশরুম চাষ, আচার, জ্যাম তৈরি সহ নানা সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের টটপাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২টি গ্রামের বাসিন্দা দরিদ্র মহিলাদের স্বনির্ভর করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মজিদখানা কৃষি উন্নয়ন সমিতির সহ সভাপতি অসীম সরকার বললেন, 'মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আগামীদিনে আরও বেশি সংখ্যক মহিলাকে প্রশিক্ষিত করা হবে।'

গ্রামের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে রাজ্য সমবায় ব্যাংক বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ওই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার থেকে মজিদখানা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার ব্লকের মজিদখানা, উত্তর মজিদখানা সহ নানা গ্রামের বাসিন্দা ৩০ জন মহিলাকে বিউটিসিয়ানের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। টানা ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির চলবে। ওই শিবিরের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, গ্রামবাসী দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের হাতেকলমে বিউটিসিয়ানের কাজ শেখানো হচ্ছে।

বিউটিসিয়ান কোর্সের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

গ্রামবাসী লক্ষ্মী রায়, মালতী দাস, বীথিকা রায়ের মতো গৃহবধূরা প্রশিক্ষণ নিতে এসেছেন। ওঁরা সকলেই আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশি। লক্ষ্মী রায় নামে স্থানীয় বাসিন্দা এক মহিলা বললেন, 'শহরে এধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিতে মোটা টাকা খরচ করতে হয়। টাকা খরচ করে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। মজিদখানা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।'

প্রশিক্ষণ

- টটপাড়া-২ পঞ্চায়েতের ১২টি গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের স্বনির্ভর করতে উদ্যোগ
- ৩০ জন মহিলাকে বিউটিসিয়ানের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজের সূচনা
- প্রশিক্ষণ শিবির চলবে টানা ১৫ দিন
- আগামীদিনে আরও বেশি মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে

প্রশিক্ষক অলকা দাসের কথায়, 'বিউটিসিয়ান কোর্স সম্পূর্ণ করে শহর এবং গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা অসংখ্য মহিলা আর্থিকভাবে ইতিমধ্যে স্বনির্ভর হয়েছেন। বহু তরুণী এবং গৃহবধূ উপার্জন করছেন। বিউটিসিয়ান কোর্স করে কনে সাজানোর কাজ সহ বিভিন্ন ধরনের কাজ মিলবে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলারা প্রশিক্ষণ নিয়ে উপার্জনের টাকায় ভবিষ্যতে ভালোভাবে সংসার চালাতে পারবেন। ওঁরা জীবনে সচ্ছলতারও মুখ দেখবেন।'

এদিন প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনায় মজিদখানা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সুশীলকুমার দাস, সম্পাদক জগদীশ দাস, সহ সভাপতি অসীম সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শহরের জলছবি

এটা কিন্তু জলাশয় নয়, মাঠ। বৃষ্টির পর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দনগর মাঠ জলের তলায়।

৮ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর এলাকায় রাস্তায় জল জমে যায় অল্প বৃষ্টিতেই। সেই জলের মধ্য দিয়েই কেউ হেঁটে আবার কেউ বাইকে বা টোটোয় চেপে চলাচল করেন।

৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগরপল্লিতেও জল পেরিয়ে বাসিন্দাদের চলাচল করতে দেখা গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল চত্বরে জলে থইথই চারদিক। আউটডোরে জল পেরিয়ে চলাচল করছেন রোগী ও তাঁদের পরিজন। অ্যাম্বুল্যান্সও চলেছে জল ঠেলেই।

৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিউটাউন এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে জল জমে যায়। সমস্যায় পড়েন বাসিন্দারা।

সোমবার সকালে ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতেই আলিপুরদুয়ার শহরের রাস্তায় জল জমে দুর্ভোগের ছবি চোখে পড়ল। হাসপাতাল চত্বর থেকে সূর্যনগর, নিউটাউন- সর্বত্র একই ছবি।

তথ্য ও ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছে কলকাতায় আলিপুরদুয়ার ভবনের জায়গা।

আলিপুরদুয়ার ভবনের জমি ঘুরে দেখলেন বিধায়ক

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : এবার কী কলকাতায় বহু প্রতীক্ষিত আলিপুরদুয়ার ভবন তৈরি হবে? সোমবার আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ভবনের জন্য নির্ধারিত জায়গা পরিদর্শন করার পরেই বহু বছর ধরে চলে আসা চর্চা ফের আলোচনার শীর্ষে পৌঁছাল। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতায় আলিপুরদুয়ার ভবনের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদকে একটি জায়গাও দেওয়ার কথা হয়। নয় বছর আগে থেকে সেই আলোচনা চলছিল। গত পাঁচ বছর আগে জেলা পরিষদ সেই জায়গা পেয়েছে। তবে এখনও কোনও কাজ শুরু হয়নি। এদিন বিধানসভা থেকে জায়গাটি পরিদর্শন করতে যান বিধায়ক। বর্তমানে জায়গাটি কী পরিস্থিতিতে রয়েছে তা তিনি খতিয়ে দেখেন। অন্যদিকে এদিনই আবার বিধায়ক রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে একটি চিঠিও দেন।

এবিষয়ে বিধায়ক বলেন, 'আলিপুরদুয়ার থেকে ৭০০ কিমি দূরে কলকাতায় অনেকেই নানা দরকারে আসেন। চিকিৎসা, পড়াশোনা সহ বিভিন্ন কাজের জন্য আসতে হয়। জেলাবাসীদের থাকার ব্যবস্থার জন্য ২০১৭ সাল থেকেই জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি ভবন তৈরির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেইমতো নকশাও তৈরি হয়। এখন সেই ভবন কীভাবে তৈরি করা যায় সেটাই দেখা হচ্ছে। এনিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রীকে চিঠি দিলাম। জেলা পরিষদের সঙ্গেও কথা বলব।' বেশ কয়েক বছর থেকেই জেলা পরিষদ আলিপুরদুয়ার ভবন তৈরির পরিকল্পনা করছিল। কলকাতায় যেমন জলপাইগুড়ি ভবন রয়েছে সেরকমই আলিপুরদুয়ার জেলার জন্য আলিপুরদুয়ার ভবন তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়।

আলিপুরদুয়ার ভবন তৈরি করার জন্য কলকাতায় সল্টলেক সেক্টর ৩ এলাকায় ৪ কাঠা জমি দেওয়া হয়েছে। এতদিন যেহেতু আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের নিজস্ব প্রশাসনিক ভবন তৈরির কাজ চলেছিল তাই আলিপুরদুয়ার ভবন নিয়ে সেইভাবে কোনও আলোচনা হয়নি। তবে এদিন বিধায়কের পরিদর্শনের পরই কাজের গতি বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মালদা ভবনের পাশেই আলিপুরদুয়ার ভবনের জন্য যে নির্ধারিত জায়গা রয়েছে তাতে সীমানা প্রাচীর দেওয়া রয়েছে। তবে বর্তমানে জায়গাটি ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছে। এবিষয়ে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রমেশ মিঞ্জ বলেন, 'আমাদের ভবন তৈরির ভাবনা রয়েছে। তবে ফান্ডের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা হবে। নতুন করে নির্ধারিত জায়গাটিতে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।'

জেলা পরিষদ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রশাসনিক মহলে ভবন তৈরি নিয়ে কয়েক মাস আগে থেকে চর্চা চলছে। অন্য জেলার ভবনের তুলনায় আলিপুরদুয়ার ভবন অনেকটাই আধুনিক করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে ভবনটি কত তলা হবে সেটা এখনও ঠিক হয়নি। আলিপুরদুয়ার ভবন তৈরি হলে সেখানে অনেক কম খরচে সাধারণ মানুষের থাকার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া প্রশাসনিক কর্তাদের জন্যও আলাদা ঘর তৈরির ভাবনা রয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বাদল দিনের গল্প।। জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন তাপস চক্রবর্তী।

রথের মেলা নিয়ে দুশ্চিন্তা, কাঠগড়ায় মহাসড়ক

গতিপথ বদলে নদী ভাঙছে শ্মশান

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৩ জুন : ক'দিন আগে ১০০ বিঘা জমির ফসল জলে ডুবে ছিল। পরে নালা কেটে দেওয়ায় সেই সমস্যা কিছুটা মিটেছে। এবার শ্মশান চত্বর ভাঙছে। পাশেই হয় তিন দশকের পুরোনো রথের মেলা। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়রা উদ্বিগ্ন। এজন্য সনজয় নদীর গতিপথ বদলানোকেই দায়ী করছেন তাঁরা।

আসলে পলাশবাড়িতে সনজয় নদীর উপর মহাসড়কের সেতুর কাজ চলছে। আর এই কাজের জন্য মাস দুয়েক আগে নদীর গতিপথ বদলে দেওয়া হয়। জল বাধা পাওয়ায় কোথাও কোথাও নদীর পাড়ও ভাঙছে। এখন নদীর জল একেবারে মেলা চত্বর ও শ্মশানঘাট ঘেঁষে বইছে। তাই ভারী বৃষ্টি হলে মেলা নিয়েও সমস্যা হতে পারে। এজন্য ভাঙন প্রতিরোধের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

এদিকে, সেতুর কাজ কিছুটা এগোলেই প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ করা হবে বলে সেচ দপ্তর ও মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশবরঞ্জন রায় বলেন, 'ওখানে এনএইচএআই কাজ করছে। তাই এখনই ভাঙন প্রতিরোধে কিছু করা যাচ্ছে না। রাস্তার কাজের কিছুটা অগ্রগতি হলে অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।' এনএইচএআই-এর সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তা বলেন, 'সেতুর কাজ চলছে। নীচের অংশের কাজ সম্পন্ন হলেই নদীর গতিপথ ঠিক করে দেওয়া হবে।'

এরকম আশ্বাসে অবশ্য স্থানীয়রা ভরসা পাচ্ছেন না। ফালাকাটার প্রয়াত বিধায়ক অনিল অধিকারীর বিধায়ক তহবিলের টাকায় পলাশবাড়িতে সনজয় নদীর পাশে 'শেষ খেয়া' নামে শ্মশানঘাটটি হয়। কিন্তু তারপর শুরু হয় মহাসড়কের কাজ। এজন্য শ্মশানঘাট ঘেঁষে নদীর উপর কিছু হিউমপাইপ বসিয়ে ডাইভারশন তৈরি করা হয় কয়েক বছর আগে। স্থানীয়দের অভিযোগ, তখন থেকেই শ্মশানঘাটের ক্ষতি হতে শুরু করে। কারণ, ডাইভারশনে জল ধাক্কা খায়। তার প্রভাব পড়ে শ্মশানঘাটের বোল্ডার বাঁধের উপর। বাঁধের একাংশ আগেই ভেঙে যায়। এদিকে কয়েক মাস আগে এই নদীতে থাকা কাঠের সেতুটিও ভেঙে ফেলা হয়। সেখানেই এখন পাকা সেতুর কাজ চলছে। আর যানবাহন চলাচল করছে ডাইভারশনের উপর দিয়েই।

কিন্তু এবার পাকা সেতুর কাজের জন্য নদীর গতিপথ কিছুটা পূর্ব দিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এজন্য নদীর জল একেবারেই শ্মশানঘাট ঘেঁষে বইছে। পাশেই মহাকালধামের মন্দির। সেই মন্দিরের মাঠের একাংশও ভাঙতে শুরু করেছে। শ্মশানঘাট পরিচালন কমিটির সম্পাদক সুব্রত তফাদার বলেন, 'আমরা প্রশাসনকে ভাঙন প্রতিরোধের দাবি জানিয়েছি।' পাশেই মহাকালধামের মাঠে হয় রথের মেলা। আগামী ২৭ জুন রথযাত্রা। চলতি সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে।

মেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিকাশ দে ও মৃন্ময় দে জানালেন, এখন মেলা চত্বরের পাশ বরাবর নদীর জল বইছে। এজন্য মেলা মাঠের একাংশ ভেঙেছে। এবারের মেলা নিয়ে তাঁরা কিছুটা দুশ্চিন্তায় আছেন।

পলাশবাড়িতে শ্মশানঘাট ঘেঁষে বইছে নদী। -সংবাদচিত্র

সমস্যার নেপথ্যে

- পলাশবাড়িতে মহাসড়কের সেতুর কাজের জন্য দুই মাস আগে সনজয় নদীর গতিপথ বদল করা হয়
- জল বাধা পাওয়ায় কোথাও কোথাও নদীর পাড়ও ভাঙছে
- এখন নদীর জল মেলা চত্বর ও শ্মশানঘাট ঘেঁষে বইছে
- ভারী বৃষ্টি হলে মেলা নিয়েও সমস্যা হতে পারে

পথ দুর্ঘটনা

কালচিনি ও সোনাপুর, ২৩ জুন : সড়ক দুর্ঘটনায় দুটি গাড়ির চালক গুরুতর জখম হলেন। রবিবার রাতে ৩১সি জাতীয় সড়কের মেন্দাবাড়ির বামনপাড়া এলাকায় অসমের দিকে যাওয়া একটি গ্যাসের ট্যাংকারের সঙ্গে উলটোদিক থেকে আসা একটি পণ্যবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই চালক জখম হন। নিমতি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জখমদের উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি আটক করে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মনেয়ারপুল এলাকায় সোমবার দুই বাইকের সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন। সোনাপুর-আলিপুরদুয়ার সড়কে পথ দুর্ঘটনায় পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করেন।

চা বাগান চলো

কালচিনি, ২৩ জুন : চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যার কথা তাঁদের কাছ থেকে সরাসরি শুনতে আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের তরফে চা বাগান চলো কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। সোমবার ওই কর্মসূচি পালনে জেলা কংগ্রেস নেতারা পৌঁছান কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু দেবনাথ, দলের জেলা কমিটির সদস্য পাশাং লামা প্রমুখ।

পরির্দশন

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : আগামী ২৬ জুন আলিপুরদুয়ার শহরে সুইমিং পুলের শিলান্যাস অনুষ্ঠান হবে। শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এই সুইমিং পুল নির্মিত হবে। সোমবার সেই প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ভাইস চেয়ারম্যান মাম্পি অধিকারী এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অরূপা রায়। চেয়ারম্যান বলেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৬ সালের আগেই পুলটির কাজ শেষ হবে।'

সংবর্ধনা

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : পুনরায় আলিপুরদুয়ার জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন বিনোদ মিঞ্জ। সোমবার শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় সংগঠনের কার্যালয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান কর্মী-সমর্থকরা। অনুষ্ঠানে কালচিনি, ফালাকাটা, মাদারিহাট ও কুমারগ্রাম সহ বিভিন্ন ব্লক থেকে কর্মীরা এসেছিলেন।

হাতির হানা

শালকুমারহাট, ২৩ জুন : শালকুমারহাটের কলাবাড়িয়া গ্রামে বুনো হাতির হানা লেগেই রয়েছে। রবিবার রাতে কলাবাড়িয়া মৌজার বিছনবাড়ি এলাকায় তিনটি হাতি বের হয়। হাতিগুলি গ্রামের শ্যামল রাভা, রমেশ রাভা ও বুল রাভার আমনের বীজতলা লন্ডভন্ড করে। খবর পেয়ে রাতেই জলদাপাড়া দক্ষিণ রেঞ্জের বনকর্মীরা এলাকায় আসেন। তাঁদের চেষ্টায় হাতিগুলি জঙ্গলে ঢোকে।

স্বেচ্ছাশ্রম

ফালাকাটা, ২৩ জুন : ফালাকাটার শিশাগোড়ে মহাসড়কের কাজ চলছে। এজন্য কদমতলা মোড়ে একটি লিংক রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পারপাতলাখাওয়া, কালীপুর গ্রামের বাসিন্দাদের লিংক রোড ধরে মূল রাস্তায় উঠতে সমস্যা হচ্ছিল। এজন্য সোমবার শিশাগোড়ের বাসিন্দা সুনীল বালো স্বেচ্ছাশ্রমে লিংক রোডটির কিছুটা অংশের সংস্কার করে দেন। স্থানীয়রা সুনীলকে এজন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রতিবাদ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : গাজায় ইজরায়েলের গণহত্যা ও ইরানে মার্কিন হানাদারির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হল আলিপুরদুয়ারে। সোমবার সন্ধ্যায় কলেজ হল্টে এসইউসিআই-এর উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়।

অকেজো নলকূপ

মিড-ডে মিলে সংকট ২ স্কুলে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৩ জুন : একই চত্বরে অবস্থিত মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রাঙ্গালিবাজনা বিএফপি স্কুল এবং আমবাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র। দুটি প্রতিষ্ঠানের ভরসা গভীর নলকূপটি বিকল তিন মাস ধরে। সেটি মেরামতে মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রটির তরফে মাদারিহাটের বিডিও অফিসে গত ২৪ মার্চ আবেদন করা হয়েছিল। এরপর থেকে একটি অগভীর নলকূপের জলে মিড-ডে মিল রান্না করা সহ তৃষ্ণা মেটাচ্ছিল পড়ুয়ারা। রবিবার রাতে ওই নলকূপটিও দুষ্কৃতীরা ভেঙে দিয়েছে। ফলে সোমবার থেকে ব্যাপক সমস্যায় দুই স্কুলের পড়ুয়া, শিক্ষকরা। এদিন স্থানীয়দের বাড়ি থেকে জল নিয়ে গিয়ে মিড-ডে মিল রান্না করেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভারপ্রাপ্ত মহিলারা।

ওই প্রাথমিক স্কুলে ১২৮ জন এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ৮০ জন পড়ুয়া রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান সম্প্রসারক মদন শৈব বলেন, 'কারও বাড়ি থেকে জল এনে বেশিদিন মিড-ডে মিল রান্না করা সম্ভব নয়। এছাড়া দুই শতাধিক পড়ুয়ার পানের জলও প্রয়োজন।' প্রাথমিক স্কুলটির সহকারী শিক্ষক সুমন মিত্র বলেন, 'মিড-ডে মিল রান্নার বাসনপত্র পরিষ্কার করতেও জল প্রয়োজন। এর আগেও ছোট নলকূপটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এমন ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক।'

এদিকে, খুদে পড়ুয়ারা পড়েছে বিপাকে। প্রচণ্ড গরমেও পান করার জল নেই স্কুলে। তাই ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে ওরা আশপাশের বাড়িগুলিতে জলপান করতে ছুটে গিয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নলকূপটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। সীমানা প্রাচীর নেই। ফলে লোকজন এমনকি গবাদি প্রাণীও অবাধে ঢুকে পড়ে স্কুল চত্বরে।' বিকল এবং ভেঙে ফেলা নলকূপ দুটি মেরামতে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে আবেদন করা হয়েছে, জানান তিনি।

আর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান বলেন, 'এ নিয়ে ব্লক প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। দ্রুত নলকূপ মেরামতে পদক্ষেপ করবে রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত।'

> কারও বাড়ি থেকে জল এনে বেশিদিন মিড-ডে মিল রান্না করা সম্ভব নয়। এছাড়া দুই শতাধিক পড়ুয়ার পানের জলও প্রয়োজন।
>
> **মদন শৈব** *প্রধান সম্প্রসারক, আমবাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র*

কল আছে জল নেই।। এই বিকল নলকূপকে ঘিরেই যত বিতর্ক। -সংবাদচিত্র

স্কুলে শিবির

বীরপাড়া ও বারবিশা, ২৩ জুন : বীরপাড়ার নেপালি হাইস্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে সোমবার মাদকবিরোধী সচেতনতা শিবির করল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী মাদকের নেশার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করেন পড়ুয়াদের সামনে। পড়ুয়ারা জানায়, অনেক সময় বন্ধুদের প্ররোচনায়, আবার অনেক সময় মানসিক অবসাদ থেকেই অনেকে নেশার কবলে পড়ছে। পুলিশের একই কর্মসূচি পালিত হয় কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা হাইস্কুলেও। ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলার ডিএসপি (ডিআইবি) বিশ্বজিৎ মজুমদার, কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায়, বারবিশা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সুব্রত সরকার প্রমুখ।

বিক্ষোভ

শামুকতলা, ২৩ জুন : ন্যূনতম মজুরি, বাস্তুজমির অধিকার দাবির সঙ্গে চা বাগানের জমি হস্তান্তরের বিরোধিতা, পিএফ-গ্র্যাচুইটি আত্মসাৎকারী মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ সহ ১২ দফা দাবিতে ও ৯ জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘট সফল করতে চা শিল্পের যৌথ মঞ্চের ডাকে সোমবার শ্রীনাথপুর চা বাগানের শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান।

বৃষ্টিতে জলকাদায় বেহাল মথুরা হাট

অভিজিৎ ঘোষ,

সোনাপুর, ২৩ জুন : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা হাট দীর্ঘদিন থেকে বেহাল। জায়গায় জায়গায় জলকাদা জমে তা ব্যবসায়ীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে হাটের নালা সংস্কার না হওয়ায় জল আটকে রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। সেই জলের পাশেই দোকান বসছে। অন্যদিকে, হাটে বেশ কয়েকটি নতুন শেড তৈরি হয়েছে।

তবে সেগুলোর দেখভালও ঠিক করে হয় না বলে অভিযোগ। শেডের মাঝেও বিভিন্ন জায়গায় কাদা আটকে রয়েছে। সেটা দিয়েই হেঁটেই যাতায়াত করতে হচ্ছে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে হাটে আসা স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁদের অভিযোগ, একদিকে যেমন প্রশাসন হাট সংস্কারের দিকে নজর দেয় না, অন্যদিকে হাট কমিটিও মোটা টাকা খাজনা নিলেও হাটের দেখভালে কোনও খরচ করে না।

এদিন ভূপেন বর্মন নামে এক ছাতা বিক্রেতার কথায়, 'একটু বৃষ্টি হলেই হাটে কাদা হয়। তখন তো আর কাদা পার করে কেউ কেনাকাটা করতে আসে না। এই বিষয়গুলো দেখা দরকার।' একই রকম কথা বলেন স্বপন সরকার, আলোক বিশ্বাসদের মতো ব্যবসায়ীরাও। হাটের এই অবস্থার ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

সমস্যা যে রয়েছে সেটা মানছেন হাট কমিটিও। এদিন ওই কমিটির সদস্য উৎপল বৈদ্য বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের ফান্ড কম তাই তাঁরা ঠিক করে কাজ করতে পারে না। ৩-৪ বছর হাটের নালা পরিষ্কার হয়নি। সেজন্য আরও বেশি সমস্যা হচ্ছে। জল বের হওয়ার কোনও রাস্তাই নেই।'

অন্যদিকে, মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফুলচান ওরাওঁ সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'হাটে বিভিন্ন সময় পরিষ্কার করা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই হাটের আবর্জনা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন বাকি সমস্যাও মিটে যাবে।'

সোমবার বিকিকিনিতেও কিছুটা হতাশ ছিলেন হাটের ব্যবসায়ীরা। এদিন বৃষ্টিতে সকালে হাট জমেনি। বিকেলে আকাশের মুখ ভারের মাঝেই বিক্রিবাটা চলছিল। তবে সন্ধ্যার বৃষ্টিতে তাল কাটে। এদিন এই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হাটের দুর্দশার ছবি দেখালেন ব্যবসায়ীরা। হতাশার সঙ্গে তাঁরা জানিয়েছেন, একদিকে বৃষ্টি, অপরদিকে হাটের বেহাল অবস্থায় তাঁরা নাজেহাল।

এদিন হাটে আসা স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতিবছর বর্ষায় হাটের বেহাল অবস্থা থাকেই। হাটের কিছু অংশে পেভার্স ব্লকের রাস্তা করা হলেও আরও ওই রকম রাস্তা বা কংক্রিটের রাস্তা প্রয়োজন। প্রয়োজন রয়েছে আরও শেডেরও। একই রকম কথা হাটে আসা ব্যবসায়ীদের মধ্যেও। ফলে সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাবসায়ীদের দাবি জোরালো হচ্ছে।

মথুরা হাটের বিভিন্ন জায়গায় কাদা জমে। -সংবাদচিত্র

> হাটে বিভিন্ন সময় পরিষ্কার করা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই হাটের আবর্জনা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন বাকি সমস্যাও মিটে যাবে।
>
> **ফুলচান ওরাওঁ** *প্রধান, মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েত*

ভারী বৃষ্টি

ঘূর্ণাবর্তের জেরে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।

কমিশনে আগুন

সোমবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে দ্বিতীয় তলায় ডেটা সেন্টারে আগুন লাগে। গণনা চলাকালীন এই ঘটনায় নিরাপত্তার কারণে কর্মীদের নীচে নামিয়ে আনা হয়।

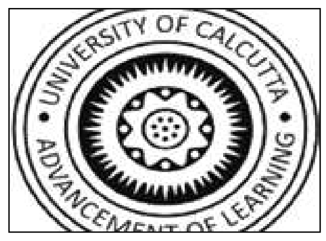

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হস্টেলের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হবে। কয়েকদিন আগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হস্টেলের ছাদ ভেঙে পড়ে। অল্পের জন্য রক্ষা পান ছাত্রীরা। তারপরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ধৃত আরও ১

নকল সোনা জমা দিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল তারকেশ্বর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ আগেই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। তদন্ত চলছে।

এখনও নবান্নে ‘টপ সিক্রেট’ মহার্ঘ ভাতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ জুন : চলতি সপ্তাহে রথের ছুটি শুক্রবার। কর্মচারীদের হাতে বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ তুলে দিতে রাজ্য সরকারের কাছে রয়েছে মেরেকেটে মাত্র চারদিন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো ২৭ জুন শুক্রবারের মধ্যে কর্মচারীদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার কথা। ২৭ জুন রথযাত্রায় সরকারি ছুটি। ডিএ নিয়ে সরকারের কী অবস্থান, সেক্ষেত্রে তা আগামী চারদিনের মধ্যেই স্পষ্ট করতে হবে বলে আশা করছেন কর্মচারীরা। এমনকি তাঁদের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে সরকারকে। শুক্রবারের মধ্যে ডিএ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি না করলে তাঁরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে মামলা করবেন। এই বিষয়ে তাঁরা আগাম চিঠি দিয়ে রাখবেন রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে। যদিও তাঁদের আশা, আদালত অবমাননার দায় এড়াতে রাজ্য সরকারকে আগামী চারদিনের মধ্যে ডিএ-র ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু একটা বলতেই হবে। যা ইতিবাচক না হলে রাজ্য সরকারকে যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের অবমাননা ও কর্মচারীদের হুঁশিয়ারির মুখে পড়তে হবে, এই ব্যাপারে নিশ্চিত নবান্নের সরকারি মহল।

সোমবারও এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য মুখ খোলেননি নবান্ন বা রাজ্য বিধানসভার চলতি অধিবেশনে। তাই এই নিয়ে রহস্য অব্যাহতই। তবে বিষয়টি যে গুরুত্ব পাচ্ছে তা এদিন নবান্নে মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবের দপ্তরের তৎপরতায় স্পষ্টই বোঝা গিয়েছে। নবান্নে অর্থ দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিকের মন্তব্য, ‘টপ সিক্রেট’, কিছু বলা যাবে না। আর তাতেই ডিএ নিয়ে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে সরকারি মহলের সর্বত্র।

হিন্দু ভোট বৃদ্ধির দাবি বিজেপির

ভোট শতাংশ বৃদ্ধিতে এগিয়ে বাম-কংগ্রেস

কলকাতা, ২৩ জুন : কালীগঞ্জের উপনির্বাচনে হিন্দু ভোট একজোট করার লক্ষ্যে অনেকটাই সফল বিজেপি। উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর সুকান্ত মজুমদার থেকে শুভেন্দু অধিকারী সবাই এই দাবি করেছেন। যদিও বিজেপির এই দাবি মানতে নারাজ তৃণমূল। এরই মধ্যে ভোট শতাংশ বৃদ্ধির বিচারে তৃণমূল-বিজেপিকে টেক্কা দিল বাম-কংগ্রেস। কালীগঞ্জের মতো মুসলিম অধ্যুষিত আসনে বাম-কংগ্রেসের এই ভোট বৃদ্ধিতে কপালে ভাঁজ পড়েছে তৃণমূলের।

বিজেপির দাবি, ১ লাখ ১০ হাজারের কিছু বেশি হিন্দু জনসংখ্যার কালীগঞ্জের ভোটে এবার ভোট পড়েছে ৭২,৬০০, যা মোট হিন্দু ভোটের প্রায় ৬৯ শতাংশ। তার মধ্যে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৫২ হাজার ৭১০। শতাংশের বিচারে প্রায় ৭৩ শতাংশ। যেহেতু বিজেপি দাবি করে তারা কোনও মুসলিম ভোট পায় না, সেই কারণে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট প্রায় সবটাই হিন্দু ভোট বলে মনে করা হয়। সেক্ষেত্রে কালীগঞ্জের মতো সংখ্যালঘু প্রধান আসনে ৭৩ শতাংশ হিন্দু ভোট পাওয়াকে হিন্দু ভোট একজোট করার লক্ষ্যে তাদের সাফল্য বলেই মনে করছে বিজেপি। এদিনও শুভেন্দু বলেছেন, ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট হলেই রাজ্যে বিজেপির সরকার হবে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্যের দাবি, উপনির্বাচনে ৭৩ শতাংশ হিন্দু ভোটই নয়, গত একুশের নির্বাচন থেকে প্রতিটি নির্বাচনে বিজেপির হিন্দু ভোট বেড়েছে। সেই নিরিখে কালীগঞ্জের ফল আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে যথেষ্ট সদর্থক বলেই মনে করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও বিজেপির এই দাবি খারিজ করেছে তৃণমূল। বিজেপির দাবিকে খারিজ করে তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘২৪-এর লোকসভা ভোটের তুলনায় ভোট কমেছে বিজেপির। ’২৪-এর নির্বাচনে কি তাহলে বিজেপির অ্যাজেন্ডায় হিন্দুত্ব ছিল না? আসলে এভাবে হিন্দু-মুসলমান ভোটের অঙ্ক কষা যায় না। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখেই হিন্দু ভোট বৃদ্ধির কথা বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিজেপি।’

আমরা হিন্দু ভোটের ৭৩ শতাংশ ভোট পেয়েছি। কালীগঞ্জের মতো বিধানসভার উপনির্বাচনে এই ফল যথেষ্টই সদর্থক। ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোটই আমাদের লক্ষ্য। পাশাপাশি বাম-কংগ্রেসও ভালো ফল করেছে।

সুকান্ত মজুমদার

২৪-এর লোকসভা ভোটের তুলনায় ভোট কমেছে বিজেপির। ’২৪-এর নির্বাচনে কি তাহলে বিজেপির অ্যাজেন্ডায় হিন্দুত্ব ছিল না? আসলে এভাবে হিন্দু-মুসলমান ভোটের অঙ্ক কষা যায় না।

জয়প্রকাশ মজুমদার

কালীগঞ্জের উপনির্বাচনে তৃণমূলের ভোট বৃদ্ধি ১.১২ শতাংশ। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির ভোট ভাঙিয়েই তাদের এই ভোট বৃদ্ধি। তবে তৃণমূল-বিজেপির এই দাবি ও পালটা দাবির মধ্যে এদিন ভোট শতাংশ বৃদ্ধির নিরিখে তৃণমূলকেও ছাড়িয়ে গেল বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী। নির্বাচনি ফল বলছে একুশের বিধানসভা ভোটের তুলনায় কালীগঞ্জে তৃণমূলের ভোট বেড়েছে ১.২ শতাংশ। বিজেপির ভোট কমেছে ২.৮৫ শতাংশ। সেই জায়গায় বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থীর ভোট বেড়েছে ৩.১ শতাংশ। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটে ভাগ বসিয়েই এই ভোট বৃদ্ধি।

রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বাম-কংগ্রেসের এই ভোট বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমরা হিন্দু ভোটের ৭৩ শতাংশ ভোট পেয়েছি। কালীগঞ্জের মতো বিধানসভার উপনির্বাচনে এই ফল যথেষ্টই সদর্থক। ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোটই আমাদের লক্ষ্য। পাশাপাশি বাম-কংগ্রেসও ভালো ফল করেছে।’ সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘বিজেপির ভোট কমল আর বাম-কংগ্রেসের ভোট বাড়ল, এটা তৃণমূল মেনে নিতে পারছে না।’

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম...

‘রথযাত্রার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে’ সংবাদপত্রে বা টিভি চ্যানেলে এতদিন এই কথাগুলি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত হয় পুরী, নাহলে মাহেশ কিংবা মহিষাদল। কিন্তু এবছরটা বেশ অন্যরকম, যেখানে ওপরের নামগুলির সঙ্গে জুড়েছে দিঘাও। কেমন চলছে সেখানে প্রথম বর্ষের রথযাত্রার শেষলগ্নের প্রস্তুতি? হোটেলে ব্যবসার অবস্থা কেমন? পর্যটকরাই বা কী বলছেন? অন্য ব্যবসায়ীদের কী বক্তব্য? সমস্ত কিছু শুনলেন আমাদের প্রতিনিধি **চিত্ত মাহাতো**

প্রশাসনিক প্রস্তুতি

দিঘার রথযাত্রা সফল করতে ইসকনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ইতিমধ্যেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্রসচিব, মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের কর্তারা বৈঠক করেছেন। মন্দির চত্বরে সাজানো হয়েছে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার ৩৬ চাকার তিনটি বিশাল রথ। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মহোৎসবে দু’লক্ষ ভক্তের সমাগম হবে ধরে নিয়েই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। যদিও নিরাপত্তার কারণে সবাইকে রথ টানতে দেওয়া হবে না। তবে সবাই দড়ি ছুঁতে পারবেন। নির্বাচিত ভলান্টিয়ার ও সাধু-সন্তরা কেবলমাত্র দড়ি টানতে পারবেন।

সেদিনের কর্মসূচি

২৭ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী রথযাত্রার সূচনা করবেন। সোনার ঝাঁটায় পরিষ্কার করবেন রাস্তা। সেই পথে ওল্ড দিঘার পুরোনো জগন্নাথ মন্দির চত্বরে তৈরি মাসির বাড়িতে যাবেন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। সেজন্য ইতিমধ্যেই রাস্তাঘাট একেবারে ঝাঁ চকচকে করা হয়েছে। এবিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাজি বলেন, ‘রথযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। উলটোরথের দিন পর্যন্ত দিঘায় সাতদিনের মেলা বসবে। মন্দিরের প্রবেশপথে তৈরি হয়েছে চৈতন্যদ্বারের আঙ্গিকে ফটক।’

কেমন থাকছে নিরাপত্তা

রথের সময় মন্দির এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ৩০০০ পুলিশ মোতায়েন থাকবে। মন্দির চত্বরের চার কোণায় বসানো হয়েছে চারটি ওয়াচ টাওয়ার। সেই সঙ্গে পুরো পরিস্থিতির ওপর নজরদারি চালাবে ড্রোন। থাকছে সিসি ক্যামেরাও। এছাড়া কোথাও কোনও সমস্যা রয়েছে কি না তা দেখার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে শুক্রবার মাসির বাড়ি পর্যন্ত তিনটি রথ টানা হয়েছিল বলে জগন্নাথ মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস জানিয়েছেন।

হোটেলে বাড়ছে ভিড়

রথের টানে ইতিমধ্যেই দিঘায় উপচে পড়ছে ভিড়। গত এক মাসে প্রায় ৩৫ লক্ষ পর্যটক দিঘায় এসেছেন। হোটেলগুলিকে তাঁদের জায়গা দিতে হিমসিম খেতে হয়েছে। দিঘার একটি হোটেলের মালিক প্রাণতোষ ঘোড়াইয়ের কথায়, ‘রথযাত্রার কারণে প্রায় এক মাস আগে সমস্ত রুম বুকিং হয়ে গিয়েছে। সব হোটেলে একই অবস্থা।’ এই সুযোগে অনেক হোটেল আবার নিজেদের ভাড়া বহুগুণ বাড়িয়েছে বলে খবর।

ভক্তদের জন্য

ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে তারকেশ্বর মন্দিরের আদলে মন্দির প্রাঙ্গণে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে প্রবেশ ও বাহিরের আলাদা দু’টি পথ করে দেওয়া হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা এড়াতে ওল্ড দিঘায় মাসির বাড়ি পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তায় বেশ কয়েকটি ড্রপ গেট তৈরি করা হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দর্শনার্থীদের জন্য ২৬ তারিখ মন্দির খুলে দেওয়া হবে। সমস্ত দর্শনার্থীর জন্য অন্নপ্রসাদি থালায় থাকবে ভাত, সবজি, ডাল, চাটনি ও পায়েস।

পর্যটকদের কথায়

সোমবার সকালে দিঘায় এসেছেন বসিরহাটের বিমল সিংহ। তিনি ২৭ তারিখ দিঘার রথযাত্রা দেখে তারপর ফিরবেন। তাঁর কথায়, ‘প্রথম বছরের রথের দড়ি টানার বাসনা নিয়ে এসেছি।’ বর্ধমানের কাটোয়া থেকে সস্ত্রীক এসেছেন মিহির চক্রবর্তী। তিনি জানান, বিশেষ আগ্রহ নিয়ে জগন্নাথ দর্শনে এসেছেন, সেই সঙ্গে সমুদ্র দেখাও হয়ে যাবে।

লক্ষ্মীলাভ টোটো চালকদের

নিউ দিঘায় সাধারণত চলাচল করে হাজারের বেশি টোটো। পর্যটকদের ভিড়ে দম ফেলার সময় পাচ্ছেন না কেউই। অমর সামন্ত নামে এক টোটোচালকের কথায়, ‘ভোর থেকে রাত পর্যন্ত যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া-আসা করছি। খাওয়া-দাওয়ার সময়টুকুও নেই।’

খুশি ব্যবসায়ীরাও

দিঘায় ১৩ বছর খাবারের দোকান চালাচ্ছেন প্রশান্ত মাইতি। তিনি জানান, জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর থেকে পর্যটক ও দর্শনার্থীদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। অতীতে এরকম দেখা যায়নি। ব্যবসা খুবই ভালো হচ্ছে। মাসির বাড়ি যাওয়ার যে এক কিলোমিটার রাস্তা, তার দু’পাশে বেশ কিছু বাতাসা, প্যাঁড়া, নারকেল নাড়ু ইত্যাদির দোকান বসেছে। ফুটপাথের অস্থায়ী প্যাঁড়া বিক্রেতা রমেশ জানা বলেন, ‘জগন্নাথদেবের ভোগে ব্যবহৃত প্যাঁড়ার বিক্রিবাটা ভালোই হচ্ছে। আশা করছি, উলটোরথ পর্যন্ত ২ কুইন্টাল প্যাঁড়া বিক্রি করতে পারব।’

সোমবার কলকাতায় মাদকবিরোধী প্রচারে পড়ুয়ারা। ছবি-আবির চৌধুরী।

যুবর দায়িত্ব থেকে সরলেন মীনাক্ষী

কলকাতা, ২৩ জুন : নিয়ম অনুযায়ী সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই থেকে অব্যাহতি নিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরিবর্তে রাজ্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে আনা হল মুর্শিদাবাদের নেতা ধ্রুবজ্যোতি সাহাকে। এতদিন রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন ধ্রুবজ্যোতি। সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের নেতা অয়নাংশু সরকারকে। সোমবার মুর্শিদাবাদে শেষ হয়েছে ডিওয়াইএফআইয়ের ২০তম রাজ্য সম্মেলন। তারপরই নতুন রাজ্য সম্পাদক ও সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, নতুন কোনও মুখের হাতে কেন যুবর দায়িত্ব ছাড়া হল না। নবীন প্রজন্মের মুখ নিয়ে যে সংশয় দলের অন্দরে ছিল তা আরও স্পষ্ট হয়েছে।

নতুন সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি

যুব সংগঠনের মুখপত্রের সম্পাদক হলেন হাওড়ার নেতা সরোজ দাস। এতদিন দায়িত্বে ছিলেন কলকাতার নেতা কলতান দাশগুপ্ত। বয়সের কারণে কলতান ও মীনাক্ষীকে সরতে হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে রুদ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। মুখপত্রের দায়িত্ব কে পাবেন তা নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। সরোজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। শনিবার থেকে সম্মেলন শুরু হয়েছিল। তিনদিনের সম্মেলনে সংগঠন ও দুর্বলতা নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, মীনাক্ষীর ছায়াসঙ্গী হিসেবে সারাক্ষণ দেখা যেত ধ্রুবজ্যোতিকে। তাই ধ্রুবজ্যোতি রাজ্য সম্পাদক হওয়ায় মীনাক্ষীর প্রভাব যুব সংগঠনে থাকবে। দায়িত্ব পাওয়ার পরই ধ্রুবজ্যোতি জানান, দলগতভাবে কাজ চলবে। মুখের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না।

বিল পাশ

কলকাতা, ২৩ জুন : বিধানসভায় পাশ হল ‘দ্য নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটি অফ স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারপ্রেনরশিপ বিল, ২০২৫’। শুক্রবার এই বিলটি বিধানসভায় পেশ করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সোমবার ব্রাত্যর জবাবি ভাষণের পর বিলটি বিধানসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায়। এদিন শুরুতেই বিজেপি বিধায়করা ওয়াকআউট করায় বিল পাশের সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন না। তবে আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী উপস্থিত থাকলেও তিনি ভোটদানে বিরত থেকেছেন।

হাইকমিশনার আশ্বস্ত করলেন মমতাকে

কলকাতা, ২৩ জুন : সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লা। ওই বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কয়েকদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই এদিন এই বৈঠক হয়। নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে এই নিয়ে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রীও। এপার বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি নষ্ট হচ্ছে বলে তাঁর কাছে মমতা নালিশ জানান। বাংলাদেশ সরকারকে এই ব্যাপারে নজর দেওয়ারও আবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন এম রিয়াজ হামিদুল্লা। তবে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে এই বৈঠকে আদৌ কোনও আলোচনা হয়েছে কি না, তা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি নবান্নের কর্তারা। কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের পক্ষ থেকে এদিন সন্ধ্যায় প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও অভিন্ন মূল্যবোধকেন্দ্রিক সম্পর্ক রয়েছে, তা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

শুভেন্দুর ঘরের বাইরে চপ্পল

হইচই বিধানসভায়, কাঠগড়ায় শাসকদল

কলকাতা, ২৩ জুন : বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘরে ঢোকার দরজার বাইরে কে বা কারা রেখে গিয়েছিল বেশ কয়েক জোড়া হাওয়াই চপ্পল। ঘরে ঢুকতে গিয়ে তা দেখে থমকে দাঁড়ান শুভেন্দু। যদিও তারপরই নিজের ঘরে চলে যান তিনি। পরে এই ঘটনার জন্য শাসকদলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান শুভেন্দু।

এদিন বিধানসভার শুরুতে বিরোধী দলনেতা না থাকায় মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের নেতৃত্বেই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিল বিজেপি। অধিবেশন শুরুর কিছুটা পরে বিধানসভায় এসে পৌঁছোন শুভেন্দু। সেই সময় বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে হুলুস্থুল চলছে শাসকদলের। সেই উত্তেজনার মধ্যেই বিরোধী দলনেতার ঘরের দরজার বাইরে ঠিক কারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে সেটা তদন্তসাপেক্ষ। কিন্তু এভাবে জুতো রাখার পিছনে যে রাজনৈতিক ইন্ধন রয়েছে, তা স্পষ্ট হয়েছে শাসকদলের কথায়। নিজের ঘরে শুভেন্দু বলেন, ‘সভ্যতা, ভব্যতা ও শিষ্টাচারের সব সীমা লঙ্ঘন করেছে এরা। ৩০টি লোক নিয়ে এখানে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বসে থাকত। ২৩৫টি এমএলএ-র দল হয়েও বামেরা কিন্তু এই কাজ করেনি।’ পরে এই বিষয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘কে করেছে তা তদন্ত করে দেখতে হবে। তবে হাওয়াই চটির ব্যাপারে তো বিজেপিই ভালো বলতে পারবে। ওদের সুকান্ত মজুমদার তো পুলিশকে হাওয়াই চটি ছুড়েছেন।’ অধ্যক্ষের এই মন্তব্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট বলেই মনে করছে বিজেপি।

সোমবার বিধানসভার এই ছবিকে ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

নিরাপত্তার জন্য গোটা বিধানসভায় একাধিক সিসিটিভি রয়েছে। অধিবেশন কক্ষের আশপাশে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে যাওয়ার লবি মিলিয়ে সাকুল্যে প্রায় ১৪টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। বিরোধী দলনেতার ঘরের সামনের বারান্দার দুই প্রান্তে দুটি সিসিটিভি ছিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন তার একটি ক্যামেরা আগের জায়গায় আর দেখা যায়নি। এই ঘটনায় অধ্যক্ষের তদন্তের আশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আর্জি বাবা-মার

কলকাতা, ২৩ জুন : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নির্যাতিতার দেহ যেখান থেকে উদ্ধার হয়েছিল, সেখানে যেতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বাবা-মা। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে তাঁরা আর্জি জানান, ‘ওই জায়গাটায় একবার যেতে দিন।’ বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

অসুস্থ মনোরঞ্জন

কলকাতা, ২৩ জুন : সোমবার বিধানসভার লবিতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লেন বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যাওয়ায় তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছেন চিকিৎসকরা। হাসপাতালে ফোন করে তাঁর খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিযানের ডাক

কলকাতা, ২৩ জুন : আইনি বাধার সম্মুখীন শিক্ষাকর্মীদের ভাতার ব্যবস্থা। ফলে ‘যোগ্য’ হয়েও ১২৫৫ জন গ্রুপ সি কর্মী ও ২১৩৯ জন গ্রুপ ডি কর্মী এখন কার্যত বেতনহীন। সেই অভিযোগেই আগামী ২৫ জুন বুধবার স্কুল সার্ভিস কমিশন ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। দাবি পূরণ না হলে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কাজ ফেরানোর দাবিতে সোমবার আবারও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে তাঁরা চিঠি পাঠিয়েছেন।

কল্যাণকে সতর্কবার্তা

কলকাতা, ২৩ জুন : ‘বিচারপতির যোগ্যতার প্রসঙ্গ তুললে কোনও কথা শুনব না’, প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি সংক্রান্ত মামলায় আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে এই মন্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের। প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে সোমবার এই মামলার শুনানিতে কল্যাণ বলেন, ‘আমাদের দুর্ভাগ্য যে একজন কর্তব্যরত বিচারপতি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন।’ তখনই বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, ‘এর আগেও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মামলায় বিচারপতির উদ্দেশে মন্তব্য করা হয়েছিল বলে মামলা শুনিনি।’

নম্বর পরিবর্তন

কলকাতা, ২৩ জুন : একাদশ ও দ্বাদশের বৃত্তিমূলক বিষয়ে পরীক্ষার নম্বর বিভাজনে নতুন নিয়ম আনল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। মোট ধার্য ১০০ নম্বরের মধ্যে থিওরির জন্য বরাদ্দ ৫০ নম্বর। প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষাও হবে ৫০ নম্বরের।

এর আগে প্র্যাক্টিক্যালের জন্য ৭০ নম্বর ও থিওরির জন্য বরাদ্দ ছিল ৩০। অবশ্য নতুন নম্বর বিভাজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও এখনও সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম প্রকাশিত হয়নি।

খবরে নেই, তবু দিলীপই খবর

কলকাতা, ২৩ জুন : বঙ্গ বিজেপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আপাতত তিনি নেই। দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিজের কর্মসূচি নিয়েই রয়েছেন তিনি। তবু মাঝেমধ্যেই সংবাদ শিরোনামে উঠে আসছেন, এটাই আপাতত খুব উপভোগ করছেন আর মজা পাচ্ছেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি প্রবীণ দিলীপ ঘোষ। কে জানে হয়তো বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নিজের দলেরই নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর বলা সেই বিখ্যাত সংলাপও আওড়াতে পারেন। যেখানে পর্দার ফাটাকেষ্ট বলেছিলেন, ‘ফাটাকেষ্ট খবর দেখে না, খবর পড়ে না, খবর তৈরি করে।’

আর বলবেন নাই বা কেন? কোনও সময় তিনি তৃণমূলে যাচ্ছেন। আবার কোনও সময় তিনি বিজেপি ছেড়ে নিজে দল গড়ছেন বলে নানান জল্পনা উঠে আসছে। সরাসরি এসব জল্পনার বিরোধিতা না করে বেশ উপভোগ করছেন বলে সোমবার ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর কাছে কবুলই করলেন দিলীপ। তবে এসব নিয়ে দলের একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও পিছপা হন না তিনি।

তাঁর অভিযোগ, তাঁকে ‘ড্যামেজ’ করতেই রাজ্য বিজেপির একাংশ এইসব ভিত্তিহীন খবর বাজারে ভাসিয়ে দিচ্ছে। একদিক থেকে তারা উপকারই করছে তাঁর, রাজ্য বিজেপির কোনও খবরে না থেকেও সংবাদ শিরোনামে তিনি এসেই যাচ্ছেন।

এদিন দিলীপ নিজেই জানালেন, চার দিন কোমরের ব্যথায় বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি। সেই সুযোগে তিনি নতুন দল গড়ছেন বলে আষাঢ়ে গল্প বাজারে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘বিজেপিতে ছিলাম, আছি ও থাকব। দল দায়িত্ব দিলে পালন করব। এখন বাড়িতে বসে নিজের কর্মসূচি সাজিয়ে এগোচ্ছি। সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছি।’

এই মুহূর্তে বঙ্গ-বিজেপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়েও হতাশ তিনি। তাঁর মতে, বিধানসভাই বলুন বা অন্য কোনও ইস্যু, বঙ্গ বিজেপি নেতাদের আন্দোলনে ব্যক্তিগত প্রচারে কারও কারও স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে বটে, তাতে রাজ্যে পার্টির কোনও লাভ হচ্ছে না।

এখনও পর্যন্ত দলের রাজ্য সভাপতি কে হবেন তার ঘোষণা হল না। ২০২৬-এ ভোট। তার প্রস্তুতি কী হবে? নতুন সভাপতি হলে তাঁকে তো ঘর গোছানোর সময় দিতে হবে। প্রতিপক্ষ শাসকদল তৃণমূল, এটা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভাবা দরকার। দলের লোকেদের মধ্যে হতাশা তলে তলে বেড়েই চলেছে।

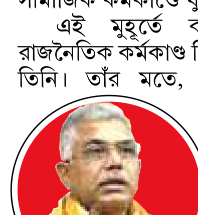

বিজেপিতে ছিলাম, আছি ও থাকব। দল দায়িত্ব দিলে পালন করব। এখন বাড়িতে বসে নিজের কর্মসূচি সাজিয়ে এগোচ্ছি। সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছি।

দিলীপ ঘোষ

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৯ আষাঢ় ১৪৩২

বিশ্বসংকট

অস্থিরতা আর নিরাপত্তাহীনতার জালে পৃথিবী। চারদিকে যুদ্ধের দামামা। রাশিয়া-ইউক্রেন কিংবা ইজরায়েল-প্যালেস্তাইনের সংঘাত বন্ধ হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। মাঝখানে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে লড়াই শেষ হলেও তা বড় আকার নেয়নি বটে, কিন্তু দুই প্রতিবেশী দেশে উত্তেজনা ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ স্থায়ী চেহারা নিয়েছে। অন্যদিকে, ইজরায়েলকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী রণহুংকার ছড়িয়ে পড়ছে। আমেরিকা শেষপর্যন্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় অন্য রাষ্ট্রগুলিতেও অস্থির পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।

অস্থিরতা ডেকে আনছে নিরাপত্তাহীনতা। শুধু প্রাণের নিরাপত্তা নয়, আর্থিক নিরাপত্তার অভাবের মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছে দেশে-বিদেশে। আমেরিকা একদিন মাত্র ইরানে হামলা চালিয়ে থেমে আছে বটে। কিন্তু ইজরায়েল ও ইরান পরস্পরের বিরুদ্ধে চরম যুদ্ধের মেজাজে রয়েছে। এই যুদ্ধে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। একদিকে আমেরিকার পাশাপাশি ইউরোপের দেশগুলি ইজরায়েলের পাশে দাঁড়াতে পারে। অন্যদিকে, চিন, রাশিয়া ও মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু দেশ ইরানের পক্ষ নিচ্ছে ক্রমশ।

এই সংঘাত আরও তীব্র হলে এবং ইরান হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিলে বিশ্বের অনেক দেশে তেলসংকট ডেকে আনতে পারে। দাম বাড়ার যোলোআনা সম্ভাবনা। তেলের দাম বাড়লে সার্বিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে। ভারতের পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী আশ্বাস দিচ্ছেন বটে, ভারতে যথেষ্ট তেল মজুত আছে এবং আমদানিতে কোনও সমস্যা নেই।

বাস্তবে পৃথিবীজুড়ে তেলের দাম বাড়লে তার প্রভাব ভারত সরকারের পক্ষে ঠেকানো সম্ভব হবে না সাধারণ নিয়মেই। যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠলে বিশ্বে আর্থিক মন্দা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। রাশিয়া-ইউক্রেন, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েল-ইরানের যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সভ্যতাকে নিকেশ করা চলছে প্রতি মুহূর্তে। যার পরিণাম সুদূরপ্রসারী।

দীর্ঘদিনের মিত্র দুই প্রতিবেশী ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কও আর সহজ, সরল নেই। জমানা বদলের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে যে শাসন কায়েম হয়েছে, তা ভারতের পক্ষে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। সীমান্তে সবসময় অস্থিরতা ও উত্তেজনা বহাল থাকছে। যা দু'দেশের সাধারণ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করছে। যেমন পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর গোটা কাশ্মীরে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছে।

এই ভয়ের পরিবেশ যেমন কাশ্মীরের মানুষের নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করছে, তেমনই আর্থিক সুরক্ষার ওপর আঘাত হানছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আকাশ ও সড়কপথে যোগাযোগ বন্ধ থাকার জন্য দু'দেশের বাণিজ্য কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যুদ্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা আরেক ধরনের বিপদ ডেকে আনছে। যেখানে দেশের শাসককে আর ভরসা করা যাচ্ছে না। ডুয়ার্স ও খোদ শিলিগুড়িতে দেড় সপ্তাহের মধ্যে দুটো এটিএম ও একটি সোনার দোকানে ডাকাতি তার প্রমাণ।

ওই তিনটি ঘটনায় স্পষ্ট যে, পুলিশের গোয়েন্দা পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। যে কারণে ভিনরাজ্য থেকে এসে অবাধে দুষ্কর্ম করে পালিয়ে যেতে পারছে দুর্বৃত্তরা। পুলিশকে সময়মতো পাওয়া যায় না অনেক সময়। যা শিলিগুড়ির চম্পাসারিতে এটিএম লুটের সময় বেআব্রু হয়েছে। পাশের দেশ বাংলাদেশেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। দেশটায় রোজ কোথাও না কোথাও হামলা, মারপিট, অগ্নিসংযোগ, খুনোখুনি চলছে।

ভারতবর্ষে আরেক বিপদ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা। যার পরিণামে পশ্চিমবঙ্গেও মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ, মহেশতলার মতো বিপর্যয় তৈরি হচ্ছে। এই অস্থিরতা মানুষের জীবিকা, খাদ্য সংকট, নাগরিক পরিষেবার মতো মৌলিক চাহিদাগুলিকে ধামাচাপা দিয়ে রাখছে। নজর ঘুরিয়ে দিচ্ছে এমন কিছু বিষয়ে যেগুলি প্রয়োজনীয় ছিল না। ধর্মান্ধতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, মৌলবাদ ঘরে ও বাইরে যুদ্ধ উন্মাদনা তৈরি করে বিশ্ববাসীর সর্বনাশ ডেকে আনছে।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

পশ্চিম এশিয়ায় চিন্তা তেল ও এয়ারবেস

ইরানের উপর আমেরিকার হামলায় পশ্চিম এশিয়ার অনেক দেশ অতীত ভুলে একজোট। তারা কেউ যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়।

আমিনুল ইসলাম

অনেকদিন হয়ে গেল কাতারে আছি। এমন উত্তেজক টানটান পরিস্থিতি খুব কম দেখেছি এর আগে।

ঘোরাঘুরি করলে বোঝা যাচ্ছে, স্পষ্টতই এক ধরনের উদ্বেগ ও টানটান উত্তেজনা এখানেও। ফিশফাশ চলছে, পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকান ঘাঁটিগুলোর ওপর কি ইরান পালটা আঘাত হানবে? আমাদের কাতারের বাড়ি থেকে আমেরিকান এয়ারবেস মাত্র ৩০ কিমি দূরে।

দোহা থেকে ইরানের বিখ্যাত খোরামশাহর জায়গাটা খুব কাছে। এই সেই খোরামশাহর--যেখান থেকে একদা মজিদ বাসকার ও জামশিদ নাসিরি কলকাতা ফুটবল মাতাতে এসেছিলেন। সব মিলিয়ে কাতারের জনতা বেশ উদ্বেগে। ১৯৯১ এবং ২০০৩ সালের গালফ ওয়ারের কথা মাথায় আছে তাঁদের। এসবের মধ্যে দোহা থেকে পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশে যাওয়ার অনেক ফ্লাইট হয় বাতিল, নয়তো পিছিয়ে যাচ্ছে।

ইজরায়েলের ইরানের উপর ব্যাপক বিমান হামলা এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর (ফোর্দো, নাতাঞ্জ ও ইসফাহান) উপর বোমা হামলার ফলে গোটা পশ্চিম এশিয়ায় রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জটিলতা তীব্র। এই সংঘাত শুধু এই অঞ্চলজুড়ে নয়, বিশ্বব্যাপী জ্বালানি বাজারকেও নাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বন্ধুদের কৌতূহলী হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা আসছে, গ্যাস বা তেলের দাম কি বাড়বেই?

সোমবার দুপুরে যখন লেখাটা লিখছি, তখন তেলের দাম ইতিমধ্যেই বেড়ে গিয়েছে। এদিনের হিসাবে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রতি ব্যারেল প্রায় ৭৭ থেকে ৭৯ ডলারে পৌঁছেছে, যা ১৩ জুন ২০২৫ তারিখে ইজরায়েল ইরানকে আক্রমণ করার আগের তুলনায় বেশি। যদি ইরান স্বল্প সময়ের জন্য হলেও হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়, তাহলে দাম ১২০ থেকে ১৩০ ডলার প্রতি ব্যারেল পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি কী? এমনিতে এলাকার সব দেশই যে ইরানের পক্ষে, তা নয়। অনেকেরই ইরানের সঙ্গে ঝামেলা। তবে এই পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ আরব দেশ- এমনকি যারা ঐতিহাসিকভাবে ইরানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন তারা পর্যন্ত ইজরায়েলের এই পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে। এই প্রতিক্রিয়া মূলত সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘনের আশঙ্কা এবং একটি বৃহত্তর যুদ্ধের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে।

এমনিতে পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর রাজনীতির মেরুকরণ নিয়ে দুটো-তিনটে তথ্য যোগ করা যাক।

সৌদি আরব, আরব আমিরশাহি, বাহরিন এবং ইরাক (সাদ্দাম হোসেনের শাসনকালে) ১৯৭৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ইরানের বিরোধিতা করে এসেছে। এর পেছনে আদর্শগত, সেক্টরিয়ান ও ভূ-রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। তবে কোনও দেশই ইরানের বিরুদ্ধে 'সবসময়' অবস্থান নিয়েছে, এমনটা বলা ঠিক নয়, কারণ সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী জোট ও সম্পর্ক বদলাতে থাকে।

এলাকার শিয়া গোষ্ঠীগুলোর প্রতি ইরানের সমর্থন, যেমন হিজবুল্লাহ এবং ইরাক ও ইয়েমেনে (হুথিদের মাধ্যমে) তাদের প্রভাব সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক আরও তীব্রভাবে উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। তবে ২০২৩ সালে চিনের মধ্যস্থতায় হওয়া সাম্প্রতিক আলোচনাগুলো মাঝে মাঝে বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতার ইঙ্গিত দেয়। যদিও ভিতরে ভিতরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও রয়েছে।

দুবাই এবং দোহা : পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি শহরে ভয়ংকর প্রভাব পড়েছে ইরানে আমেরিকান হানার।

এই দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম কাতার, যার ইরান ও পশ্চিমী বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ। ২০১৭ সালে কাতারের বিরুদ্ধে সৌদি নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞা এবং অবরোধের সময় ইরান কাতারের পাশে দাঁড়িয়ে বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। আজও কাতার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ইরানের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে। সম্প্রতি ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট ডঃ মাসুদ পেজেশকিয়ান কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানিকে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন।

সৌদি আরব, আরব আমিরশাহি, বাহরিন এবং ইরাক (সাদ্দাম হোসেনের শাসনকালে) ১৯৭৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ইরানের বিরোধিতা করে এসেছে। এর পেছনে আদর্শগত, সেক্টরিয়ান ও ভূ-রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। তবে কোনও দেশই ইরানের বিরুদ্ধে 'সবসময়' অবস্থান নিয়েছে, এমনটা বলা ঠিক নয়, কারণ সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী জোট ও সম্পর্ক বদলাতে থাকে।

এমনিতে কাতার সকল সামরিক অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করার দিকে জোর দিয়েছে। অঞ্চলে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাতারের ভূমিকা বিবেচনায় রেখে উত্তেজনা কমাতে জোরালো প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এমনকি, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ রবিবার কাতারের আমিরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন এবং ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর ওপর হামলার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

কাতারের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক কেবল প্রতিবেশী নয়, কৌশলগতও। ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর ইরান যখন ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে, তার কিছুদিন পরই ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান দোহা সফর করেন। আলোচনায় উঠে আসে বাণিজ্য, জ্বালানি এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিষয়গুলো। দোহাভিত্তিক ইসলামিক স্কলারদের আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলার্স' ইজরায়েলের বিরুদ্ধে 'জিহাদের আহ্বান' জানিয়েছে, যা কাতারের অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করে।

মনে হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির বার্তা বহনকারী দেশ হিসেবে কাতারই এখন অন্যতম প্রধান শক্তি। বিগত ৩৫ বছরে দুটি গালফ যুদ্ধ এবং প্যালেস্তাইন, সিরিয়া, ইয়েমেন ও লেবাননের রক্তাক্ত সংঘর্ষগুলোর সাক্ষী এই অস্থির অঞ্চলে আর কোনও আরব দেশ এত আন্তরিক ও কার্যকরভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এত দৃঢ় পদক্ষেপ করেনি।

কাতারের মতোই সৌদি আরব-ও এখন শান্তি প্রক্রিয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। যার পেছনে অন্যতম কারণ, দেশটির উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ এবং সাম্প্রতিক সময়ে তাদের কিছু দূরদর্শী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। যা সৌদি আরবকে একটি আধুনিক, বহুমুখী অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

শান্তি ও স্থিতিশীলতা, এখন এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের চাবিকাঠি- কাতার ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলো তা ভালোভাবেই অনুধাবন করছে।

ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উপসাগরীয় অঞ্চলে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পর্যবেক্ষণ বাড়িয়েছে কাতার এবং অন্যান্য জিসিসি দেশসমূহ। কাতার পরিবেশ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এখনও সবকিছু নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হচ্ছে, কারণ ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

তবে শুধু কাতার নয়, সৌদি আরবও ইজরায়েলের আক্রমণকে 'সরাসরি আগ্রাসন' বলে আখ্যা দিয়েছে, যদিও অতীতে তাদের ইরানের সঙ্গে দ্বন্দ্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এই পরিবর্তিত মনোভাবের পেছনে রয়েছে একটি সাধারণ আতঙ্ক- ইরানের সম্ভাব্য প্রতিশোধ, বিশেষ করে জ্বালানি স্থাপনাগুলোর বিরুদ্ধে।

এই আতঙ্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে হরমুজ প্রণালী - পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরকে যুক্ত করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ চলাচলের পথ। এই প্রণালীর মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন প্রায় ২১ মিলিয়ন ব্যারেল তেল পরিবাহিত হয়। ইরান যদি এটি বন্ধ বা ব্যাহত করে, তাহলে জ্বালানি বাজারে অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে। বিশেষ করে কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত ও ইরাকের মতো তেল ও গ্যাস রপ্তানিকারক দেশগুলো এই প্রণালীর উপর নির্ভরশীল, এবং তারা জানে যে এটির কোনও ব্যাঘাত তাদের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করতে পারে।

এই কারণেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এখন কূটনৈতিক উদ্যোগে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে, যুদ্ধ নয় বরং সংলাপের পথকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

এই পটভূমিতে ২০২০ সালের আব্রাহাম চুক্তি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ইজরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনকারী আরব দেশগুলোর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরিন অন্যতম, যারা এখন ইজরায়েলের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি ইরানি প্রতিক্রিয়া নিয়েও শঙ্কিত।

অন্যদিকে, ওমান আবার তার নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছে। দেশটি ইজরায়েলের পদক্ষেপকে 'বেপরোয়া' বলে আখ্যা দিয়ে, মার্কিন-ইরান পরমাণু আলোচনার বিঘ্ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে- একটি আলোচনা যার মধ্যস্থতাকারী ওমান নিজেই ছিল।

এই ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, এখনকার মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক আগ্রাসনের চেয়ে অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও কৌশলগত বিবেচনাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনকি ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্ররাও যেমন- হিজবুল্লাহ, হামাস ও হুথিরা এখনও পর্যন্ত সতর্ক ও সংযত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। এটি ইরানের প্রভাব হ্রাসের একটি প্রতিফলন, বিশেষ করে সিরিয়া, গাজা ও লেবাননে সাম্প্রতিক ক্ষতির পর।

হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরাল্লাহর ২০২৪ সালে ইজরায়েলি হামলায় মৃত্যুর পর সংগঠনটি বেশ দুর্বল হয়েছে। ইয়েমেনের হুথিরা এখন অনেকটাই চাপের মধ্যে। এমনকি সিরিয়া ও ইরাকের মতো ঐতিহ্যগত মিত্র দেশগুলোও এই সংঘাতে সরাসরি জড়াতে অনিচ্ছুক।

সব মিলিয়ে এটা স্পষ্ট, পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলো যুদ্ধ চায় না। তারা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, কূটনৈতিক ভারসাম্য এবং নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এবং এমন এক সময়ে, যখন বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে আগুনে ঘি ঢালার মতো অবস্থায়, তখন তাদের বার্তাটা একটাই-

এই সময় যুদ্ধের নয়, বুদ্ধিমত্তার।

(লেখক কাতারের বাসিন্দা। সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৭

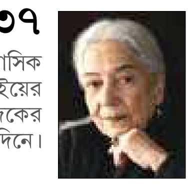

ঔপন্যাসিক অনীতা দেশাইয়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৭

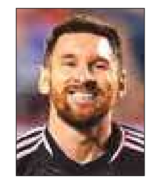

ফুটবলার লিওনেল মেসির জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

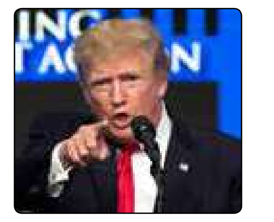

কেন ইরানে শাসকদল বদল হবে না? শাসকদল শব্দটা ব্যবহার করা রাজনৈতিকভাবে ঠিক হবে না। তবে ইরানের বর্তমান শাসকরা যদি সে দেশকে শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে না নিয়ে যেতে পারে, তা হলে কেন সেখানে শাসকদল বদল হবে না? এটা নিয়ে ভাবা দরকার।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

গ্যাস লিক করায় মহিলাটি সিলিন্ডার ফেলে ঘরের বাইরে পালিয়ে আসেন। পাইপ দিয়ে গ্যাস বেরোনো শেষ ভেবে ওই মহিলা ও এক পুরুষ সিলিন্ডারের কাছে যান। হাত দিতেই বিস্ফোরণ। বরাতজোরে প্রাণ বাঁচল।

ভাইরাল/২

সমুদ্রে নেমে কেউ স্নান করছেন। কেউ আবার রৌদ্রস্নান বা ফোটো তুলতে ব্যস্ত। হঠাৎ জল থেকে কয়েকটি সিল উঠে আসে। পর্যটকদের তাড়া করে। লোকজন ইতিউতি দৌড়োতে থাকে। এমনই এক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

জনমন

জনমত

মনীষীদের মূর্তিতে আচ্ছাদন দেওয়া উচিত

শহরাঞ্চল কিংবা কোনও জনবহুল এলাকায় রাস্তার ধারে, গলির মুখে শোভা পেতে দেখা যায় সমাজের বিশিষ্ট মনীষীদের পূর্ণাবয়ব অথবা আবক্ষমূর্তি। এইসব মনীষীর প্রতিকৃতি স্থাপন অবশ্যই তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক অন্যতম নিদর্শন। পথচলতি মানুষজনের অনেকেই মনীষীদের প্রতিকৃতি দেখে নতমস্তকে প্রণাম করেন- এটা অবশ্যই একটা ভালো দিক। যেসব মনীষীর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগেরই মাথায় কোনওপ্রকার আচ্ছাদন দেওয়া হয়নি। রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে মূর্তিগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। এটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু মনে হয়। স্বাধীন দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন, এই সব মহান মানবের মূর্তির উপরে কোনওপ্রকার আচ্ছাদন দেওয়া কি নিষেধ, নাকি অন্য কোনও কারণ আছে?

শিলিগুড়ি শহরের বুকে এরকম প্রচুর আচ্ছাদনহীন মনীষীর মূর্তি রয়েছে। তবে শুধু শিলিগুড়ি নয়, প্রায় প্রতিটা ছোট-বড় শহরে এই ছবি ধরা পড়বে। অবিলম্বে প্রশাসনের উচিত এইসব মনীষীর প্রতিকৃতির উপরে আচ্ছাদন করে দেওয়া যাতে মূর্তিগুলো অন্ততপক্ষে রোদে পুড়ে নষ্ট না হয় কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে না যায়। আমাদের সমাজের পথপ্রদর্শক মহান মানবদের জন্য কি আমরা এইটুকু করতে পারব না?

সাধারণ দৃষ্টিতে যদি দেখা যায় ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় মনীষীদের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আচ্ছাদনের ব্যাপারে বিবেচনা করা হয়নি। তাই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, অবিলম্বে লোকচক্ষুর গোচরে থাকা এইসব মহান মানবের মূর্তির গৌরব বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

রমেন রায়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

শিবমন্দিরে অনিয়মিত বিদ্যুৎ জোগান কেন

গত কয়েক মাস ধরে শিবমন্দির এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কারণে-অকারণে বিদ্যুতের ঘাটতি সাধারণ বাসিন্দাদের জীবন বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। যে কোনও সময় বিদ্যুৎ চলে যায়, কখনও এক-দেড় ঘণ্টা, কখনও বা থেকে থেকে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তীব্র গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত ছোট-বড় সবার। শিবমন্দিরস্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে ফোন করে করে সাড়া পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সজলকুমার গুহ,
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

ছকভাঙা গল্পের 'একুশ শতকীয় প্রোডাক্ট'

বঙ্গসমাজ ভুলে যায় ট্রেন্ডি, কুল 'প্রোডাক্ট'-এর পাশাপাশি কিছু পুরোনোপন্থী, নস্টালজিয়া আঁকড়ে বাঁচা নবীনদেরও অস্তিত্ব রয়েছে।

চিরদীপা বিশ্বাস

'দিদি, কিছু যদি মনে না করেন আপনার কয়েকটা স্ন্যাপ নিতে পারি? অ্যাকচুয়ালি আমার ইনস্টাতে একটা অ্যাকাউন্ট আছে। সেখানে স্ট্রেঞ্জারদের ফোটোশুট করে পোস্ট করি।'

কোচবিহারে সাগরদিঘির ঘাটে বসে এমনতর প্রস্তাব শুনে রীতিমতো হতভম্ব হওয়ার জোগাড় হল। 'সরি দাদা, আমি এসবে স্বচ্ছন্দ নই' বলে কোনওক্রমে সেই দাদার থেকে রেহাই মিলল। এমন সময় পাশে বসা কাকিমাটি কেমন যেন বাঁকা হাসি হেসে 'আজকালকার যুগের মেয়ে হয়েও এসবে স্বচ্ছন্দ নও!' বলে উঠে চলে গেলেন।

পরক্ষণেই কানে এল অন্যরকম কিছু কথোপকথন। ''হলুদ তো বেশ ভালোই রিচ দিল রে, কিন্তু 'শেকি শেকি'টাতে যে কেন হাইরিচ গেল না!'' 'বাড়ির ন্যাড়া ছাদে এভাবে রিল বানালে থোরি রিচ পাবি!' খুবজোর ক্লাস নাইন-টেনে পড়া দুই বন্ধুর কথোপকথন আমাদের রাডার হালকা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। অগত্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হব হব, আমরা দুই সই মনোনিবেশ করলাম শিবদিঘির ঘাটে বসে সূর্যাস্ত উপভোগ করায়।

শিক্ষাসূত্রে প্রতিষ্ঠান বা শহর আলাদা হলেও, শিকড়ের টানে বন্ধুরা বছরে দু'চারবার সাক্ষাতের চেষ্টা করি, চেষ্টা করি নস্টালজিয়াগুলো বারবার ঝালিয়ে নেওয়ার। এবং প্রত্যেকবারই আমাদের অবাক করে কিছু এরকম নিত্যনতুন ঘটনা। ব্লগিং, ফোটোশুট এসবের সঙ্গে নবপ্রজন্ম হিসেবে আমাদের তো একাত্ম হয়ে ওঠারই কথা এই কয়েক বছরে। কাকিমা ভুল কিছু বলেননি। কিন্তু কেউ কেউ সেটা পারে না, এটাও কাকিমাদের বোঝা উচিত।

মহানগরের বুকে এসব দেখে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও রাজনগরের রাজপথে হঠাৎ কেউ যদি আবদার করে বসেন 'একটা ছবি তুলি প্লিজ', আমরা হকচকিয়ে যাই কেউ কেউ। তবে আরও হকচকিয়ে যাই, যখন তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটের কোণে খেলিয়ে কোনও কোনও সম্মাননীয়দের বলতে শোনা যায়, 'একুশ শতকের প্রোডাক্ট হয়েও ক্যামেরা দেখে ভেবলে যাস!'

গোটা প্রজন্মকে এই একটা ছকে বেঁধে ফেলাটাই ভীষণরকম ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ, একুশ শতকের কিছু কিছু প্রোডাক্ট 'করোনাকালের পর আমরা একটু বেশিই তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছি না!' বলে আক্ষেপ করে। ট্রেন্ড স্রোতে নিজেদের ভাসাতে না পারায় আবার কখনও 'বুড়ো বুড়ো হাবভাব' তকমাও জুটিয়ে ফেলে। সমাজ ভুলে যায় ট্রেন্ডি, কুল 'প্রোডাক্ট'-এর পাশাপাশি কিছু পুরোনোপন্থী, নস্টালজিয়া আঁকড়ে বাঁচা নবীনদেরও অস্তিত্ব রয়েছে। এখানে কে ঠিক-বেঠিক, সেসব বিচার্য নয়। প্রত্যেকেই যে যার মতো নিজেদের জীবনে লড়াই করে চলেছে। কিন্তু বাইরে থেকে তাদের কাজের জন্য স্মার্ট, আনস্মার্ট ইত্যাদি বিভিন্ন অলংকারে ভূষিত করা নিতান্তই অবিবেচকের কাজ।

আজকাল হাতে মোবাইল নিয়ে 'ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল' ভিডিও করতে দেখলে যেরকম কেউ অবাক হন না, ঠিক সেরকমই এটাও মানতে শিখুন ফোমো, ডালগোনা কফি, গন্ধরাজ মোমো ইত্যাদি সো-কলড ট্রেন্ড থেকে শতহস্ত দূরে থাকা কিছু 'একুশ শতক প্রোডাক্ট'-রাও বেঁচে রয়েছে। সংখ্যা কম হলেও তাদের অস্তিত্ব কেউ অবজ্ঞা করতে পারেন না। গোটা একটা প্রজন্মকে নির্দিষ্ট কিছু চেকলিস্টে আবদ্ধ করে না রেখে, জেনারেলাইজ না করে বৃহৎ পরিসরে ভাবা দরকার। আকাশ অনেকটাই বড় এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের আকাশে সফলভাবে উড়ান ভরার ক্ষমতা রাখে। নবপ্রজন্ম বিপথগামী হলে অবশ্যই তাদের সুপরামর্শ প্রয়োজন, অকারণ তাচ্ছিল্য নয়।

(লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কোচবিহারের ভূমিকন্যা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। যার কোনও কিছু পাওয়ার অধিকার আছে ৩। কারও প্রতি সম্মান দেখানো বা খাতির করা ৫। যে দিনরাত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে ৬। শেষ হয়ে যাওয়া বা অতিক্রান্ত ৭। একটি সুগন্ধি ফুলের নাম ৯। বাইরের চাকচিক্য বজায় রাখা ১২। যিনি ঘোড়ার দেখভাল বা তত্ত্বাবধান করেন ১৩। অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা।

উপর-নীচ : ১। বিস্ময়ে অভিভূত বা হতভম্ব হওয়া ২। রান্না করার জায়গা বা ঘর ৩। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের তারবাদ্য ৪। আগুনের আঁচ বা তাপ ৫। বিয়ের আসরে পাত্র ৭। দীর্ঘ সময় ধরে রান্না করা নরম মাংস ৮। আতশ কাচ, চশমার কাচও হতে পারে ৯। এক ধরনের পাতাযুক্ত সবজি ১০। কাগজের তৈরি আকাশবাতি ১১। স্বাদগ্রহণের অঙ্গ।

সমাধান ■ ৪১৭৩

পাশাপাশি : ১। সীমানা ৪। চাপর ৫। শশ ৭। নজির ৮। মন্দোদরী ৯। বাতায়ন ১১। পঞ্চম ১৩। কুব্জ ১৪। বল্কল ১৫। কাবিল।

উপর-নীচ : ১। সীবন ২। নাচার ৩। সরঞ্জাম ৬। শর্বরী ৯। বার্তাকু ১০। নড়বড়ে ১১। পলকা ১২। মঞ্জুল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বৃষ্টি ঝরে ঝরে মধুর দানা... সোমবার তাজমহলের সামনে। -পিটিআই

কেরলে কংগ্রেসের মানরক্ষা প্রিয়াংকার

গুজরাট, পঞ্জাবে চমক আপের

আহমেদাবাদ ও তিরুবনন্তপুরম, ২৩ জুন : ৪ রাজ্যের ৫টি বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হল সোমবার। গুজরাটের ২টি, পঞ্জাব, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের একটি করে আসনে গত ১৯ জুন ভোটগ্রহণ হয়েছিল। এদিনের ফল ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গের কালীগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের অনুকূলে স্থিতাবস্থা বজায় থাকলেও বাকি রাজ্যগুলিতে চমক লক্ষ করা গিয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার ভোটের ব্যবধানে গুজরাটের কাদি আসনটি ধরে রেখেছে বিজেপি। পদ্ম প্রার্থী রাজেন্দ্রকুমার দানেশ্বর চাভদা পেয়েছেন ৯৯,৭৪২টি ভোট। দ্বিতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেসের রমেশভাই চাভদা পেয়েছেন ৬০,২৯০টি ভোট। এখানে তৃতীয় স্থানে রয়েছে আম আদমি পার্টি।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল চমক দেখিয়েছে ভিসাভাদারে। সেখানে আপ প্রার্থী ইতালিয়া গোপাল বিজেপির কীর্তি প্যাটেলকে ১৭,৫৫৪ ভোটে পরাজিত করেন। কংগ্রেস প্রার্থী নীতিন রণপারিয়া পেয়েছেন মাত্র ৫,৫০১টি ভোট। ভিসাভাদারের ফল গুজরাটে ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং প্রধান বিরোধী কংগ্রেসের পক্ষে বড় ধাক্কা। গুজরাটের পাশাপাশি আপ পঞ্জাবের লুধিয়ানা পশ্চিম আসনেও জয় পেয়েছে। সেখানে কংগ্রেসের ভারতভূষণ আসুকে ১০,৬৩৭ ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন আপ প্রার্থী সঞ্জীব অরোরা। তৃতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি। গুজরাটে দলের জয়ে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, গুজরাটের মানুষ বিজেপিকে বয়কট করেছে। একইসঙ্গে কংগ্রেসকেও তোপ দেগে বলেছেন, মানুষ উপেক্ষা করেছে শতাব্দীপ্রাচীন এই দলকে।

কংগ্রেসের মানরক্ষা করেছে কেরল। সেখানে নীলাম্বুর আসনটি ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। প্রিয়াংকা গান্ধির ওয়েনাড লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বামেদের শক্তঘাঁটি নীলাম্বুর জয় করা কংগ্রেসের কাছে মর্যাদার লড়াই ছিল। ওই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী আর্যধন সৌখাত ১১ হাজারের বেশি ভোটে সিপিএমের এম স্বরাজকে পরাজিত করেন। নীলাম্বুরের গ্রামীণ ও পুর দুই এলাকাতেই সিপিএমের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে কংগ্রেস। জয়ের জন্য স্থানীয় সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধিকে কৃতিত্ব দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা। নীলাম্বুরে ঝোড়ো প্রচার চালিয়েছিলেন প্রিয়াংকা। করেছেন একাধিক রোড শো। তাঁর সক্রিয়তা ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলেছে বলে দাবি কংগ্রেসের। তৃণমূল কংগ্রেসের কেরল শাখার আহ্বায়ক পিভি আনোয়ার এবার নীলাম্বুর উপনির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়াই করেছিলেন। ১৯,৭৬০টি ভোট পেয়েছেন তিনি। মোট প্রদত্ত ভোটের ১১.২৩ শতাংশ গিয়েছে তৃণমূল নেতার ঝুলিতে। উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে জোড়া মনোনয়ন পেশ করেছিলেন আনোয়ার। কিন্তু তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নে তথ্যগত ত্রুটি থাকায় তা বাতিল করে দেয় কমিশন। তবে নির্দল হিসেবে মনোনয়ন গৃহীত হয়। ভোটের ফলাফলের হিসেব বলছে কংগ্রেস এবং সিপিএমের পর তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন নীলাম্বুরের গত দুবারের বিধায়ক আনোয়ার। দক্ষিণের রাজ্যের নিরিখে যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ফের মোদি বন্দনা থারুরের, ক্ষুব্ধ দল

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন : শশী থারুরের মোদি-ভজনায় ফের ফাঁপরে কংগ্রেস। কিছুদিন আগে নরেন্দ্র মোদির অপারেশন সিঁদুরকে ঢালাও শংসা দিয়ে তিনি বিব্রত করেছিলেন দলকে। এবার একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত নিবন্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেশের 'প্রধান সম্পদ' বলে বর্ণনা করে বিতর্কে আর একদফা ইন্ধন জুগিয়েছেন থারুর। ইতিমধ্যে কংগ্রেসি সাংসদের লেখা নিবন্ধ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পোর্টাল থেকে সমাজমাধ্যমে ভাগ হওয়ায় বিরোধী শিবিরে হইচই শুরু হয়েছে।

'দ্য হিন্দু'-তে প্রকাশিত 'অপারেশন সিঁদুর: বিশ্বজনীন যোগাযোগ থেকে শিক্ষা' শীর্ষক নিবন্ধে থারুর মোদির 'শক্তি, উদ্যম এবং বিশ্বে ভারতের স্বার্থে সক্রিয় ভূমিকা'-র উল্লেখ করে তাঁকে ভারতের 'প্রধান সম্পদ' বলে জানান। থারুরের কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যম, কর্মদক্ষতা এবং বিশ্বমঞ্চে যোগাযোগের আগ্রহ ভারতের একটি বড় সম্পদ। তাঁর এই সক্রিয়তাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করা উচিত।'

থারুরের মন্তব্যে কংগ্রেসের অন্দরে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। দলের একাংশ তাঁকে বিজেপির 'প্রচার মুখপাত্র' আখ্যা দিয়ে আক্রমণ শুরু করেছে। পাশাপাশি জল্পনা চলছে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদের বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়েও। যদিও সেই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন থারুর নিজেই। বলেছেন, 'আমি দলের অনুগত সৈনিক। কিছু নেতার সঙ্গে মতপার্থক্যের জন্য আমি দল ছাড়ব না।'

অপারেশন সিঁদুরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় দু'সপ্তাহের জন্য মস্কো উড়ে যান থারুর। তার আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়েও পাননি। এর আগে কেরলে উপনির্বাচনের প্রচারে ডাক না পাওয়া নিয়ে দলের বিরুদ্ধে তিনি হালকা খোঁচা দেন। নীলাম্বুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমাকে তো ডাকেনি কেউ। যেখানে ডাকা হয় না, সেখানে যাই না।' রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, থারুরের সাম্প্রতিক অবস্থান একদিকে বিজেপির সুবিধা করে দিচ্ছে। অন্যদিকে তা দুর্বল করছে কংগ্রেসকে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপালের কথায়, 'কংগ্রেস কখনও কারও মতপ্রকাশ বা চলাচলের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। তবে কেউ 'লক্ষ্মণরেখা' পেরোলে দল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য।'

হাসপাতালে অচ্যুতানন্দন

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ জুন : কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ মার্ক্সবাদী নেতা ভিএস অচ্যুতানন্দন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সোমবার তাঁকে তিরুবনন্তপুরমের এসইউটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর বয়স ১০১। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁকে আইসিইউ-এ রাখা হয়েছে। অবস্থা স্থিতিশীল।

বহিষ্কৃত ৩ সপা বিধায়ক

লখনউ, ২৩ জুন : সোমবার সমাজবাদী পার্টি (সপা)থেকে বহিষ্কৃত হলেন তিন বিধায়ক। তাঁদের বিরুদ্ধে দলের বিরোধিতা ও জনস্বার্থ বিরোধী কাজের অভিযোগ রয়েছে। বহিষ্কৃত তিন বিধায়ক হলেন গোঁসাইগঞ্জের অভয় সিং, গৌরীগঞ্জের রাকেশপ্রতাপ সিং ও উনচাহারের মনোজকুমার পান্ডে। দলীয় তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিন বিধায়ক সাম্প্রদায়িক, বিভেদমূলক ও নেতিবাচক মতাদর্শ সমর্থন করছিলেন, যা সপার প্রগতিশীল নীতির পরিপন্থী। তাই তাঁদের বহিষ্কৃত করা হয়েছে।

ক্যানসার রোগী ঠাকুমাকে আস্তাকুঁড়েতে ফেলল নাতি

মুম্বই, ২৩ জুন : চারপাশে আবর্জনার পাহাড়। সেই নোংরার মধ্যে শুয়ে রয়েছেন এক বৃদ্ধা। হাত-পায়ের নড়াচড়া নেই। খুব কাছে গেলে বোঝা যাচ্ছে, দেহে প্রাণ আছে। মানবিক মানুষের অমানবিকতার এক চরম নিদর্শনের সাক্ষী হল মুম্বই। হ্যাঁ, ত্বক ক্যানসারে আক্রান্ত ওই মহিলাকে তাঁর নাতি জঞ্জালের মধ্যে রেখে দিয়ে যায়। শনিবার মুম্বই পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। পুলিশ জানিয়েছে, বৃদ্ধার নাম যশোদা গায়কোয়াড। অশক্ত যশোদা কোনওমতে পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁর আদরের নাতি তাঁকে আবর্জনার মধ্যে ফেলে রেখে গিয়েছেন। বৃদ্ধার বয়ানের ভিত্তিতেই অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ তদন্তে নামে। শারীরিক অবস্থার কারণে মুম্বইয়ের একাধিক হাসপাতাল তাঁকে ভর্তি করতে অস্বীকার করলেও শেষপর্যন্ত কুপার হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়।

বৃদ্ধা পুলিশকে তাঁর দু'টি ঠিকানা জানিয়েছেন। একটি মালাডের ও অন্যটি কান্দিভলির। পুলিশ আত্মীয়দের খুঁজতে বিভিন্ন থানায় বৃদ্ধার ছবি পাঠিয়েছে। তাঁর নাতি কেন এমন করেছেন, তা জানা যায়নি।

বয়স বাড়লে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। শরীরে বাসা বাঁধে নানা রোগ। কেউ জটিল রোগের শিকার হন। তাই বলে পরিজন থাকা সত্ত্বেও কারোর আশ্রয় হবে আস্তাকুঁড়, এটা ভাবতে কষ্ট হয়। মানুষ কবে মানুষ হবে?

ইজরায়েল 'রুশভাষী' দেশ তাই দ্বিধায় পুতিন

ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন পুতিন।

মস্কো, ২৩ জুন : ইরানের ওপর হামলা শুরু করেছে ইজরায়েল। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাহিনীর সঙ্গী হয়েছে ট্রাম্পের সেনারা। ইরানের একের পর এক পরমাণুকেন্দ্রে হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল-আমেরিকা জোট। আর এসবের মধ্যে কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে রাশিয়া। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের ১১ দিন কেটে গেলেও মস্কোর তরফে কয়েকটি বিবৃতি জারি করা ছাড়া কোনও পদক্ষেপ নজরে আসেনি।

সোমবার সকালে ইরানের বিদেশমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে বৈঠকের পর রুশ নীরবতার কারণ ব্যাখ্যা করলেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সেন্ট পিটার্সবার্গে ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক ফোরামের বৈঠকে তিনি জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিরা গিয়ে ইজরায়েলে বসতি তৈরি করেছে। রাশিয়া সহ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষ ইজরায়েলে অভিবাসন করেছেন। বর্তমানে ইজরায়েলে রুশ ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ২০ লক্ষের বেশি। পুতিন বলেন, 'ইরান সহ পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক রয়েছে। আমাদের ১৫ শতাংশ নাগরিক মুসলিম ধর্মাবলম্বী।'

তিনি আরও বলেন, 'পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং এখনকার রাশিয়ার ২০ লক্ষ মানুষ ইজরায়েলে বসবাস করেন। ওই দেশটিকে রুশভাষী দেশ বললেও ভুল হবে না। এই বিষয়টিতে অবশ্যই রাশিয়ার নিরিখে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।' তবে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনতে রাশিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন পুতিন। রুশ শীর্ষনেতার কথায়, 'ইরানের সঙ্গে আমাদের শক্তিশালী আর্থিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। ইরানের পারমাণবিক গবেষণাগুলির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হল রাশিয়া। আবার রাশিয়ার সঙ্গে ইজরায়েলের সম্পর্কও খুব হৃদ্যতাপূর্ণ।'

আমেরিকা যেভাবে খোলাখুলি ইজরায়েলের পক্ষ নিয়েছে, রাশিয়ার পক্ষে যে ইরানের জন্য ঠিক একই পদক্ষেপ করা কঠিন,

> পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং এখনকার রাশিয়ার ২০ লক্ষ মানুষ ইজরায়েলে বসবাস করেন। ওই দেশটিকে রুশভাষী দেশ বললেও ভুল হবে না। এই বিষয়টিতে অবশ্যই রাশিয়ার নিরিখে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।
>
> **ভ্লাদিমির পুতিন**

তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন পুতিন। ঘটনাচক্রে এদিনই পুতিনের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই। ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা চিঠি পাঠানোর খবর জানালেও সেখানে উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এ ব্যাপারে নীরব রাশিয়াও।

ইরানে পালাবদল চায় আমেরিকা, জল্পনা

ইরানে হামলার প্রতিবাদে নিউ ইয়র্কে বিক্ষোভ।

ওয়াশিংটন, ২৩ জুন : ইরানের পরমাণু গবেষণা এবং পারমাণবিক পরিকাঠামো তাদের লক্ষ্য। সেখানে সরকার ফেলে দেওয়া বা শাসক গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার

> এটা কোনও শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান নয়। আমাদের লক্ষ্য ইরানের পরমাণু পরিকাঠামো।
>
> **পিট হেগশেথ**
> *মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব*

কোনও পরিকল্পনা নেই। গত কয়েকদিন ধরে বারবার এমনটাই দাবি করেছে ইজরায়েল ও আমেরিকা। ইরানের শীর্ষনেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই কোথায় রয়েছেন, তা তাঁরা জানেন বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তবে খামেনেইকে হত্যা করা তাঁদের পরিকল্পনার অংশ নয় বলে দুই নেতাই জানিয়েছিলেন। সোমবার অবশ্য অন্য সুর শোনা গেল ট্রাম্পের গলায়।

এদিন দুপুরে হোয়াইট হাউসে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা ছিল তাঁর। পূর্ব নির্ধারিত সেই বৈঠকের ঠিক আগে সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্ট করেন ট্রাম্প। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'ওখানে কেন শাসক পরিবর্তন হবে না? এই বাক্যটির ব্যবহার বোধহয় রাজনৈতিকভাবে ঠিক নয়। কিন্তু ইরানের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী যদি দেশটিকে আবার মহান করতে (মেক ইরান গ্রেট এগেন) না পারে, তাহলে তাহলে শাসক পরিবর্তন হবে না কেন?' ট্রাম্পের পোস্টের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে তবে কি আমেরিকা ও ইজরায়েল এবার জোট বেঁধে ইরান থেকে খামেনেই শাসককে নিশ্চিহ্ন করার দিকে এগোবে।

ট্রাম্পের মন্তব্যের কিছুক্ষণের মধ্যে আমেরিকার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগশেথ। তিনি বলেন, 'এটা কোনও শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান নয়। আমাদের লক্ষ্য ইরানের পরমাণু পরিকাঠামো।' ইজরায়েলের হামলা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও আন্তর্জাতিক মহল যে ইরানকে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে রাজি নয়, তাও ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। এ ব্যাপারে কার্যত আমেরিকার সুরে সুর মিলিয়েছে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা, ন্যাটোর মতো বহু দেশীয় মঞ্চগুলি।

ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটে বলেন, 'ইরানকে অবশ্যই পরামাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে ন্যাটো দেশগুলি দীর্ঘদিন ধরে একমত। পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ শক্তিতে সই করার জন্য আমরা ইরানকে আবেদন জানাচ্ছি।' ইউক্রেন যুদ্ধেও ইরান প্রসঙ্গে রুটে জানান, রাশিয়াকে সামরিক ড্রোন সরবরাহ করেছে ইরান। সব মিলিয়ে পুরো বিশ্বজুড়েই নানারকম অঙ্ক, নানারকম আশা-আশঙ্কা।

'যাও, জুতো সেলাই করো'

জাতবিদ্বেষের শিকার ইন্ডিগোর ট্রেনি পাইলট

বেঙ্গালুরু ও গুরুগ্রাম, ২৩ জুন : এবার আর উড়ান বিভ্রাট নয়। গোলমাল ধরা পড়ল বিমান সংস্থার অন্দরেই!

একজন দলিত শিক্ষানবিশ বিমানচালককে জাতবিদ্বেষজনিত কারণে অপমান ও হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে ইন্ডিগোর তিন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীর দাবি, তাঁকে বলা হয়েছে, 'বিমান চালানো তোমার কম্মো নয়। যাও গিয়ে জুতো সেলাই করো। এমনকি দারোয়ান হওয়ার যোগ্যতাও তোমার নেই।'

জাতগত হেনস্তার কথা জানিয়ে ইতিমধ্যে বেঙ্গালুরুর এক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৩৫ বছর বয়সি ওই বিমানচালক। ওই অভিযোগ 'জিরো এফআইআর' হিসাবে গ্রহণ করে বেঙ্গালুরু পুলিশ তা পাঠিয়েও দিয়েছে গুরুগ্রামের সংশ্লিষ্ট থানায়। সেখানেই সদর দপ্তর ইন্ডিগোর। বিমান সংস্থার অভিযুক্ত তিন আধিকারিক হলেন—তাপস দে, মণীশ সাহানি এবং ক্যাপ্টেন রাহুল পাতিল। তাঁদের বিরুদ্ধে তপশিলি জাতি ও জনজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন সহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে।

অভিযোগকারীর কথায়, গত ২৮ এপ্রিল গুরুগ্রামে ইন্ডিগোর এমার ক্যাপিটাল টাওয়ার ২-এর অফিসে ৩০ মিনিটের এক বৈঠকে তাঁকে জাতপাত তুলে অপমান করা হয়। শুধু তা-ই নয়, পেশাগতভাবেও তাঁকে বারবার হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। অভিযোগে তিনি লিখেছেন, অনেক সময় অকারণেই তাঁর বেতন কেটে নেওয়া হয়েছে। কখনও জোর করে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। এমনকি সতর্ক করে চিঠি দেওয়াও নিয়মিত ব্যাপার ছিল। হয়রানি থেকে বাঁচতে তিনি এসব কথা জানিয়েছিলেন বিমান সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ এবং এথিক্স কমিটিকে। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইন্ডিগোর এক মুখপাত্র বিমানচালকের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'ইন্ডিগো কোনও বৈষম্য, হয়রানি বা পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করে না। আমরা চলি বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে। সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য সম্মানজনক কাজের পরিবেশ দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং সংস্থার নীতির পরিপন্থী। তবে আমরা তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করব।'

ইজরায়েলের হামলায় বিধ্বস্ত গাজা। সোমবার গাজার বাজার এলাকায়।

হরমুজ বন্ধের আশঙ্কা, তেল নিয়ে আশ্বাস কেন্দ্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ জুন : পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে ছড়িয়েছে চরম উদ্বেগ। আমেরিকার ড্রোন হামলায় ইরানের তিনটি পরমাণুকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর পালটা প্রতিক্রিয়ায় হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে তেহরান। তারপরই হরমুজ প্রণালীর কাছাকাছি থাকা ২টি বিশালাকার তেলবাহী জাহাজ গতিপথ বদল করে অন্যদিকে সরে গিয়েছে। তেলবাহী জাহাজগুলিতে ২০ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল রয়েছে। বিশ্বজুড়ে সরবরাহ হওয়া তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ২৫ শতাংশ হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল। ফলে পরিস্থিতি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়, তবে তার প্রভাব পড়তে পারে ভারতের জ্বালানি সরবরাহ ও তেলের দামেও।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বস্ত করেছে, দেশের জ্বালানি সরবরাহে কোনওরকম বিঘ্ন ঘটবে না। সরকারের দাবি, ভারত বিকল্প আমদানির উৎস ইতিমধ্যেই তৈরি করে রেখেছে এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হাতে রয়েছে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি বলেন, 'আমরা গত দু'সপ্তাহ ধরে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। ভারতের তেল বিপণন সংস্থাগুলির কাছে একাধিক সপ্তাহের মজুত রয়েছে। পাশাপাশি আমরা পশ্চিম গোলার্ধ ও অন্যান্য বিকল্প উৎস থেকেও নিয়মিত সরবরাহ পাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে তেলের আমদানি উৎসে বৈচিত্র্য আনায় আমাদের ঝুঁকি এখন অনেক কম।'

তিনি আরও জানান, ভারত এখন আর একমাত্র হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভর করে না। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে এবং সরবরাহকারী দেশগুলিও দীর্ঘমেয়াদে রাজস্ব ধরে রাখতে চায়, ফলে অতিসত্বর ঘাটতির আশঙ্কা নেই। হরদীপ সিং পুরি আরও বলেন,'বাজার খোলার পর যদি হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার প্রভাব পড়ে, তাহলে তা তেলের দামে দেখা যাবে। কিন্তু বিশ্ববাজারে এখনও পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে। তেলের দাম যদি ব্যারেল প্রতি ১০৫ ডলারের বেশি হয়ে যায় তাহলে কেন্দ্রের উৎপাদন শুল্কে ছাড় দেওয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজের মতো সংবেদনশীল জলপথ যদি একসপ্তাহের বেশি সময় বন্ধ থাকে, তাহলে তার প্রভাব সরাসরি বিশ্ব অর্থনীতিতে পড়বে। ভারতও সেই অভিঘাত থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না। তেলের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে, যার ফল পরিবহণ ব্যয়, শিল্প উৎপাদন ও আমজনতার ওপর প্রভাব পড়বে।

পাক আকাশ বন্ধের মেয়াদ বৃদ্ধি

ইসলামাবাদ, ২৩ জুন : পাকিস্তানের আকাশসীমা ভারতীয় বিমানের ক্ষেত্রে বন্ধ রাখার মেয়াদ আরও এক মাস বাড়ল শাহবাজ সরকার। সোমবার পাক কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, ২৪ জুলাই ভোর পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। পহলগামে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার পর ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে দাঁড়ি টেনেছে। সড়ক ও আকাশপথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। বাতিল করেছে সিন্ধু জলচুক্তিও। পালটা পদক্ষেপ করে পাকিস্তান। পাকিস্তানের আকাশ ভারতের জন্য ব্যবহার বন্ধ হয় ২৪ এপ্রিল। ২৩ মে মেয়াদ বাড়িয়ে তা ২৪ জুন পর্যন্ত করা হয়। ফের বাড়ানো হল।

মেঘালয়ের ছায়া অন্ধ্রে?

অমরাবতী, ২৩ জুন : মধুচন্দ্রিমায় মেঘালয়ে গিয়ে স্ত্রী সোনমের প্রেমিক ও তাঁর শাগরেদদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশী। সেই খবরের রেশ কাটেনি। তার মধ্যে আরও এক সোনম কাণ্ড, এবারের সাক্ষী অন্ধ্রপ্রদেশ।

কুর্নুলের বছর ৩২-এর তেজেশ্বর ১৮ মে বিয়ে করেছিলেন ঈশ্বর্যাকে। পেশায় বেসরকারি জমি জরিপকারী তেজেশ্বর নাচও শেখাতেন। ১৭ জুন আচমকা নিখোঁজ হন। সম্প্রতি তাঁর দেহ একটি খাল থেকে উদ্ধার হয়েছে। মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমা হত্যাকাণ্ডের পর এই খবর সামনে আসতে হইচই পড়ে গিয়েছে গোটা রাজ্যে। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তেজেশ্বরের স্ত্রী ঈশ্বর্যা ও শাশুড়ি সুজাতাকে আটক করেছে।

সোনমের প্রেমিক ছিল। ঈশ্বর্যারও। তেজেশ্বরের পরিজনদের অভিযোগ, তাঁর প্রেমিক ব্যাংককর্মী। তারপরেও তিনি তেজেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েন।

ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আচমকা নিখোঁজ হয়ে যান ঈশ্বর্যা। কিছুদিন পর ফিরে আসেন। তেজেশ্বরের পরিজনেরা এই বিয়ে চাননি। একরোখা তেজেশ্বরকে তাঁরা রুখতেও পারেননি। পরিবারের সন্দেহ, শাশুড়ি ও মেয়ে মিলে ষড়যন্ত্র করে তেজেশ্বরকে শেষ করেছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের এক পদস্থ পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

যুদ্ধের আবহে পতন শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ২৩ জুন : ইজরায়েল-ইরান সংঘাতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়েছে আমেরিকা। যা যুদ্ধের তীব্রতা আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে। সেই আশঙ্কায় ধাক্কা খেল ভারতীয় শেয়ার বাজার।

সোমবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৫১১.৩৮ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৮১৮৯৬.৭৯ পয়েন্টে। দিনের শুরুতে সেনসেক্স নেমে গিয়েছিল ৮১৪৭৬.৭৬ পয়েন্টে। পরে অবশ্য পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি দিনের শুরুতে ২৪৮২৪.৮৫ পয়েন্টে নেমে গেলেও দিনের শেষে ২৪৯৭১.৯০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। যা শুক্রবারের তুলনায় ১৪০.৫০ পয়েন্ট কম।

দিলজিতের ছবি নিয়ে ভারতে ডামাডোল

দিলজিৎ দোসাঞ্জ ও পাকিস্তানী অভিনেত্রী হানিয়া আমিরের ছবি 'সর্দার জি ৩' সম্ভবত ভারতে মুক্তি পাবে না। পহেলগামের ঘটনা এবং অপারেশন সিঁদুর-এর পর ভারতে পাকিস্তানীদের সব কর্মকাণ্ডই নিষিদ্ধ হয়। হানিয়াকেও তখন এই ছবি থেকে বাদ দিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু হয়নি। নির্মাতারা বলেছিলেন শুটিং এই ঘটনার আগেই হয়ে গিয়েছিল।। ছবির ট্রেলার বেরোনোর পর দিলজিৎ হানিয়ার সঙ্গে অভিনয় করেছেন বলে তিনি ট্রোলডও হন, যদিও এখন ইউ টিউবে ছবির ট্রেলার অনুপস্থিত। এখন ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজের সভাপতি বি এন তিওয়ারি বলেছেন, 'দিলজিৎ এবং তাঁর ছবির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ওঁদের কোনও ছবি বা প্রোজেক্ট এ দেশে মুক্তির অনুমতি পাবে না। দিলজিৎ এবং আরও কয়েকজনের নাম আমরা পেয়েছি যাঁরা এরকম কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা যদি এসব বন্ধ না করেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ আনা হবে। আমাদের কাছে বিশ্বাসঘাতকদের দাম নেই। দেশের বিরোধিতা করলে, ইন্ডাস্ট্রির উন্নতির জন্য কাজ না করলে তাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ইন্ডাস্ট্রিও তাদের পাশে থাকবে না।'

নির্মাতারা অবশ্য বলেছেন, ভারতের আবেগের কথা চিন্তা করেই এই ছবি ভারতে মুক্তি পাবে না। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে দিলজিতের বিরুদ্ধে ফেডারেশন ব্যবস্থা নিলে তিনি এবং তাঁর আগামী প্রোজেক্টগুলো বিপদে পড়বে। সেই প্রোজেক্টের প্রথমেই আছে বর্ডার ২, যার শুটিং চলছে এবং দিলজিৎ টানা শুটিং করছেন।

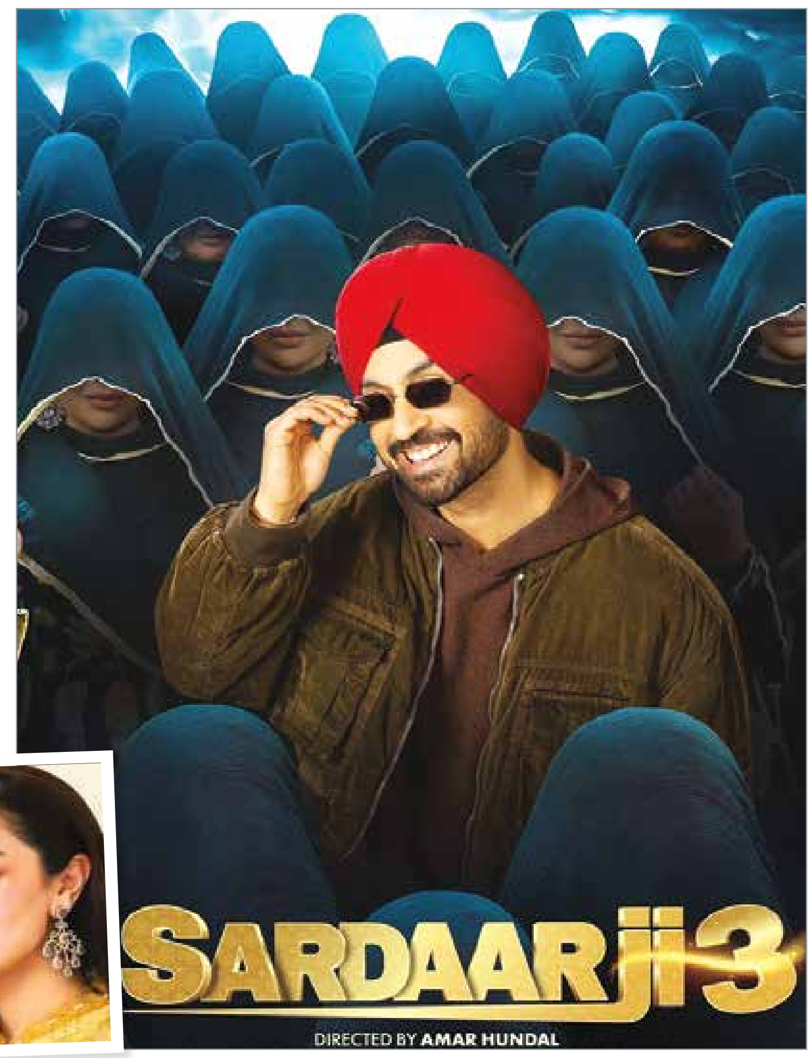

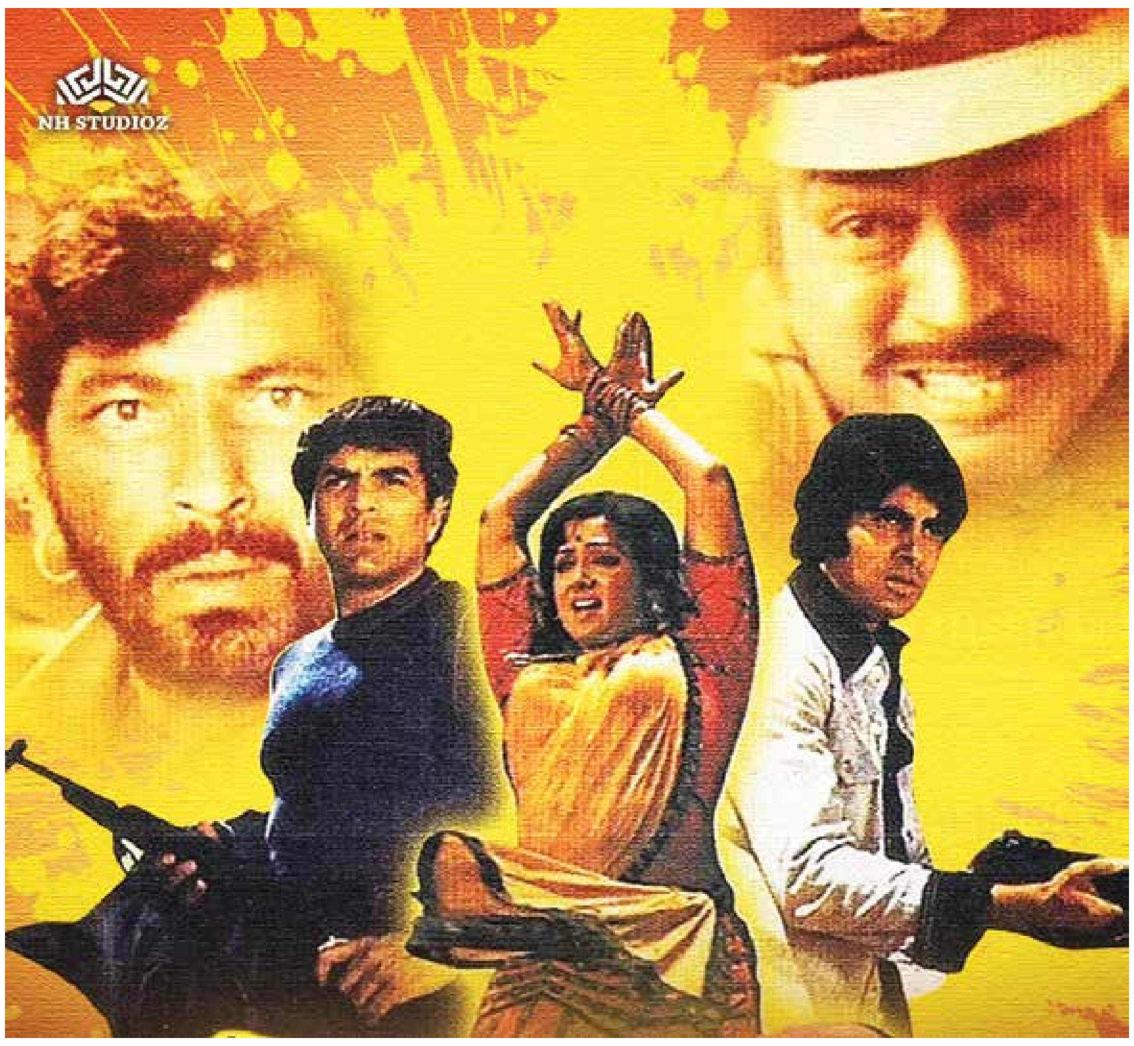

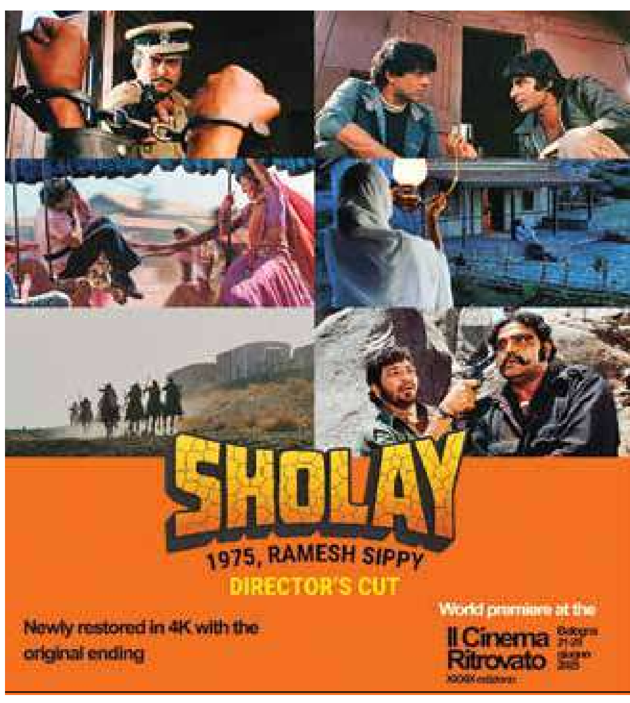

আনকাট শোলে, প্রিমিয়ার ইতালিতে

রমেশ শিপ্পি পরিচালিত ছবি 'শোলে'র ৫০ বছর পূর্ণ হল। ছবির বেশ কিছু অংশ শুটিং হওয়ার পরেও তখন বাতিল হয়েছিল। ছবির শেষটিও ঠিক এটাই নয়, যা এতদিন ধরে মানুষ দেখেছেন। সেটি প্রথমে অন্য ছিল। ছবির সেইসব 'আসল দিক সমৃদ্ধ' আসল শোলে দেখা যাবে ২৭ জুন বোলোগনা ইতালির সিনেমা রিট্রোভাটো ফেস্টিভ্যালে। মুম্বাই ও লন্ডনে ছবির বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলো ইতালি ও লন্ডনের বিশেষজ্ঞরা আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের কাজ করেছেন। গত তিন বছর ধরে ভারতে এই সংরক্ষণের জন্য কাজ করছে সিপ্পি ফিল্মস ও ফিল্ম হেরিটেজ ফাউন্ডেশন।

ছবির প্রধান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন বলেছেন, 'শোলে ও তার সাফল্য আমাদের সবার কাছে একটা অভিজ্ঞতা এবং এই ছবি আমাদের আবেগ। হেরিটেজ ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ শোলে ছবির সংরক্ষণের জন্য। আশা করি, এই প্রজন্মের কাছেও এই ছবি সামাদর পাবে।' আর এক অভিনেতা ধর্মেন্দ্র বলেছেন, 'শোলে-র সংরক্ষণের খবরে খুব খুশি হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, ৫০ বছর পরেও এই ছবি তেমনই সাফল্য পাবে।'

রামায়ণ আউট, কিং ইন

জয়দীপ আহলাওত এখন চর্চার তুঙ্গে। সইফ আলির সঙ্গে জুয়েল থিফ সিরিজে কাজ করে বেশ নজর কেড়েছেন। এখন শাহরুখ খানের সঙ্গে কিং ছবিতে অভিনয় করবেন। আবার তাঁকে রামায়ণ-এর নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণ-এ বিভীষণের চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তা নিতে পারেননি। কিং-এ তাঁকে অভিনয়ের কথা বলছতে পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ একটু ইতস্তত করেন কারণ জুয়েল থিফ-এ তিনি দর্শককে মুগ্ধ করেছেন, এদিকে কিং-এ তাঁর চরিত্র তত গুরুত্বপূর্ণ নয। তিনি সম্প্রতি বলেছেন, 'শাহরুখ খান অনেকদিন ধরেই এই চরিত্রে আমাকে ভেবেছিলেন। পরিচালকের অনিচ্ছা দেখে তিনি বলেন আমি ওর সঙ্গে কথা বলব...খান সাহেব তো খান সাহেবই, তাঁকে কে না বলবে।' 'রইস'-এ তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে মনে করে তিনি বলেছেন, 'শাহরুখ স্যার ভীষণই আন্তরিক, তাঁর উষ্ণতা অভাবনীয়। যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, উনি আমাকে আমার প্রাপ্য গুরুত্ব দিয়েই কথা বলেছেন।'

অন্যদিকে তিনি আলোচনায় আর একটি কারণে। জয়দীপ বিভীষণের চরিত্র ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ হিসেবে তাঁর বক্তব্য, 'রাবণের চরিত্রাভিনেতা যশ-এর সঙ্গে অভিনয় করতে হত, তাই দুজনের ডেট একটা নির্দিষ্ট সময়ে ম্যাচ করা দরকার ছিল। আমি সে ডেট দিতে পারিনি। এই চরিত্রে টাইমিং খুব জরুরি।

নতুন লুকে ভাইজান

রবিবার নতুন চুলের স্টাইল এবং লুকে নিজের নতুন ছবি শেয়ার করলেন সলমন খান, নিজের ইন্সটায়। চোখে সানগ্লাস, ধূসর টি শার্ট, হাতে সেই সবুজ ব্রেসলেট, সামনে বিইং হিউম্যান লেবেল দেওয়া মাগ, পিছনে সবুজ গাছের সারি—সেই চেনা সলমনের ছবি দেখে তাঁর ভক্তরা মুগ্ধ। তাঁর জন্য অনেক মন্তব্য এসেছে। তার মধ্যে একটি বেশ আকর্ষণীয়—মোস্ট এলিজেবল ব্যাচেলর। তার আগে সলমন জানিয়েছিলেন তিনি ব্রেন অ্যানিউরাইজিম ও এভি ম্যালফরমেশন রোগে আক্রান্ত। ফলে ভক্তরা শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে। প্রথমটি মস্তিষ্কের দেওয়াল পাতলা করে দেয়। দ্বিতীয়টি শিরা ও ধমনির মধ্যে রক্ত চলাচলকে ব্যাহত করে। এছাড়াও ২০১৭ সালে টিউবলাইট ছবির প্রচারে দুবাইয়ে গিয়ে তিনি ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া রোগে ভুগছেন। এটি মানুষের মুখের নার্ভকে আচমকা আক্রমণ করে, ইলেক্ট্রিক শক লাগার মতো যন্ত্রণা হয়। এত রোগের কথা সলমন কপিল শর্মার শো-তে বেশ হালকা চালেই বলেছিলেন—প্রসঙ্গ তাঁর অবিবাহিত থাকা। বিয়ে কেন করেননি উত্তরে তিনি এতগুলো অসুখে ভোগার কথা জানিয়ে বলেন, 'আমি যে হাড় ভাঙছি প্রত্যেকদিন, এত রোগে ভুগছি তবু কাজ করছি, এরপর বিয়ে করলে যদি ডিভোর্স হয়, তাহলে সে অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে চলে যাবে।... কম বয়সে এসব হলে আমি আবার উপার্জন করতে পারতাম, কিন্তু এই বয়সে আবার শুরু করা!'সলমন এখন ২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত-চিনের সংঘর্ষ নিয়ে নির্মীয়মান ছবির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পরিচালক অপূর্ব লাখিয়া।

ভারতের কিংবদন্তি রাতে নেই প্রিয়াংকা

রেখাকে মিস করবেন প্রিয়াংকা চোপড়া। ২৭ জুন তিনি ভারতে থাকতে পারবেন না। এ দুঃখ তাঁর যাবে না। কেন? ২৭ জুন কী আছে, ভাবছেন তো? রেখার সেই কিংবদন্তি ছবি 'উমরাও জান' আবার বড়পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে। রেখা, ফারুক শেখ আর নাসিরুদ্দিন শাহ অভিনীত এই ছবিটি প্রিয়াংকার অন্যতম প্রিয় ছবি বলে লিখেছেন তিনি। সেই সঙ্গে ছবির একটা ছোট্ট ক্লিপিং শেয়ার করে লিখেছেন যে, প্রিয় মানুষদের কাজ সামনে থেকে দেখার আবেগ আলাদা। সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না বলে তিনি অন্ত্যন্ত দুঃখিত। ২৭ জুনকে 'কিংবদন্তি রাত' বলে উল্লেখ করেছেন প্রিয়াংকা চোপড়া।

একনজরে সেরা ৫

অনুপমাতে আগুন

হিন্দি ধারাবাহিক অনুপমার সেটে সোমবার ভোর চারটেয় ভয়াবহ আগুন লাগে। সকাল সাতটা থেকে শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন নির্মাতাদের গাফিলতিকে দায়ী করে এই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছে।

সোনাক্ষীর সমর্থন

দীপিকা পাড়ুকোনের আট ঘণ্টা কাজের দাবিকে সমর্থন করে সোনাক্ষী সিনহা বলেছেন, 'যদি সত্যই এই দাবি করা হয়ে থাকে, তাতে দোষ নেই। অনেক অভিনেতাকে জানি যাঁরা আটঘণ্টা কাজ করেন। নিজেদের অন্য কাজের জন্যও সময় লাগে।' উল্লেখ্য, এই দাবির জন্য দীপিকা সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ছবি থেকে বাদ পড়েছেন।

মা আসছে

চলতি বছর জুন মাসে মুক্তি পাবে পুরাণভিত্তিক হরর ফিল্ম মা। অভিনয়ে কাজল, রনিত রায়, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, ক্ষেরিন শর্মা প্রমুখ। ছবিতে কাজল সাধারণ এক মা, যিনি তাঁর মেয়েকে ভীষণ এক শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ নেবেন। এই ধারার ছবি ভারতীয় সিনেমায় খুব বেশি হয়নি। পরিচালক বিশাল ফুরিয়া।

রক্ত ব্রহ্মাণ্ড স্থগিত

নেটফ্লিক্সের সিরিজ রক্ত ব্রহ্মাণ্ড-র শুটিং বন্ধ আছে। নির্মাতা ও পরিচালক রাজ ও ডি কে-কে নেটফ্লিক্স জানিয়েছে, ইতিমধ্যে বাজেটের বেশি খরচ হয়েছে, আর খরচ তারা করবে না। দুই পরিচালক অবশ্য বলেছেন, পরের শিডিয়্যুলের জন্য তাঁরা তৈরি হচ্ছেন, তাই শুটিং স্থগিত। সিরিজে আছেন আদিত্য রায় কাপুর, সামান্থা রুথ প্রভু, আলি ফজল।

উত্তমের পায়ে অমিতাভ

দেশপ্রেমীর শুটিং। সময়ের দু ঘণ্টা পরে আসেন অমিতাভ বচ্চন, বিরক্ত হয়েছিলেন উত্তম। সংলাপ বলার সময়েও অমিতাভর ভুলে বারবার রিটেক হয়। উত্তম রেগে চলে গেলে অমিতাভ তাঁর পা ধরে ক্ষমা চেয়ে বলেন, আপনার মতো অভিনেতা হতে পারব না। আপনি ছিলেন বলে নার্ভাস হয়ে ভুল করেছি, ক্ষমা করবেন। উত্তম তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

সিতারের মতোই চমকাচ্ছেন আমির

অবশেষে কাজ করল আমির খান ক্যারিশমা। ২০০৭ সালের সুপারহিট ছবি 'তারে জমিন পর'-এর সিক্যুয়েল 'সিতারে জমিন পর' মুক্তির তিনদিনের মধ্যে ছন্দ খুঁজে পেল। ৬০ কোটি টাকা পেরিয়ে গেছে এই ছবি। ছবি মুক্তির তৃতীয় দিনের যা গ্রাফ, তা দেখে মনে হচ্ছিল যে, এই গ্রাফ প্রথম দু দিনকেও ছাপিয়ে গেছে। এভাবে যদি গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হয়, তাহলে ছবি যত এগোবে, জনপ্রিয়তার গ্রাফ ততই বাড়বে।

আমির খান ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, এ ছবি ওটিটিতে আসবে না। সুতরাং এবার না দেখলে আর কখনোই দেখা যাবে না-এমন একটা মনোভাব দর্শকদের মধ্যে কাজ করেছে। সেই মনোভাবের টানেই দর্শক ক্রমশ হলমুখী হচ্ছেন।

আমির খানের মার্কেটিং কৌশল বরাবরই দুর্দান্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাঁর সেই কৌশল এবারও খেটে গেল। শুধু তাই নয়, এই যে একটা বড় সময় তিনি পর্দায় নেই, তাঁর এই না থাকাটাও শূন্যস্থান তৈরি করেছে। ফলে আমিরের ছবি হিট করতে চলেছে।

আমিরের বিয়ে নিয়ে সলমনের জবাব

বিয়ে যতক্ষণ না পারফেক্ট হচ্ছে, ততক্ষণ আমির খান থামবেন না। বিয়ে করেই যাবেন। না না। এ কথাটা কোনও সাংবাদিকের নয়। কথাটা আরেক খান বলেছেন। তিনি সলমন খান। সম্প্রতি কপিল শর্মার শো-তে সলমন খান এ কথাটা উল্লেখ করেছেন। আমির খান বিয়ে করা থেকে থামছেন না। এদিকে সলমন বিয়েই করছেন না। কপিলের মুখ থেকে এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সলমন বলেন যে, আমির খান হচ্ছেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট। যা করেন, একেবারে পারফেক্ট না হওয়া অবধি করতেই থাকেন। তাই লোকে যতক্ষণ না পারফেক্ট বলছে, আমির বিয়ে করেই যাবেন।

আর সলমন?

এবার দু হাত নেড়ে না বলে দেন সলমন খান। কারণটা জানেন? এখন নাকি গায়ের ওপর পা তুলে দিলেও ডিভোর্স হয়ে যায়। আর ডিভোর্স মানেই সম্পত্তির ভাগ দিতে হবে। তাই আর ওদিকে যাননি সলমন খান। যদিও সলমনের ভাই আরবাজ অবশ্য দাদার পথে চলেননি। কপিল শর্মার মতে, আরবাজ নাকি আমির খানকেই গুরু মেনেছেন।

আমার শহর

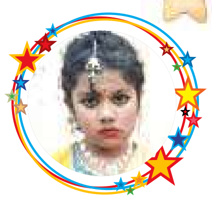

ছোট্ট তারা

৬ বছর বয়সি অনিন্দিতা বিশ্বাস আলিপুরদুয়ার শহরের সূর্যনগরের বাসিন্দা। সে স্থানীয় স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। আবৃত্তি, নাচ ও অঙ্কনে সে পুরস্কার পেয়েছে।

কোথাও তৎপরতা, কোথাও ঢিলেমি

ভরদুপুরে গয়নার দোকানে লুট

কথায় বলে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। রবিবার শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট রোডে ভরদুপুরে গয়নার দোকানে যে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়েছে, তারপর স্বভাবতই আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা শহরের গয়নার দোকানগুলির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে ঘটনার পর দুই শহরে পুলিশের 'প্রতিক্রিয়া' দু'রকম। ফালাকাটা শহরে সোমবার গয়নার দোকানগুলির নিরাপত্তা খতিয়ে দেখে পুলিশ। আর আলিপুরদুয়ারে তেমন কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

> পুলিশের তরফে রুটিন ভিজিট এখন বন্ধ রয়েছে। পুলিশ নিয়মিত টহল দিলে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে।
>
> – গোপাল সরকার, *সম্পাদক বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতি*

> শিলিগুড়ির ঘটনার পর আমরা সত্যিই উদ্বিগ্ন। তাই পুলিশের কাছে নেতাজি রোডে সশস্ত্র পুলিশ পিকেট বসানোর দাবি জানিয়েছি।
>
> – বিনয় কর্মকার, *সম্পাদক ফালাকাটা স্বর্ণ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি*

ফালাকাটায় ত্রিমুখী পদক্ষেপ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৩ জুন : শহরের গয়নার দোকানগুলির নিরাপত্তা নিয়ে ফালাকাটা থানার পুলিশ নড়েচড়ে বসল। সোমবার খোদ ফালাকাটা থানার আইসি'র নেতৃত্বে শহরে থাকা গয়নার দোকানগুলিতে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা হল। প্রত্যেক স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নম্বর আদানপ্রদান করা হয়েছে। দোকানগুলিতে নিরাপত্তার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের একাধিক নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আবার স্বর্ণ ব্যবসায়ীরাও পুলিশের কাছে দোকানের নিরাপত্তার জন্য একাধিক দাবি রাখেন।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'এদিন শহরের গয়নার দোকানগুলির নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা হয়। আমরা ব্যবসায়ীদের সেফটি অ্যালার্ম, সিসিটিভি ক্যামেরা সহ সব ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখি। দোকানগুলিতে নিরাপত্তা দিতে আমরাও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।'

সেই পদক্ষেপ কী কী? ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই শহরের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে। দোকানগুলিতে কখনও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে যাতে তারা অন্তত একটি মেসেজ করে তা জানিয়ে দিতে পারেন পুলিশকে। এছাড়াও দুপুর ২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত গয়নার দোকান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে সশস্ত্র পুলিশ টহল দেবে। একটি স্পেশাল পুলিশ ভ্যানও থাকবে সঙ্গে। পাশাপাশি রাতে দোকানগুলির সামনে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে পুলিশ জানিয়েছে, সব গয়নার দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরা, সেফটি অ্যালার্ম রাখা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও এক সঙ্গে যাতে অনেক খদ্দের দোকানের ভেতর ভিড় করতে না পারেন, সেদিকে লক্ষ রাখতে বলা হয়েছে দোকানদারদের।

ফালাকাটার একটি গয়নার দোকানে নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলছে পুলিশ।

ব্যবস্থাপনা

- শহরের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ
- দুপুর ২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত গয়নার দোকান সংলগ্ন এলাকায় টহল
- রাতে দোকানগুলির সামনে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থার পরামর্শ

ফালাকাটায় কিন্তু আগেও গয়নার দোকানকে টার্গেট করেছে দুষ্কৃতীরা। ২০২৩ সালের ২২ ডিসেম্বর রাতে নেতাজি রোডে একটি গয়নার দোকানে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়েছিল। দোকানের নাইট গার্ডদের বেঁধে ফেলা হয়। তবে দোকানদার ও পুলিশ টের পেয়ে যাওয়ায় দুষ্কৃতীদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেই দোকানেই তার আগেও দু'বার ডাকাতির ছক কষা হয়েছিল। একবার ডাকাতদল সোনার গয়না নিয়ে শূন্যে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই অবশ্য শহরের গয়নার দোকানগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি ওঠে।

শহরে এই মুহূর্তে ৩০টিরও বেশি বড় গয়নার দোকান রয়েছে। এছাড়াও ছোট দোকান, স্বর্ণালংকার তৈরির জন্য প্রায় ৪০টি কারখানা আছে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি নামীদামি কোম্পানির শোরুমও তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে ফালাকাটায় রোজ বহু টাকার সোনার কারবার হয়। কিন্তু তার পরেও নিরাপত্তা নিয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা আতঙ্কেই রয়েছেন। রবিবার শিলিগুড়ির ঘটনার পর ওই আতঙ্ক যেন আরও কয়েকগুণ বেড়েছে।

ফালাকাটা স্বর্ণ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক বিনয় কর্মকার বলেন, 'শিলিগুড়ির ঘটনার পর আমরা সত্যিই উদ্বিগ্ন। তাই পুলিশের কাছে নেতাজি রোডে সশস্ত্র পুলিশ পিকেট বসানোর দাবি জানিয়েছি।'

আলিপুরদুয়ারে বন্ধ নৈশ টহল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : শিলিগুড়ির ঘটনার পর ফালাকাটায় যেমন পুলিশের তৎপরতা দেখা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারে কিন্তু সোমবার তেমন কিছু চোখে পড়েনি। যদিও পুলিশের দাবি, নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। এদিকে ব্যবসায়ীরা বলছেন, আগে রাতে গয়নার দোকান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে পুলিশ নিয়মিত টহল দিত। কিন্তু সেটা আবার গত বছর দুয়েক ধরে বন্ধ। এখন নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শহরের গয়নার দোকানদারদের আপনা হাত জগন্নাথ-ই ভরসা।

আলিপুরদুয়ার শহরে প্রায় ৪০টি বড় গয়নার দোকান রয়েছে। আর কারখানা রয়েছে গোটা দশেক। সব দোকানে তো আর নিরাপত্তারক্ষী নেই, সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী তো অনেক দূরের কথা। ভরসা বলতে সিসিটিভি। তাই শিলিগুড়িতে লুটপাটের পর দুশ্চিন্তায় আলিপুরদুয়ার স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। তাঁরাই বলছেন, আগে সন্ধ্যা ও রাতে গয়নার দোকান সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের বিশেষ পেট্রলিং ভ্যান নজরদারি চালাত। তবে তা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। দুপুর ও সন্ধ্যায় রাস্তাঘাটে জন সমাগম কম থাকে। ফলে সেই সময় পুলিশের বাড়তি নজরদারির দাবি করছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির সম্পাদক গোপাল সরকার বলেন, 'পুলিশের তরফে এখন রুটিন ভিজিট বন্ধ রয়েছে। পুলিশ নিয়মিত টহল দিলে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে।'

এপ্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুলিশ নজরদারি বাড়িয়েছে।'

ভরসা নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী।

ভরসা

- আলিপুরদুয়ার শহরে প্রায় ৪০টি বড় গয়নার দোকান রয়েছে
- কারখানা রয়েছে গোটা দশেক
- সব দোকানে নিরাপত্তারক্ষী নেই, সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী তো অনেক দূরের কথা
- ভরসা বলতে সিসিটিভি

দুই বছর আগে আলিপুরদুয়ার শহরের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক করেছিল পুলিশ। তারপর পুলিশের টহলদারি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশেষ করে বড় দোকানগুলিতে পুলিশের বিশেষ টিম নজরদারি চালাত। তা কয়েকমাস চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। এখন কয়েকটি দোকানের নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী রয়েছে। দু-একটি বড় দোকানে বন্দুকধারী নিরাপত্তারক্ষী রয়েছে। তবে সব দোকানের পক্ষে মাসে অন্তত ২০ হাজার টাকা খরচ করে নিরাপত্তারক্ষী রাখা সম্ভব নয়।

আলিপুরদুয়ার শহরে বিএফ রোড এলাকায় বড় গয়নার দোকানের সংখ্যা বেশি। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে পুলিশের সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির ঘটনার পর আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং শুরু করা হয়েছে। হোটেল রেস্টুরেন্টে আগত সন্দেহজনক বহিরাগতদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, জেলার প্রতিটি থানা এলাকার নির্দিষ্ট গয়নার দোকান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ বৈঠক করা হবে। ইতিমধ্যেই স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি বলেন, 'স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পুলিশ নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। শিলিগুড়ির ঘটনার পর গয়নার দোকানের নিরাপত্তা বিষয়ক একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। রাতের পাশাপাশি দিনেও পুলিশ টহল দেবে।

সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকার দায়িত্ব রাজ্যের

কলকাতা, ২৩ জুন : সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজ্যের, বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প এলাকা সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু সোমবার বলেন, 'ওই প্রকল্প এলাকায় রাজ্য চিহ্নিত ২৭টি হোমস্টে পরিদর্শন করা হোক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হোক রাজ্য।'

প্রকল্প এলাকার কাছাকাছি হোমস্টের অনুমতি কীভাবে দেওয়া হল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি। তবে আপাতত ওই হোমস্টেগুলিতে কোনও বুকিং করা যাবে না বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত জানান, এই অনুমতি দেওয়ার অধিকার নেই রাজ্যের। ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের আগে চুক্তি করতে হবে। তারপর গাইডলাইন বানিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ডাকাতি করতে ঘরভাড়া

রাহুল মজুমদার

যেন সিনেমা

- দুষ্কৃতীরা বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের খুব কাছেই দুটি ঘরভাড়া নেয়
- প্রথমে চারজন থাকলেও একে একে ১২ জন সেই ঘরগুলিতে জড়ো হয়
- দলের দুই মহিলাকে রান্নার লোক বলে পরিচয়, স্ত্রী হিসেবেও দুই তরুণ তাদের পরিচয় দিয়েছিল
- রবিবার সকালে সবাই মিলে বাড়ি থেকে বের হয়, দুপুরে হিলকার্ট রোডে সোনার দোকানে ডাকাতি

বিধাননগর, ২৩ জুন : যেন হাল আমলের কোনও ওয়েব সিরিজের স্ক্রিপ্ট। শিলিগুড়িতে গয়নার দোকানে নির্বিঘ্নে ডাকাতি সারতে কতটা কাঠখড় পোড়ানো হয়েছে তা যতই প্রকাশ্যে আসছে সবাই ততই অবাক।

বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র থেকে দূরত্বটা খুব বেশি হলে মেরেকেটে ১৫০ মিটার। সেখানে জাতীয় সড়ক থেকে বাঁদিকের কাঁচা গলি ধরে একটু ভেতরে হেঁটে ৫০ মিটার রাস্তা। সেখান থেকে ডানদিকের গলিতে ঢুকে ১০ মিটার এগোলেই স্বর্ণলতা ঘোষের বাড়ি। শিলিগুড়ির ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতেই ভাড়া থাকত। চলতি মাসের ৯ তারিখেই তারা এই বাড়িতে ভাড়ায় এসেছিল। রাস্তার নির্মাণকাজের শ্রমিক হিসেবে নিজেদের পরিচয় নিয়ে চারজনে মিলে প্রথমে দুটি ঘর ভাড়ায় নেয়। পরে সেই ঘরে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে। ডাকাতির পর ধৃত দুই দুষ্কৃতীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, এই বাড়িতে বসেই হিলকার্ট রোডের গয়নার দোকানে ডাকাতির প্ল্যানিং সারা হয়।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা রবিবার রাত থেকে ওই এলাকায় অন্তত বারপাঁচেক যান। বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের কর্মীরাও সেখানে যান। দলের সদস্যরা স্বর্ণলতাকে 'কাকিমা' বলে ডাকত। সোমবার কথা বলার সময় মহিলা উত্তেজনায় রীতিমতো কাঁপছিলেন, 'রাস্তার কাজের শ্রমিক হিসেবে ওরা এসেছে বলে জানিয়েছিল। আমাকে সাড়ে তিন হাজার টাকা অগ্রিমও দিয়েছিল। তবে শেষ দিকে ওই ঘরগুলিতে লোকসংখ্যা বেড়ে চলায় আপত্তি জানিয়েছিলাম। সোমবারই ওরা ঘর ছেড়ে দেবে বলেছিল।' ওই ব্যক্তিরাই যে শিলিগুড়িতে ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারে তা তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি বলে মহিলা জানিয়েছেন।

স্বর্ণলতা জানান, অভিষেক এবং কৃষ্ণা নামে নিজেদের পরিচয় দেওয়া দুই তরুণ (গয়নার দোকানের সিসি ক্যামেরায় এই দুজনের ছবিই ধরা পড়েছে) ৯ জুন বিধাননগরের ওই বাড়িতে আসে। বিধাননগর বাসস্ট্যান্ডের ঠিক সামনেই পেট্রোল পাম্পের পাশে একটি হোটেল রয়েছে। তারা সেখানেই খাওয়াদাওয়া সারত। সেখানকার এক কর্মীই ওই তরুণদের থাকার জন্য স্বর্ণলতার বাড়ির খোঁজ দিয়েছিল। সেই হোটেলের কর্মী রণজিৎ গোপের বক্তব্য, 'ভাড়ায় ঘর পাওয়া যাবে কি না বলে ওরা খোঁজখবর করছিল। আমি স্বর্ণলতা কাকিমার বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছিলাম। এর থেকে বেশি কিছু জানি না।' মোট চারজন থাকবে বলে দুটি ঘরভাড়া নেওয়া হয়। ঘরভাড়া বাবদ সাড়ে তিন হাজার করে মোট সাত হাজার টাকা ঠিক হয়। অগ্রিম সাড়ে তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়। প্রথম কয়েকদিনে ঘরগুলিতে চারজন ছিল। দিনপাঁচেক বাদে আরও তিনজন এখানে এসে ওই দলে যোগ দেয়।

এদের কাছে তিনটি বাইক ছিল। একই সংস্থার তৈরি ওই বাইকগুলি একই রংয়ের। সেগুলির একটি ইতিমধ্যে পুলিশের জিম্মায়। এই বাইকগুলি নিয়েই অভিষেকরা কাজে যেত। এর আগে তারা প্রতিদিন সকাল ১০টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হত। বেলা আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে ঘরে ফিরে আসত। আবার বিকেলে ৫টা নাগাদ বের হয়ে রাত ১০টা নাগাদ বাড়ি ফেরা। ১৭ জুন পর্যন্ত এই ঘরগুলিতে একে একে ১২ জন জড়ো হয়। এভাবে ঘরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে স্বর্ণলতা আপত্তি জানিয়েছিলেন। সোমবারের মধ্যে ঘরগুলি ফাঁকা হয়ে যাবে বলে কৃষ্ণারা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল। দুই মহিলাকে রান্নার লোক বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। তবে হোটেলে ওই দুজনকে তাদের স্ত্রী পরিচয় দিয়েছিল বলে অভিষেক ও কৃষ্ণা জানিয়েছিল।

সবাই মিলে ১৭ জুন স্বর্ণলতার বাড়িতে কালীপুজোর অনুষ্ঠানেও শামিল হয়। সবাই মিলে পুজোয় উপবাস করে অঞ্জলি দিয়েছিল। ওই দুই মহিলা ঘরে খোলা মুখে থাকলেও বাইরে বের হলেই ঘোমটা দিয়ে বের হত।

পিএফ কমিশনারের দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন মনোজ টিগ্গা।

প্রস্তুতি সভা

বারবিশা ও কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ জুন : আগামী ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সমাবেশ হবে। এই কর্মসূচি সফল করে তুলতে সোমবার বারবিশায় প্রস্তুতি সভা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। পাশাপাশি কুমারগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রস্তুতি সভা করা হয় কামাখ্যাগুড়ি ডাকবাংলোতে।

মদের ঠেকে

প্রথম পাতার পর

তারপর কাউন্সিলার সেই মদের ঠেক বন্ধ করতে বলেন। তখনই আসরের কয়েকজন কাউন্সিলারের ওপর চড়াও হয়। অভিযোগ, পার্থর বুকে আঘাত করা হয়েছে। এছাড়াও ধাক্কাধাক্কি করারও অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, ঘটনার কথা চাউর হতেই এলাকায় ভিড় জমে ওঠে। মদ্যপদের বিরুদ্ধে সরব হন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি জটিল আকার নিলে ঘটনাস্থলে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ যায়। ঘটনাস্থল থেকেই দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের বাড়ির লোকজন আবার কাউন্সিলারকে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা তো বাড়ির ছেলের মদের ঠেকে যাওয়ার কথাও মানতে চাইছেন না। বলছেন, ছেলেরা সেই রাতে বাড়িতে সাধারণ পোশাকেই ছিল। কাউন্সিলারের সঙ্গে তাঁদের পরিচিতিও রয়েছে। কোনও মারধরের ঘটনা ঘটেনি। আর নদীর চরে কারা নেশা করছিল, সেটাও তাঁদের জানা নেই।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১১, ১৫ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কালজানি নদীর চরে খালি মদ নয়, জুয়ারও আসর বসে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা তিতিবিরক্ত। বিভিন্ন সময় পুলিশি অভিযান হয়েছে। অভিযান হলে দু'-একদিন এলাকা ঠান্ডা থাকে। তারপর আবার যে-কে-সেই। বলছেন স্থানীয়রা। তবে এর আগে কোনও মদের ঠেক থেকে কাউন্সিলারের ওপর চড়াও হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। তবে সেসব আসর থেকে স্থানীয় মহিলাদের উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করার বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

'কালাজাদু'র

প্রথম পাতার পর

মাসখানেক আগে ওই গ্রামের এক বাসিন্দার ঝুলন্ত দেহ মেলে। সেজন্য সেই বৃদ্ধকেই দায়ী করা হয়। এদিন ওই গ্রামের এক বাসিন্দা বুলু রায় বলেন, 'গ্রামের অনেকেই অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে এটা কেন হবে? আমাদের মনে হচ্ছে ওই বৃদ্ধ কালাজাদু করে এগুলো করেছে।'

এদিন ওই গ্রামের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সদস্যরা। আলিপুরদুয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থার সম্পাদক কৌশিক দে'র কথায়, 'কালাজাদু বলে কিছু হয় নাকি? এটা পুরোটাই কুসংস্কার। অনেক মানুষ এটা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এখনও কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁরা এসবে বিশ্বাস করেন। তাঁদের বোঝাতে হবে।'

পিএফ কর্তাকে ধমক মনোজের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৩ জুন : প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তর থেকে টাকা পেতে চা বাগানের শ্রমিকদের জুতো ক্ষয়ে যাচ্ছে। অথচ সেই টাকাই দালাল মারফত পেতে ৭২ ঘণ্টার বেশি সময় লাগছে না! সোমবার জলপাইগুড়ি পিএফ দপ্তরে এসে কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে এমনই প্রশ্ন তুললেন খোদ আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। এদিন জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ দপ্তরে আচমকাই এসে প্রকাশ্যে কর্মীদের কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় মনোজকে। শুধু তাই নয়, দপ্তরের জনসংযোগ আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে পিএফ সংক্রান্ত নথি ছুড়ে দিয়ে ধমকের সুরে মনোজ বলেন, 'একটা মানুষ তার প্রাপ্য টাকার জন্য ছয় মাস ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনারা কিছুই করছেন না। অথচ দালাল ধরলেই সেই কাজ ৭২ ঘণ্টায় হয়ে যাচ্ছে। দপ্তরে এগুলো চলতে পারে না।'

দপ্তরের এই পরিস্থিতি যদি না বদলায় সেক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মনোজ। এদিন ২০১৫ সাল থেকে ডুয়ার্সের কিছু চা বাগানে পিএফ সংক্রান্ত যে টাকা শ্রমিকদের প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা দপ্তরের কাছে চেয়েছেন মনোজ।

এদিন পিএফ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পর মনোজ বলেন, 'আমি এর আগেও দপ্তরের দালালচক্র বন্ধ করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সচেতন করেছিলাম। আজ আবারও একই কথা বলেছি। কিন্তু আমি লক্ষ করছি সাধারণ মানুষ ঠিকঠাক পরিষেবা পাচ্ছেন না।' তিনি জানান, পরিষেবা নিয়ে তাঁর কাছে একাধিক অভিযোগ করছেন চা শ্রমিকরা। তাঁদের প্রাপ্য টাকার জন্য ছয় মাস থেকে এক বছর ধরে দপ্তরে আসছেন কিন্তু তাঁদের বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ যদি কেউ দালাল মারফত আসেন সেক্ষেত্রে তিনদিনের মধ্যে সমস্ত কাজ হয়ে যাচ্ছে। মনোজ বলেন, 'এটা ঠিক নয়। এখানে কার টাকা কে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তার কোনও ঠিকানা নেই। আমি পিএফ কমিশনারকে বলেছি লঙ্কাপাড়া, বীরপাড়া, ডিমডিমা এবং কোহিনুর চা বাগানে ২০১৫ সাল থেকে পিএফের টাকা কারা পেয়েছে তার বিস্তারিত তালিকা দিতে। আমি তথ্য পেলে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব। গরিব মানুষের টাকা আমি কাউকে আত্মসাৎ করতে দেব না।' অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার পবন বনসল বলেন, 'ওঁকে এর আগেও আমরা বেশ কিছু তথ্য দিয়েছি। উনি যেটা চেয়েছেন সেটাও প্রদান করা হবে। তবে উনি যে দালাল প্রসঙ্গ তুলছেন সেই বিষয় নিয়ে আমরা সবসময় গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচার করে থাকি। যাতে কেউ পিএফের টাকা পেতে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির কাছে না যান।'

এদিন দুপুরে আচমকাই পিএফ কমিশনারের দপ্তরে হাজির হন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ। এদিন তিনি বীরপাড়া চা বাগানের মৃত শ্রমিক ইসমাইল হুসেনের পিএফের টাকা পেতে কেন দেরি হচ্ছে সেই বিষয়টি মূলত খতিয়ে দেখতে আসেন। রিজিওনাল পিএফ কমিশনার (২) শশাঙ্ক শেখরের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে মনোজকে উচ্চস্বরে কথা বলতে শোনা গিয়েছে। এদিন মনোজের সঙ্গে আসা ইসমাইলের ছেলে বলেন, '২০২০ সালে আমার বাবা মারা গিয়েছেন। আমি বাইরে কাজ করতাম। ২০২৪ সালের জুন মাসে আমি বাবার পিএফের জমা টাকা পাওয়ার জন্য আবেদন করি। তারপর থেকে আমি একাধিকবার এই দপ্তরে এসেছি। বিভিন্ন সময় অজুহাত দিয়ে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষপর্যন্ত আমি এই বিষয়টি সাংসদকে জানিয়েছিলাম। উনি আজ আমাকে দপ্তরে আসতে বলেছিলেন।'

বিহার-যোগ

প্রথম পাতার পর

ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংও পরে সেখানে যান। ওই দুই দুষ্কৃতীকে জেরা করার পাশাপাশি তিনি দীর্ঘক্ষণ সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করেন। ডাকাতির ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের মুখের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ছবি সবার মোবাইল ফোনে ঘুরছে। অথচ সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরও পুলিশ দুষ্কৃতী চক্রের বাকিদের কেন ধরতে পারল না সেই প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। পাশাপাশি, তারা এতদিন ধরে শহরে রেইকি চালালেও পুলিশ তা জানতে পারল না কেন সেটাও প্রশ্ন। প্রশ্ন করা হলে পুলিশ কমিশনারের জবাব, 'তদন্ত করে সবটাই আমরা বলব।'

শিলিগুড়িতে ডাকাতি করা গ্যাংটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত। সহজে অপারেশন সারতে দলে মহিলা সদস্যদেরও নেওয়া হয়। হিলকার্ট রোড ডাকাতির ঘটনায় এজন্য দুই মহিলাকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। লুটের কাজ সারার পর এই মহিলাদের কাজ বলতে স্রেফ 'গায়েব' হয়ে যাওয়া। শিলিগুড়ির ডাকাতির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তারা কোথায় গিয়েছে সে বিষয়ে পুলিশ কার্যত অন্ধকারে। তদন্তকারীদের অনুমান, হয় তারা বাসে অথবা ট্রেনে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে। তারা দিল্লির দিকে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাদের খোঁজে পুলিশ দিল্লিতে টিম পাঠাচ্ছে। দুষ্কৃতীদের দলের বাকিরা ইতিমধ্যেই ভিনরাজ্যে পালিয়ে গিয়েছে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন। তাদেরও খোঁজ চলছে।

দলটি যেভাবে চালানো হয় তা জানতে পেরে তদন্তকারীরা অবাক। দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে দেশের একাধিক জায়গায় ডাকাতির মামলা রয়েছে। তারা একাধিক জায়গায় জেলও খেটেছে। জেলে থাকাকালীনই একে অপরের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই পরিচয়ের সূত্রেই এই গ্যাংয়ের সৃষ্টি। গ্যাংটি মূলত বিহারের হলেও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সদস্য হিসেবে দুষ্কৃতীদের ভাড়া নেওয়া হয়। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া রাজস্থানের সাফিক খানকেও এভাবেই এই দলে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

গোয়েন্দা সহ পুলিশের বিভিন্ন দল এদিন শিলিগুড়ির ওই গয়নার দোকানটিতে যান। গত কয়েক মাসে ওই দোকানের আশপাশে সন্দেহজনক কাউকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছে কি না সে বিষয়ে তাঁরা আশপাশের ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন করেন। অভিনব আগরওয়াল নামে এক ব্যবসায়ীর উত্তর ছিল, 'না দেখিনি। দেখলে অনেক আগেই আমরা সাবধান হয়ে যেতাম।' আর এই সূত্রেই তদন্তকারীদের ধারণা, যাতে কোনও সন্দেহ না হয় সেভাবেই গোটা প্ল্যানিং সারা হয়েছিল। এই ঘটনায় তারা বিহারের ওই প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের পাকা মাথার ছোঁয়া খুঁজে পেয়েছেন।

নেই স্থায়ী শ্মশান, দাহ নিয়ে সমস্যা

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৩ জুন : ফালাকাটা ব্লকের গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরাংশে নেই স্থায়ী শ্মশান। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, শ্মশানঘাটের জন্য চিহ্নিত জমি নেই। ফালাকাটা ব্লকের প্রায় সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থায়ী ও পাকা শ্মশানঘাট তৈরি হয়েছে। অন্য এলাকায় শ্মশানঘাট তৈরি হলেও এই এলাকা কেন বঞ্চিত তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আশুতোষ রায় বলেন, 'গোপালঘাট এলাকায় না হলেও পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থায়ী শ্মশান দরকার। তা অবিলম্বে তৈরি হোক।' রণজিৎ দাস সহ অন্য বাসিন্দারাও একই দাবি জানিয়েছেন। রণজিৎ ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন, 'বারবার সমস্যার কথা বললেও প্রশাসন কানে তুলছে না।' স্থানীয়রা চাইছেন দ্রুত গোপালঘাট এলাকায় শ্মশান তৈরি করা হোক। যদিও জমির খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায়। তাঁর দাবি, 'জমির খোঁজ পেলে শ্মশানঘাট তৈরি করা হবে।' গোপালঘাটের বহু পুরোনো শ্মশানে ব্যক্তিগত জমির মালিকানা থাকায় সেখানে শবদাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে যে যেখানে পারছেন, সেখানেই দাহ করছেন। ফলে শ্মশানযাত্রী ও মৃতের পরিবার অনেক ঝামেলার মুখোমুখি হচ্ছে।

স্থায়ী শ্মশানঘাট না থাকায় নদীর পাড়ে এই জমিতে দাহ করা হয়।

> জমির খোঁজ পেলে শীঘ্রই নতুন করে শ্মশানঘাট তৈরি করা হবে।
>
> **সুভাষ রায়** সভাপতি
> ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি

> গোপালঘাট এলাকায় না হলেও পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থায়ী শ্মশান দরকার। তা অবিলম্বে তৈরি হোক।
>
> **আশুতোষ রায়**
> স্থানীয় বাসিন্দা

শ্মশান তৈরি করতে সমস্যা রয়েছে বলে জানিয়েছেন জমির মালিকপক্ষের তরফে গৌতম রায়। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা জমি দিতে রাজি নই।'

জটেশ্বর-২ ও গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালঘাট বিরকিটি নদীর পাড়ে শ্মশান মন্দিরের নীচে বহুকাল থেকে শবদাহ করার কাজ চালিয়ে আসছিলেন গুয়াবরনগর, মালসাগাঁও ও প্রমোদনগরের কিছু অংশ সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। পরবর্তীতে জমির মালিকপক্ষের বাধায় সেই স্থানে বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া শবদাহ করতে দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কেউ বাড়ির কাছে, কেউ নদীর ধারে অন্যত্র শবদাহ করছেন। বিরকিটি নদীর তীরে একটি স্থায়ী জায়গায় শেডযুক্ত পাকা শ্মশানঘাট তৈরির দাবি তোলা হচ্ছে।

আহত ২

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : রবিবার রাতে নেতাজি রোড দুর্গাবাড়ি মোড়ে এক বেপরোয়া গাড়িচালককে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগ, ওই চালক গাড়ি নিয়ে কামাখ্যাগুড়ি-চেকো রাজ্য সড়কের ভাটিবাড়ি চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় দুই পথচারীকে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় জখম দুইজনের নাম বিশ্বজিৎ দাস ও দীপু বর্মন। দুইজনেই তুফানগঞ্জ থানার ধলপল এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে তাঁদের অবস্থা গুরুতর। ধাক্কা মারার পরে গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে আলিপুরদুয়ারে গাড়িটিকে চিহ্নিত করা হয়। উত্তেজিত এলাকাবাসী গাড়ি আটকে চালককে মারধর করে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে চালককে উদ্ধার করে।

মৃত্যুদিবস

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিবস পালন করা হয় জেলার বিভিন্ন এলাকায়। বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এই দিনটি পালন করা হয় বলিদান দিবস হিসেবে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি মিঠু দাস সহ অন্য বিজেপির নেতারা।

হাতাহাতি

প্রথম পাতার পর

যদিও বিজেপি বিধায়কদের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। অধিবেশন কক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'এদিন বিজেপি বিধায়করা যে আচরণ করেছেন, তা নিন্দনীয় ও বিধানসভার শিষ্টাচারের পরিপন্থী।'

হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা নিরাপত্তারক্ষীদের সামনে এনে অধ্যক্ষ বলেন, 'যেভাবে নিরাপত্তারক্ষীরা আক্রান্ত হয়েছেন, তা খুবই নিন্দনীয়। আক্রমণের হাত থেকে মহিলা নিরাপত্তারক্ষীরাও বাদ যাননি। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। বিরোধী দলনেতা আমাকে একটি ঘড়ি ও একটি চশমা জমা দিয়ে অভিযোগ করেছেন, সেগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সরকারপক্ষ ও নিরাপত্তারক্ষীরাও আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। আমরা দুটি অভিযোগ তদন্ত করে বিধানসভার অবস্থান স্পষ্ট করে দেব।'

এর আগে ২০০৬ সালে সিঙ্গুরে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঢুকতে না দেওয়ার প্রতিবাদে বিধানসভায় ভাঙচুর করেছিলেন তৃণমূল বিধায়করা। তখন অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়কদের বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তৎকালীন অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিম। সেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরে অধ্যক্ষ বলেন, 'বিধানসভার সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য অভিযুক্ত বিধায়কদের বেতন কাটার নজির এই বিধানসভায় রয়েছে। এটা সকলের মনে রাখা দরকার।'

জিতল কারা! মরল কে!

প্রথম পাতার পর

লিবারেশনের নদিয়া জেলা সম্পাদক জয়তু দেশমুখ এই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত ও অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেছেন। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার জেলাজুড়ে ধিক্কার দিবস পালনের ডাক দিয়েছে বামেরা। প্রতিবাদে সরব বিজেপিও।

নদিয়া থেকে কলকাতার একাধিক জায়গায় এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মুখ্যমন্ত্রীর এই দুঃখপ্রকাশকে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'দুঃখপ্রকাশ করে কী হবে? প্রকৃত অপরাধী কি ধরা পড়বে?'

বিজেপির মতে, মুসলিম ভোটব্যাংক ধাক্কা খেতেই পালটা হামলা করেছে তৃণমূল। ঘটনার নিন্দা করে এক প্রেস বিবৃতিতে কংগ্রেস বলেছে, 'জীবনের মূল্য কোনও আর্থিক মূল্যেই নির্ধারণ করা যায় না। তবুও আমরা মৃত নাবালিকার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি এই নৃশংস ঘটনায় যুক্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই ঘটনাস্থলে যান পুলিশ সুপার অমরনাথ কে।

মৃত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। পরে অমরনাথ বলেন, 'এই ঘটনায় আমরা একজনকে গ্রেপ্তার করেছি। তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ঘটনার পরই মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে দুঃখপ্রকাশ করে এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করার বার্তা দেন।

কালীগঞ্জে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ পেয়েছেন ১,০২,৭৫৯টি ভোট। শতাংশের বিচারে ৫৫.১৫ শতাংশ। নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ পেয়েছেন ৫২,৭১০টি ভোট। শতাংশের বিচারে ২৮.২৯ শতাংশ।

বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী কাবিলউদ্দিন শেখ পেয়েছেন ২৮,৩৪৮টি ভোট। শতাংশের বিচারে ১৫.২১ শতাংশ। '২৪-এর লোকসভা ভোটের পর রাজ্যে মোট ১১টি উপনির্বাচন হয়েছে। এর মধ্যে তৃণমূলের দখলে থাকা ৭টি বিধানসভা ছাড়াও বিজেপির হাতে থাকা রায়গঞ্জ, রানাঘাট, বাগদা, মাদারিহাটের মতো আসনেও জয় পেয়েছে তৃণমূল। সদ্যসমাপ্ত কালীগঞ্জ নির্বাচনে ২০২১-এর তুলনায় তৃণমূলের ভোট সামান্য বৃদ্ধি পেলেও অন্য বিগত উপনির্বাচনগুলির তুলনায় জয়ের ব্যবধান কমেছে।

খাবারের খোঁজে।। সোমবার রাজস্থানের আজমেরে। ছবি : পিটিআই।

ইরানি গোলা দোহায়

প্রথম পাতার পর

রবিবার ফোর্দোয় হামলার পর সামাজিক মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লিখেছিলেন, 'ফোর্দো শেষ।' তবে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স বলেন, 'আমাদের ধারণা, ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ওদের কাছে যে ৯০০ পাউন্ড বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে, সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছে আমেরিকা। ইউরেনিয়াম ইস্যুতে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় বসার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। ভান্স-বার্তার পরেই ইজরায়েল ফোর্দোতে হামলা চালানোয় জল্পনা শুরু হয়েছে। তাহলে কি মার্কিন বাংকার বাস্টারও মাটির গভীরে অবস্থিত কেন্দ্রটির তেমন ক্ষতি করতে পারেনি? যে কারণে ইজরায়েলকে ফের সেখানে বোমা ফেলতে হল?

ফোর্দো ছাড়াও সোমবার ইরানের নাতাঞ্জ, ইসফাহান এবং তেহরানের পরমাণুকেন্দ্র ও গবেষণাগারগুলিতেও দফায় দফায় আছড়ে পড়েছে ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র। জবাব দিতে দেরি করেনি ইরান। তেল আভিভ ও জেরুজালেমে বড় রকমের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে ইরানের ব্যালেস্টিক হামলা। মাটিতে মিশে গিয়েছে অন্তত ইজরায়েলি ১৫টি বসতি। ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের কয়েকটি জনবিরল মরুভূমিতে আছড়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। ইরানি হামলার তীব্রতা যে যথেষ্ট বেশি ছিল, তা উত্তর ইজরায়েলে দিনভর বাজতে থাকা সাইরেন ও ধ্বংসাবশেষের ছবি, ভিডিওগুলি থেকে বোঝা গিয়েছে।

ইজরায়েলের হামলা চলাকালীন সরাসরি ট্রাম্পের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে ইরানি রেভলিউশনারি গার্ড। বাহিনীর সদর দপ্তর খাতাম আল-আনবিয়ার মুখপাত্র ইব্রাহিম জোলফাকারির এক ভিডিওবার্তায় বলেছেন, 'এই যুদ্ধ আপনি শুরু করেছেন। তবে শেষ আমরাই করব।' এদিন এক পোস্টে ইজরায়েলকে হুমকি দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই। তিনি লিখেছেন, 'ইহুদি শত্রুরা খুব বড় ভুল করে ফেলেছে। ওদের শাস্তি প্রাপ্য। শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এবং আরও শাস্তি দেওয়া হবে।'

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইও)-র প্রধান রাফায়েল গ্রোসি জানিয়েছেন, ফোর্দোয় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় যে ধরনের গভীর গর্ত দেখা যায়, পরের পর হামলায় ফোর্দোতেও সেই ধরনের গর্ত তৈরি হয়েছে। যদিও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রমাণ মেলেনি। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা যাতে কেন্দ্রটি পরিদর্শন করতে পারেন, ইরান সরকারের কাছে সেই অনুরোধ জানিয়েছেন গ্রোসি। তাঁর কথায়, 'ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না। গোটা বিশ্বে পরমাণু অস্ত্রের প্রসার ঠেকাতে আমাদের আলোচনার টেবিলে আসতেই হবে।'

এমারজেন্সি আরও বেশি ভয়ংকর

প্রথম পাতার পর

তখন খুব শুনতাম অম্বিকা সোনি, সজ্জন কুমার, এইচকেএল ভগত, জগদীশ টাইটলার, কমল নাথের নাম। ততদিনে পা রেখেছি কলেজে। সেখানে ক্যাম্পাসে বরং বাইরের থেকে তুলনায় উত্তাপ ছিল বেশি। জয়প্রকাশের বক্তৃতা শুনেছি তখন ক্যাম্পাসে। পালটা যুব কংগ্রেসের মিছিলও হত। গোটা ক্যাম্পাস ছেয়ে গিয়েছিল প্লেন ড্রেসের পুলিশে। তারা সারাদিন আমাদের গায়ে গায়ে বসে কমিউনিস্ট দেশবিরোধীদের খোঁজার চেষ্টা করে যেত। কেউ বেফাঁস কিছু বলছে কি না তা কান খাড়া করে শুনত তারা। তবে দিল্লিতে বহু ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রী পড়ে। তাই কথার মর্ম উদ্ধার করতে যে তাদের ঘাম ছুটত সেটা বুঝতে অসুবিধে হত না তাদের দেখলে। আমরা বাঙালিরা খুব উপভোগ করতাম তাদের হতভম্ব হতে দেখে। নিজেদের মধ্যে কথা চালাতাম মাতৃভাষায়। বোঝে কার সাধ্যি।

আর কলেজে কলেজে দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন রুকসানা সুলতানা নামে হঠাৎ উঠে আসা এক মহিলা। কে তিনি, পরে কোথায় বা গেলেন কে জানে! এটুকু সবাই জানত, তাঁর হাতে বিপুল ক্ষমতা। তিনি কী বলতেন তাতে কারও মাথাব্যথা দেখিনি। রুকসানা ছিলেন ডাকসাইটে সুন্দরী। তিনি ছিলেন সঞ্জয় গান্ধির খাস লোক। তাঁকে নাকি মুসলিম এলাকায় নির্বীর্যকরণের প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

সঞ্জয়ের পাঁচ দফায় ছিল বনসৃজন আর দিল্লির সৌন্দর্য বাড়ানো। ফলে শুরু হয়েছিল বস্তি উচ্ছেদ। যে রাস্তা দিয়ে কলেজে যেতাম সেখানে পথের ধারে ছিল বিরাট বস্তি। একরাতের মধ্যে তা সাফ হতে দেখেছি। পুরো এলাকা পুলিশ দিয়ে ঘিরে রামলীলা ময়দানের গায়ে তুর্কমান গেটে বাড়ি ভাঙাও দেখেছি। তা নিয়ে ব্যাপক গণ্ডগোল হয়েছিল। পুলিশের গুলিতে কম করেও কুড়িজন মারা গিয়েছিলেন। কাছেই আম্বেদকর স্টেডিয়ামে ডুরান্ড কাপ ফুটবল দেখতে গিয়ে দেখেছিলাম দলে দলে লোকজন বেরিয়ে আসছেন। পিছনে পুলিশের গাড়ি। বাইরের লোক কিছুই জানতে পারেনি, কারণ এসব খবর সেন্সরের কাঁচিতে ছাঁটাই হয়ে যেত।

সবকিছুই প্রতিরোধহীন। নেতারা প্রায় সবাই জেলে। খবরের কাগজ সেন্সর করা, সেখানে বড় বড় করে ইন্দিরা, সঞ্জয়ের ভাষণ ছাপা হত। জেলে পোরা হয়েছিল সাংবাদিকদেরও। এককথায় স্বাধীন দেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। এখনও যা ক্ষত হয়ে রয়েছে, থাকবেও। আগামীকাল পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করছে জরুরি অবস্থা। তখন মানুষের মুখ বন্ধ ছিল। তারপর প্রথম সুযোগে তার বদলা নিয়েছিল তারা। কংগ্রেসকে গোহারা হারিয়ে দিয়েছিল। আজ যদি বুলডোজাররাজ দেখে কারও সেদিনের কথা, স্ট্যান স্বামী থেকে উমর খালিদদের হাল দেখে সেদিনের জেলে বিনা বিচারে বন্দি নেতা-কর্মীদের কথা মনে পড়ে তা কি খুব সুখের হবে? তখন ছিল মিসা। এখন ইউএপিএ। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা তখনও কয়েদ করার যুক্তি ছিল।

সে সময়ের একটা খুব চালু স্লোগান ছিল, সচ কহনা অগর বগাবত হ্যায়/তো সমঝো হুম ভি বাগি হ্যায়। সত্যি বলা যদি বিদ্রোহ হয়, তবে ধরে নাও আমিও বিদ্রোহী। সত্যি বলার সাহস, সত্যি শোনার সহিষ্ণুতা যখন ফুরিয়ে যায় তখন ঘটা করে জরুরি অবস্থার জন্য শোক দিবস পালন একটা নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো শোনায়। পঁচাত্তর সালে কাগজে-কলমে ৩৫৬ ধারা জারি হয়েছিল রাষ্ট্রপতির সই নিয়ে। কিন্তু অঘোষিত জরুরি অবস্থা তার থেকে বহুগুণ বেশি ভয়ংকর। তখন গণতন্ত্রের মুখোশ এঁটে সংবিধানকে গলা টিপে মেরে ফেলা কত সহজ, তাই না?

ওয়ার্নের সঙ্গে বুমরাহর মিল পান নাসের

লোকেশ জানে না ও কতটা ভালো : সানি

লিডস, ২৩ জুন : আদ্যপান্ত টিমম্যান। দলের প্রয়োজন, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে বদলে ফেলতে জানেন। বদলেও ফেলেন। হেডিংলি টেস্টের ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে লোকেশ রাহুলের (১৩৭) ব্যাটিং জুড়ে দলগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়াস। সুনীল গাভাসকার, চেতেশ্বর পূজারা যে নিঃস্বার্থ ক্রিকেটে মজেছেন। মজেছেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লোকেশের ক্রিকেটীয় টেকনিক, সংযম, লড়াকু মানসিকতায়।

সুনীল গাভাসকার রীতিমতো পঞ্চমুখ। বলেছেন, 'পুরোদস্তুর টিমম্যান। উইকেটকিপিং করতে বলা হলে রাজি। যে কোনও পজিশনে ব্যাটিং করতে প্রস্তুত। দলের চাহিদাকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মেলে ধরে। ওর সংযম বর্তমান ক্রিকেটে সত্যিই বিরল। এখন তো সবাই নিজের ক্যারিশমা দেখাতে ব্যস্ত। সেখানে লোকেশ চুপচাপ কাজ করে যাওয়ায় বিশ্বাসী। সবাই হয়তো একমত হবে, লোকেশ নিজেও জানে না ও কতটা ভালো খেলোয়াড়। আমার ধারণা, লোকেশও এই ব্যাপারে সহমত হবে।'

লোকেশের টেকনিক, উইকেটের চতুর্দিকে ক্রিকেটীয় শট নেওয়ার ক্ষমতার কথাও তুলে ধরে গাভাসকার আরও বলেছেন, 'অসম্ভব প্রতিভাবান। ওর ফ্লিক, অফ, লেগ সাইডের দিকে শট দেখুন। ফ্রন্টফুট হোক ব্যাকফুট, কিংবা স্ট্রেট ড্রাইভ এককথায় দুর্দান্ত। নিখুঁত কভার ড্রাইভ। সমস্ত শট রয়েছে ওর হাতে। কিন্তু সমস্যা হল আত্মবিশ্বাস। যার ফলে নিজের প্রতিভার পুরোদস্তুর ফায়দা তুলতে পারছে না। আশা করব এই সিরিজে পাঁচশোর বেশি রান করবে, সেটা সাতশো হতে পারে। ভারতের জন্য যা দারুণ হবে।'

পূজারার কথায়, লোকেশ সম্পূর্ণ টেস্ট ব্যাটার। ভারতীয় ক্রিকেটে একদা 'ক্রাইসিসম্যান' বলেছেন, 'এই ভারতীয় দলে টেকনিকগত দিক থেকে সবচেয়ে নিখুঁত ব্যাটার হল লোকেশ। টাইমিং, ফুটওয়ার্ক, বলের লেংথ বোঝা-সবকিছু ধরলে কমপ্লিট টেস্ট ব্যাটার। তবে বড় রান পেতে হবে। আর সেই ক্ষমতা ওর মধ্যে ভীষণভাবে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভালো শুরু করেও তা কাজে লাগাতে পারেনি। হঠাৎ আউট হয়ে গিয়েছে।'

> লোকেশ আমার ফেভারিট প্লেয়ার। উপভোগ করি ওর ব্যাটিং। নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাটিং সৌন্দর্য প্রশংসনীয়। ইংলিশ কন্ডিশনেও ওর টেকনিক একেবারে যথাযথ। ব্যাটিংয়ের ভারসাম্য চোখে পড়ার মতো।
>
> **নিক নাইট**
> ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার

টেস্টে ইংল্যান্ডে তৃতীয় শতরানের পর লোকেশ রাহুল। সোমবার।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার নিক নাইট মুগ্ধ লোকেশের দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ে। বলেছেন, 'লোকেশ আমার ফেভারিট প্লেয়ার। উপভোগ করি ওর ব্যাটিং। নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাটিং সৌন্দর্য প্রশংসনীয়। ইংলিশ কন্ডিশনেও ওর টেকনিক একেবারে যথাযথ। ব্যাটিংয়ের ভারসাম্য চোখে পড়ার মতো।'

প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেন আবার জসপ্রীত বুমরাহর মধ্যে শেন ওয়ার্নকে খুঁজে পাচ্ছেন। কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয় স্পিনারের সঙ্গে ভারতীয় স্পিডস্টারের তুলনা টেনে নাসের বলেছেন, 'যথার্থ অর্থেই জিনিয়াস। এই একটা শব্দই বলা যায় বুমরাহকে নিয়ে। চাইব বুমরাহ সুস্থ থাকুক এবং আমরা বছরের পর বছর ধরে ওর বোলিং নিয়ে আলোচনা করব। ক্রিকেটে দুইটি দৃশ্য সবসময় টানে। এক, ওয়ার্নের মতো রিস্ট স্পিনারের হাতে ব্যাটারদের বোকা বনে যাওয়া। দুই, বুমরাহর মতো জেনুইন ফাস্ট বোলারের হাতে ব্যাটারদের নাস্তানাবুদ হওয়ার দৃশ্য।'

প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার বল হাতে মাঠ ছাড়ছেন জসপ্রীত বুমরাহ। লিডসে।

বুমরাস্ত্র

১২ অ্যাওয়ে টেস্টে ১২ বার এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট পেলেন জসপ্রীত বুমরাহ। যা ভারতীয়দের মধ্যে কপিল দেবের সঙ্গে যুগ্ম সর্বাধিক।

১০ সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) দেশে ১০ বার এক ইনিংসে অন্তত পাঁচ উইকেট নিলেন বুমরাহ। ভারতীয়দের মধ্যে এই রেকর্ড আর কারও নেই।

৩ ইংল্যান্ডে টেস্টে বুমরাহ তিনবার এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে যা সর্বাধিক।

৪২ টেস্টে ইংল্যান্ডে বুমরাহর উইকেট সংখ্যা। ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর আগে রয়েছেন ইশান্ত শর্মা (৫১ উইকেট) ও কপিল দেব (৪৩ উইকেট)।

৪ ২০২৪-'২৫ ঘরোয়া মরশুমের পর থেকে টেস্টে ভারতীয় বোলাররা চারবার এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিয়েছেন। সবকয়টি এসেছে বুমরাহর দখলে।

১৫০ 'সেনা' দেশে বুমরাহর উইকেটের সংখ্যা। যা এশিয়ান বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক।

পুত্র অঙ্গদকে বল উপহার বুমরাহর

লিডস, ২৩ জুন : সিডনি টু হেডিংলে!

মাঝে ছয় মাস পার। চোট সারিয়ে ফিট হয়ে অতীতের মতোই ভয়ংকর ছন্দে তিনি। স্যর ডনের দেশে ভারতীয় বোলিংকে একাই টেনেছিলেন। টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের প্রথম টেস্টে ফের প্রমাণিত হল, ভারতীয় বোলিংয়ের কোহিনুর জসপ্রীত বুমরাহ।

নয়া অধিনায়ক শুভমান গিল যখনই বিপদে পড়েছেন, বুমরাহর দ্বারস্থ হয়েছেন। জসপ্রীত হতাশ করেননি তাঁর নতুন অধিনায়ককে। স্কোরবোর্ড বলছে, ৮৩ রানে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন তিনি। কিন্তু স্কোরবোর্ডে দেখা যাচ্ছে না, সব ঠিকমতো চললে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে বুমরাহর উইকেট আট-নয় হতেই পারত। যদি না হাফ ডজন ক্যাচ হাতছাড়া করতেন তাঁর সতীর্থরা। যদি না আম্পায়ার নো ডাকতেন তাঁর উইকেট নেওয়ার ডেলিভারিতে। হেডিংলে টেস্টে যদি টিম ইন্ডিয়াকে জিততে হয়, তাহলে দ্বিতীয় ইনিংসেও একইভাবে নিজেকে উজাড় করে দিতে হবে বুমরাহকে। গতরাতে তৃতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বুমরাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি যাবতীয় চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি। বলেছেন, 'আমি বরাবরই ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে চেয়েছি। চেয়েছি ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই খেলতে। সেটা করতে গিয়ে অনেক কথা শুনতে হয়েছে আমায়। কিন্তু সেই সব নিয়ে কখনই মাথা ঘামাইনি আমি। নিজের কাজ ও দায়িত্বটা ভালোই জানি।'

বুমরাহ যে তাঁর দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, একথা ভারতীয় ক্রিকেটে সবারই জানা। গতকাল ইংল্যান্ডকে অলআউট করে পাঁচ উইকেট নেওয়ার পরই আম্পায়ারের থেকে বলটা চেয়ে নিয়েছিলেন বুমরাহ। পরে ভারতীয় সময় গভীর রাতের দিকে তাঁর স্ত্রী সঞ্জনা সমাজমাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের পুত্র অঙ্গদের হাতে সেই বল। জানা গিয়েছে, একাধিক রেকর্ড ও নজির গড়ার পর হেডিংলে টেস্টে পাঁচ উইকেট নেওয়া বলটা পুত্র অঙ্গদকে উপহার দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার সেরা বোলার। বুমরাহ নিজে অবশ্য সেই রহস্য ফাঁস করেননি। বরং ক্যাচ মিসের লজ্জায় ডুবিয়ে দেওয়া সতীর্থদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, 'ক্রিকেটে অনেক সময় এমন হয়। কেন হয়, তার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। মনে রাখবেন, কোনও ক্রিকেটারই ইচ্ছা করে ক্যাচ হাতছাড়া করে না।'

চোট জসপ্রীতের কেরিয়ারের নিয়মিত বিষয়। অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ মনে করেন, তিন ফরম্যাটে নিয়মিত খেলার জন্য তো বটেই, বিশেষ ধরনের বোলিং অ্যাকশনের জন্যই নিয়মিত চোট পান বুমরাহ। আধুনিক ক্রিকেটের সেরা বোলার জসপ্রীত সমালোচকদের পাত্তাই দিতে চান না। বুমরাহর কথায়, 'সংবাদমাধ্যমে কী লেখা হবে, কে কী বলবেন, সেটা আমার পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আমি কাউকে লেখা শেখাতেও পারব না। যে কেউ স্বাধীনভাবে তাঁর মনোভাব লিখতেই পারেন। হয়তো সেখানে আমার নাম ব্যবহার হলে বেশি জনপ্রিয়তা পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি এসব নিয়ে ভাবিই না।' টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ড শুরুর আগে থেকেই বলা হচ্ছে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা। যার ফলে পাঁচ টেস্টের সিরিজে সব ম্যাচ বুমরাহর পক্ষে খেলা কঠিন বলেই মনে করা হয়েছিল।

স্ত্রী সঞ্জনাকে দিনের খেলার শেষে এবং সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বুমরাহ চলতি সিরিজে মোট কয়টা টেস্ট খেলবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন। বলেছেন, 'আগামীদিনে কী হবে, এখনই আপনি সেটা কীভাবে বলবেন বা বিচার করবেন।' কেন তিনি এমন কথা বলেছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বুমরাহ। ভারতীয় পেসারের কথায়, 'আপাতত টেস্ট ম্যাচ চলছে হেডিংলেতে। খেলা শেষ হওয়ার পরই এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে বলা যাবে। এখন ম্যাচের দিকে ফোকাস রাখাই ভালো।'

অ্যাওয়ে টেস্টে ভারতীয়দের সর্বাধিক ৫ উইকেট (এক ইনিংসে)

বোলার	৫ উইকেটের সংখ্যা
জসপ্রীত বুমরাহ	১২
কপিল দেব	১২
অনিল কুম্বলে	১০
ইশান্ত শর্মা	৯
রবিচন্দ্রন অশ্বীন	৮

'সেনা' দেশে সর্বাধিক উইকেট (এশিয়ানদের)

বোলার	উইকেট	ম্যাচ
জসপ্রীত বুমরাহ	১৫০	৩১
ওয়াসিম আক্রাম	১৪৬	৩২
অনিল কুম্বলে	১৪১	৩৫
ইশান্ত শর্মা	১২৭	৪০
জাহির খান	১১৯	৩০

দ্বিতীয় টেস্টেই হয়তো জোফ্রা

লিডস, ২৩ জুন : বেন স্টোকসরা অধীর অপেক্ষায় তাঁর জন্য। শেষ টেস্ট খেলেছেন ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে। গত চার বছরে সাদা বলের ফরম্যাটে ফিরলেও টেস্ট আঙিনায় দেখা যায়নি। সেই জোফ্রা আর্চারের প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে বসে ইংল্যান্ড শিবির। চলতি হেডিংলে টেস্টে ভারতীয় ব্যাটারদের দাপটের পর বোলিং মাথাব্যথার কারণ।

হাল খুঁজতে নতুন অস্ত্রের খোঁজ। অক্সিজেন জোগাচ্ছে লাল বলের ফরম্যাটে আর্চারের প্রত্যাবর্তন। রবিবার ২০২১ সালের পর সাসেক্সের হয়ে দীর্ঘমেয়াদী ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন। প্রথম দিনে বোলিংয়ের সুযোগ হয়নি। তবে দশ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৩৪ বলে ৩১ রান করেন। যে ঝলক জোফ্রার টেস্ট-ফিটনেসের সম্ভাবনা উসকে দিচ্ছে।

ইংল্যান্ড শিবিরের বিশ্বাস, ২ জুলাই বার্মিংহামে শুরু দ্বিতীয় টেস্টে জোফ্রাকে পাওয়া যাবে। চোটপ্রবণ কেরিয়ারে মাত্র ১৩টি টেস্ট খেলে সংগ্রহ ৪২ উইকেট। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে জোফ্রার আগ্রাসী বোলিং বরাবরই প্রচারে থেকেছে।

ফিট জোফ্রা ফিরলে, নিঃসন্দেহে শক্তিশালী হবে ইংল্যান্ড বোলিং। ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য থাকবে বাড়তি চ্যালেঞ্জ। রবিবার লাল বলে কাউন্টি ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন জোফ্রাকে নিয়ে সেই চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে। বেন স্টোকসরা যখন জোফ্রাকে ফেরার পথ চেয়ে, তখন গৌতম গম্ভীররাও অঙ্ক কষতে শুরু করবেন, সেটাই প্রত্যাশিত।

সাসেক্সের জার্সিতে কাউন্টি খেলতে নেমে পড়লেন জোফ্রা আর্চার।

হেডিংলেতে বোলিং হতাশা বাড়ালেও দলকে অবশ্য লড়াইয়ে রেখেছেন ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা। তালিকায় অন্যতম মুখ হ্যারি ব্রুক। ৯৯ রানের ইনিংসে বার তিনেক ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছেন। কিন্তু তারপরও কঠিন পরিস্থিতিতে ব্রুকের আগ্রাসী ব্যাটিং প্রশংসার দাবি রাখে। জসপ্রীত বুমরাহদের দিকে অদৃশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছিলেন যেন-'তুমি এক নম্বর বোলার হতে পারো। কিন্তু আমার নাম হ্যারি ব্রুক।'

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাটার নিক নাইট বলেছেন, 'দুরন্ত সব শট নিল। চমকে দেওয়া স্ট্রাইক রেট এবং ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ। ব্রুকের নয়া লুক চমকে দিয়েছে তাঁকেও। হয়তো বুমরাহকে বুঝিয়ে দিয়েছে, তুমি বিশ্বের এক নম্বর হতে পারো, আমিও কম যাই না। আমি নম্বর ২। চলো হয়ে যাক। সবথেকে ভালো লাগল, যেভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে পার্টনারশিপ গড়ল। বাজবলকে নতুন আঙ্গিকে পেশ করল।'

আহত দর্শকদের অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে।

গ্যালারি থেকে পড়ে তিন সমর্থকের মৃত্যু

আলজিয়ার্স, ২৩ জুন : প্রিয় দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছিলেন সমর্থকরা। তখনই ঘটে বিপত্তি। গ্যালারির রেলিং ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল তিন ফুটবল সমর্থকের।

ঘটনাটি ঘটেছে আলজিরিয়ায়। শনিবার আলজিরিয়ান লিগে এমসি আলজার ও এনসি মাগরার মধ্যে ম্যাচ চলছিল। এই ম্যাচ ড্র করে টানা দ্বিতীয়বার লিগ খেতাব নিশ্চিত করে এমসি আলজার। ম্যাচের পরেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন দলের সমর্থকরা। সেই সময় স্টেডিয়ামের ওপরের তলার গ্যালারির রেলিং ভেঙে পড়ে যান বেশ কিছু সমর্থক। এখনও পর্যন্ত তিনজন সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ৭০ জনেরও বেশি সমর্থক আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আলজিরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

এই ঘটনার পরে এমসি আলজারের খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফরা আহতদের রক্ত দেওয়ার জন্য হাসপাতালে যান। আপাতত লিগ জয়ীদের ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। এই ঘটনার পরে এমসি আলজারের খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফরা আহতদের রক্ত দেওয়ার জন্য হাসপাতালে যান। আপাতত লিগজয়ীদের ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে।

প্রফুল প্যাটেল নিজে না দাঁড়াতে পারলে

ফেডারেশনের নতুন সভাপতি হয়তো অরবিন্দ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ জুন : ফেডারেশনে কি ফের ফিরতে চলেছে প্রফুল প্যাটেল জমানা? নতুন সভাপতি হিসাবে আর যাঁর নাম উঠে আসছে তাঁর নামই হয়তো শোনেনি এদেশের ফুটবল জগৎ।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক যে নতুন স্পোর্টস কোড আনতে চলেছে তাতে প্রাক্তন এআইএফএফ সভাপতির ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকছে। তবে আপাতত সকলেই তাকিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দিকে। জুলাইয়ের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে নতুন সংবিধান প্রকাশ্যে আসার দিকে তাকিয়ে এখন সব পক্ষই। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, কল্যাণ চৌবেকে যে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির পদ থেকে সরতে হচ্ছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই কারও। এমনকি তিনি যাদের ঢাল করে পদে এসেছিলেন, তাঁর নিজের রাজনৈতিক দলও সরে গেছে কল্যাণের পাশ থেকে। কিন্তু এরপরেই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, কল্যাণের জায়গায় তাহলে কে? পিছন থেকে প্রাক্তন সভাপতি প্রফুল প্যাটেল নিজের ঘুঁটি সাজানোর চেষ্টা করছেন বহুদিন থেকেই। এই মুহূর্তে তিনি নিজেই বিজেপি সদস্য। ফলে কেন্দ্রের সাহায্য পেতেও তাঁর কোনও সমস্যা নেই। তাই সংবিধান যদি শেষপর্যন্ত বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে প্রফুল প্যাটেল হয়তো ফিরবেন নতুন স্পোর্টস কোড চালু হলে। আইসিসি থেকে ফিরে জয় শাহ যাতে আবারও বিসিসিআইয়ের মসনদে বসতে পারেন তার জন্যই এই নতুন স্পোর্টস কোড পাশ করিয়ে নেওয়া হবে সংসদের আগামী অধিবেশনে। যেখানে একবার কুলিং পিরিয়ডে থাকলেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাবে। উঠে যাচ্ছে সর্বোচ্চ ১২ বছর থাকার সময়সীমাও। এরকম কিছু হলে প্রফুল প্যাটেলের ফিরে আসতে কোনও বাধাই থাকবে না।

অরবিন্দ মেনন

আর যদি তা না হয়? বা সংসদের আগামী অধিবেশনেই যদি এই বিল পাশ না হয়? বা যদি দেখা যায় যে বিল পাশ হতে দেরি হচ্ছে তাহলে এমন কাউকেই প্রফুল প্যাটেল আনতে চাইছেন, যাঁর সঙ্গে তাঁর নিজের ভালো সম্পর্ক আছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিলায়েন্স গোষ্ঠীর সঙ্গেও সমান সুসম্পর্ক আছে তেমন কাউকেই। আর সেইজন্যই এই মুহূর্তে ফেডারেশন সভাপতি হওয়ার দৌড়ে সবথেকে বেশি শোনা যাচ্ছে অরবিন্দ মেননের নাম। বিজেপির হেভিওয়েট এই নেতার নাম ফুটবল জগতে পরিচিত না হলেও এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি উত্তরপ্রদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে তিনি যে একেবারে আনকোরা তা নয়। উত্তরপ্রদেশের থেকে আসায় বিজেপির তরফে কোনও আপত্তি থাকবে না। তেমনি তাঁর সঙ্গে প্রফুল প্যাটেলের সম্পর্ক অসম্ভব ভালো। তাই এই মুহূর্তে প্যাটেল নিজে সভাপতি নির্বাচনে না দাঁড়াতে পারলে তাঁর বাজি হতে চলেছেন এই অরবিন্দ মেননই। আর রিলায়েন্স গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাক্তন সভাপতির নিজের সম্পর্ক যেমন ভালো, তেমনি বিজেপির এই হেভিওয়েট নেতাকেও এফএসডিএল অগ্রাহ্য করবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে পরবর্তী সভাপতি হিসাবে তাঁকে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

দশজনে জয় রিয়ালের, ছয় গোল ম্যান সিটির

শার্লট ও আটলান্টা, ২৩ জুন : জাভি অলন্সো জমানায় প্রথম জয়।

রবিবার ক্লাব বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে সিংহভাগ সময় দশজনে খেলেও মেক্সিকোর ক্লাব পাচুকাকে ৩-১ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। ক্লাব বিশ্বকাপের অন্য ম্যাচে সৌদি ক্লাব আল আইনকে ৬ গোল দিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

রবি রাতে শার্লটের ব্যাংক অফ আমেরিকা স্টেডিয়ামে ম্যাচের সপ্তম মিনিটেই লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন রাউল আসেন্সিও। বাকি সময় কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়লেও জয় আটকায়নি রিয়ালের। সুযোগ তৈরির নিরিখে পিছিয়ে থাকলেও বলের দখল নিজেদের কাছেই রেখেছিল মাদ্রিদ জায়েন্টরা। ৩৫ মিনিটে তারই ফসল জুড়ে বেলিংহামের গোল। ৪৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান আর্দা গুলার। ৭০ মিনিটে রিয়ালের হয়ে তৃতীয় গোলটি ফেডেরিকো ভালভের্দের। ম্যাচের শেষবেলায় পাচুকার হয়ে ইলিয়স মন্তিয়েল ব্যবধান কমান। যদিও সবাইকে ছাপিয়ে রিয়ালের এই জয়ের নায়ক থিবো কুর্তোয়া। গোটা ম্যাচে ১০টি সেভ করেন তিনি। যা ক্লাব বিশ্বকাপের এক ম্যাচে কোনও গোলকিপারে সর্বাধিক সেভ। ম্যাচ শেষে মাদ্রিদ কোচ অলন্সো বলেছেন, 'পরিস্থিতির নিরিখে অত্যন্ত মূল্যবান জয় এটা। প্রায় পুরো ম্যাচ একজন কম নিয়ে খেলাটা সহজ ছিল না। তবুও ছেলেরা যেভাবে সবটা সামলেছে তাতে আমি সন্তুষ্ট।' এদিকে ম্যাচ জিতেও মাঠ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বেলিংহাম। বলেছেন, 'এখানকার মাঠগুলো খুব একটা ভালো নয়। বল আটকাচ্ছে, বাউন্সও ঠিকঠাক নয়। হাঁটুতে অতিরিক্ত চাপ পড়ছে।'

পেনাল্টি থেকে গোল করলেন হাল্যান্ড (বাঁয়ে)। রিয়াল মাদ্রিদকে এগিয়ে দিয়ে জুড়ে বেলিংহাম।

দিনের অন্য ম্যাচে আল আইনকে ৬-০ গোলে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। এই জয়ের সুবাদে ক্লাব বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল সিটিজেনরা। এদিন যুক্তরাষ্ট্রের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলে নীল ম্যাঞ্চেস্টার। ৮ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বল ধরে তা গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে প্রতিপক্ষের জালে পাঠান ইকায় গুন্দোগান। ৭৩ মিনিটে আরও একটি গোল করেন তিনি। এর মাঝে প্রথমার্ধেই সিটিকে ৩-০ গোলে এগিয়ে দেন ক্লডিও এচেভেরি (২৭) ও আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড (৪৫+৫)। ম্যাচের শেষলগ্নে বাকি দুটি গোল অস্কার বব (৮৪) ও রায়ান চেরকির (৮৯)।

এদিন আগেই ওয়েদাদ এসি-র বিরুদ্ধে ৪-১ গোলে জিতে থাকায় ম্যান সিটি-র সঙ্গে 'জি' গ্রুপ থেকে শেষ ষোলোর ছাড়পত্র পেল জুভেন্তাসও। অন্যদিকে আরবি সলজবার্গ-আল হিলাল ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে।

বাংলাদেশ দলে ফিরলেন লিটন

ঢাকা, ২৩ জুন : অপেক্ষা ও বিতর্কের অবসান। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আগামী মাসে নির্ধারিত থাকা একদিনের সিরিজে বাংলাদেশ দলে ফিরলেন লিটন দাস। লিটন ছাড়াও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আগামী মাসে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে দলে মোট পাঁচটি পরিবর্তন করা হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিপর্যয় ঘটেছিল বাংলাদেশের। জঘন্য ক্রিকেট খেলে প্রতিযোগিতার শুরুতেই বিদায় নিতে হয়েছিল লিটনদের। সেই ব্যর্থতার জেরে মুশফিকুর রহিম ও মাহমদুল্লাহ রিয়াধ অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মুম্বই ছাড়তে চান পৃথ্বী

মুম্বই, ২৩ জুন : যশস্বী জয়সওয়ালের পর এবার পৃথ্বী শ। সব ঠিকমতো চললে মুম্বই ছাড়তে চলেছেন প্রতিভাবান, একইসঙ্গে বিতর্কিত পৃথ্বী।

মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে আগামী মরশুমে ভিনরাজ্যে খেলার জন্য এনওসি-র আবেদনও করেছেন তিনি। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার তরফে পৃথ্বীর এমন সিদ্ধান্তের কথা মেনেও নেওয়া হয়েছে। সূত্রের মতে, পৃথ্বী মহারাষ্ট্রের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে চাইছেন। বাণিজ্যনগরীর এক ক্রিকেট কর্তা আজ নাম না লেখার শর্তে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, 'পৃথ্বী মুম্বই ছাড়তে চাইছে। এনওসি-র জন্যও আবেদন করেছে ও। দিন কয়েকের মধ্যে বৈঠক করে পৃথ্বী নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব আমরা।' পৃথ্বী বরাবরই বিতর্কিত চরিত্র। শৃঙ্খলাভঙ্গ করার বিষয়টি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে মুম্বই দল থেকে তাঁকে বাদও পড়তে হয়েছে অতীতে। আসন্ন মরশুমে তাই মুম্বই ছেড়ে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলতে চাইছেন পৃথ্বী। মনে করা হচ্ছে, শৃঙ্খলাভঙ্গ হয়তো আগামীদিনেও চালিয়ে যাবেন পৃথ্বী।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

☺ অর্ঘদীপ বিশ্বাস : শুভ জন্মদিনে (24-06-2025) অফুরান শুভেচ্ছা। ভালো থাকিস বাবান। - বাবা, মা, ভাই, সেবকপল্লি, রায়গঞ্জ, উঃদিঃ।

লোকেশ-ঋষভ স্পেশালে আশার আলো

ভারত : ৪৭১ ও ৩৬৪
ইংল্যান্ড : ৪৬৫ ও ২১/০
(চতুর্থ দিনের শেষে)

লিডস, ২৩ জুন : উত্তেজনায় ঊর্ধ্বমুখী পারদ।

মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় হেডিংলে স্টেডিয়ামের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সুনীল গাভাসকার। পাশে রবি শাস্ত্রী। দুইজনের মধ্যেই অদ্ভুত ছটফটানি। শুভমান গিলদের হালও প্রায় একইরকম। যাকে নিয়ে সবার ছটফটানি, সেই ঋষভ পন্থ যদিও অসম্ভব শান্ত।

৯০ থেকে ১০০-তে পৌঁছোতে নিলেন ২৬ বল! দুইদিক থেকেই স্পিনার। ঋষভ কিন্তু ফাঁদে পা দেননি। ছক্কা হাঁকিয়ে শতরানের লোভ সামলে পরিণত ক্রিকেটে। খুচরো রানে অষ্টম সেঞ্চুরি পূরণ। প্রথম ইনিংসে ১৩৪। আজ ১১৮। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় হিসেবে বিরল কীর্তি। প্রাণঘাতী সড়ক দুর্ঘটনা থেকে মাঠে ফেরা এক ক্রিকেটীয় যোদ্ধার নয়া রূপকথা। লড়াইয়ের নয়া কাহিনী।

কিংবদন্তি গাভাসকার ছেলেমানুষের মতো হাত দেখিয়ে ‘সামারসল্ট’ করতে বলছিলেন। সংযত ঋষভ হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন আজ নয়, পরেরবার। সতীর্থ লোকেশ রাহুলের আলিঙ্গন। ভারতীয় সাজঘরের উদ্দেশে ব্যাট দেখানোর পর আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রণাম। ১৪০ বলে ১৫টি চার ও ৩ ছক্কায় ১১৮ রানের ঋষভ সুনামিতে পালটা জবাব বাজবলের।

ঝলমলে ঋষভ শোয়ের পাশে লোকেশের মরিয়া লড়াই, পরিণত ব্যাটিং। রবিবার অন্তিম সেশনে টেকনিক আর টেম্পারামেন্টে বেন স্টোকসদের সব স্ট্র্যাটেজি ভোঁতা করেছিলেন। আজ প্রথম সেশনে যখন বল বাড়তি নড়াচড়া করছে, মাঝেমধ্যেই লাফাচ্ছে, তখন উইকেট দেব না পণ করে পড়ে থাকার লড়াই। পুরস্কারস্বরূপ আরও একটা সেঞ্চুরি।

বিদেশের মাটিতে, কঠিন পরিস্থিতিতে আবারও নিজের জাত চেনালেন। মারমুখী ঋষভ আর ধৈর্যশীল লোকেশ (দীনেশ কার্তিকের ভাষায় ক্ল্যাসিকাল মিউজিক ও হিপহপ)-দুই যোদ্ধার জোড়া শতরানে ওলি পোপ, হ্যারি ব্রুকদের বাজবলে তৈরি হওয়া আশঙ্কার মেঘ উধাও। বদলে আবারও জয়ের সম্ভাবনায় ঝাঁপিয়ে পড়ার রসদ।

লোকেশের তৈরি প্রাচীর শেষপর্যন্ত ভাঙেন ব্রাইডন কার্স (৮০/৩)। বাড়তি বাউন্সে বল ব্যাটের কানায় লেগে সোজা উইকেটে। ২৪৭ বলে ১৩৭, ম্যারাথন ইনিংস শেষে ক্লান্ত দেহে সাজঘরের পথে। গোটা মাঠ উঠে দাঁড়িয়ে করতালিতে কুর্নিশ জানাল দৃষ্টিনন্দন শটে সাজানো যে ইনিংসকে। তাঁর ফেরার পরই অবশ্য খেই হারায় ভারতীয় ব্যাটিং। ৩১ রানে বাকি পাঁচটি উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল অল আউট হয় ৩৬৪ রান। লোয়ার অর্ডারের চার প্রতিনিধি ২৬ বল খেলেছে। করেছে মাত্র ৪ রান। যার জন্যই কাজে আসেনি রবীন্দ্র জাদেজার (অপরাজিত ২৫) প্রচেষ্টাও। করুণ নায়ার ফেরেন ২০ রানে। ইংল্যান্ডের সামনে টার্গেট ৩৭১ রান।

চতুর্থ দিনের শেষে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ ওভারে বিনা উইকেটে ২১ রানে। ক্রিজে জ্যাক ক্রলি (১২) ও বেন ডাকেট (৯)।

চতুর্থ দিনের শুরুটা হয়েছিল আশঙ্কার মেঘ নিয়ে। সপ্তম বলেই আউট শুভমান (৮)। কার্সের অফস্টাম্পের বাইরে বলে কাট করতে বল উইকেটে টেনে আনেন। ৯০/২ থেকে শুরু করে ৯২/৩। আশঙ্কা বাড়িয়ে মাথার ওপর কালো মেঘের আনাগোনা। মাঝেমধ্যে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যিমামার উঁকি। সঙ্গে ঝোড়ো, ঠান্ডা হাওয়া।

টিপিকাল যে ইংলিশ কন্ডিশনে বাঘাবাঘা ব্যাটার কেঁপে গিয়েছে। যদিও কাঁপুনি নয়, ব্যাটিং শৌর্যে প্রতিপক্ষ শিবিরের রক্তচাপ বাড়ালেন লোকেশ-ঋষভ। ধৈর্য আর আগ্রাসনের দুরন্ত মিশেল। প্রথম সেশনে ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকলেন। ২৪.১ ওভারে মাত্র ৬৩ রান উঠলেও উইকেট দেননি ঋষভরা। এদিনের টার্নিং পয়েন্ট।

লাঞ্চে ১৫৩/৩। এরমধ্যে একবার গালিতে ক্যাচ দিয়ে ৫৮ রানের মাথায় জীবন পান লোকেশ। বেশ কিছু বল ব্যাটের কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ক্রিস ওকস-জোশ টাঙ্গরাও (৭২/৩) আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে চাপ বাড়াচ্ছিলেন। কিন্তু লোকেশের মতো খোলসের মধ্যে ঢুকে যাওয়া ঋষভকে নড়ানো যায়নি।

লাঞ্চের আগের ধৈর্য ধরে মঞ্চ বেঁধেছিলেন। মাঝের সেশনে সেই ভিতে দাঁড়িয়ে সুফল তুললেন। শুরুতে একাধিকবার খোঁচা মেরেছিলেন ঋষভ। কিন্তু রান আটকাব না উইকেট নেব, দোটানায় স্লিপ সরিয়ে নিয়েছিলেন বেন স্টোকস। যা নিয়ে হাতও কামড়ালেন। কিন্তু কথায় বলে ভাগ্য সাহসীদের সঙ্গ দেয়।

ঋষভের হিসেব কষা আগ্রাসন, বিগহিটের ফুলঝুরিতে স্টোকস-ব্রেন্ডন ম্যাককুলামদের যাবতীয় স্ট্র্যাটেজি ছিন্নভিন্ন। ফলস্বরূপ লাঞ্চের আগে যেখানে ৬৩ রান উঠেছে, সেখানে লাঞ্চ আর চা পানের মাঝে ১৪৫। শুধুমাত্র ঋষভের উইকেট খুইয়ে। শোয়েব বশিরকে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে ইতি পড়ে ঋষভ-স্পেশালে। ততক্ষণে লোকেশের সঙ্গে ১৯৫ রানের জুটিতে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট ফের বদলে দিয়েছেন। রবিবার তিনি ৪৭ রানে অপরাজিত থেকে টিম হোটেলে ফিরেছিলেন। আজ ঠিক সেখান থেকেই শুরু। টিপিকাল টেস্ট সুলভ ব্যাটিং। অফ ড্রাইভ, অনড্রাইভের দৃষ্টিনন্দন শটে ইনিংস সাজালেন। মন জিতলেন গাভাসকারদের। ভরসা দিলেন শুভমান আউটের পর উৎকণ্ঠায় থাকা গৌতম গম্ভীরদের।

ইংল্যান্ডের টার্গেট ৩৭১ রান

শতরানের পর লোকেশ রাহুল। টেস্টে এটি তাঁর নবম তিন অঙ্কের রান।

প্যান্টাস্টিক

- ভারতের প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে টেস্টের দুই ইনিংসে শতরান করলেন ঋষভ পন্থ।
- পন্থ বিশ্বের দ্বিতীয় উইকেটকিপার যিনি টেস্টে দুই ইনিংসে শতরান পেলেন।
- ইংল্যান্ডে প্রথম ভারতীয় হিসেবে দুই ইনিংসে শতরান করলেন পন্থ।
- সপ্তম ভারতীয় হিসেবে টেস্টে দুই ইনিংসে শতরান এল ঋষভের।
- ইংল্যান্ডে টেস্টে চতুর্থ শতরান হল পন্থের। ভারতীয়দের মধ্যে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক।

টানা দুই ইনিংসে শতরান করে ঋষভ পন্থ।

অনুশীলনে যোগ দিলেন মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুন : গত মরশুমের বেতনই বকেয়া। তার পরেও কাজ শুরু করে দিলেন মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু।

সোমবার থেকেই দলের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন সাদা-কালো কোচ। এদিন বিকেলে তাঁর তত্ত্বাবধানে ঘণ্টা দেড়েক গা ঘামালেন ফুটবলাররা। পরে অনুশীলন শেষে মেহরাজ বলেছেন, ‘আমাদের হাতে আর দশদিন সময় আছে। তার মধ্যে যতটা সম্ভব উন্নতি করতে হবে। আমরা মঙ্গলবার থেকে দুই বেলা অনুশীলন করব।’ বেতন বকেয়া থাকলেও নিজের লক্ষ্যে অবিচল মেহরাজ। যদিও ক্লাব তাঁকে বেতন মিটিয়ে দেবে বলে আশ্বস্ত করেছে।

তবে কলকাতা লিগে খেললেও মহমেডান আইএসএলের ক্ষেত্রে কী হবে? এফএসডিএলের সঙ্গে মহমেডানের চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। যদিও ক্লাব সচিব বলেছেন, ‘আইএসএলের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। এফএসডিএলের সঙ্গে ফেডারেশনের নতুন চুক্তিও হয়নি। ওই চুক্তি হয়ে গেলে আশা করছি, আমাদের সঙ্গেও নতুন চুক্তি করবে এফএসডিএল।’

এদিকে ফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন ব্যান তুলতে কর্তারা নিজেদের উদ্যোগে জরিমানার টাকা মেটাতে চলেছেন। ক্লাব সচিব ইশতিয়াক আহমেদ রাজু বলেছেন, ‘আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে জরিমানার টাকাটা মিটিয়ে দেব। প্রথম ম্যাচের আগেই সেটা হয়ে যাবে।’

টাউন ক্লাবের সঙ্গে ড্র অপূর্বর

ফালাকাটা, ২৩ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার ‘সি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ফালাকাটা টাউন ক্লাব এবং ‘ডি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন অপূর্ব সংঘের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। টাউনের বিশু মুন্ডা ও অপূর্বর জিনকুমার ওরাওঁ গোল করেন। বৃহস্পতিবার বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবের মাঠে অপূর্ব সংঘ খেলবে ‘ই’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের সঙ্গে। ফালাকাটা টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে ২৮ জুন টাউন ক্লাব খেলবে ‘ই’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের বিরুদ্ধে।

পিকে-র নামাঙ্কিত লিগের ডাকটিকিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুন : জমকালো অনুষ্ঠান।

কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ারে বল গড়াবে বুধবার। তার আগে সোমবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে প্রকাশিত হল কিংবদন্তি কোচ ও ফুটবলার, প্রয়াত প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত লিগের ডাকটিকিট। একইসঙ্গে এদিন প্রকাশ্যে এল লিগের ম্যাসকট গোপাল ভাঁড়। মুক্তি পেল কলকাতা লিগের থিমসং। বড় পর্দায় পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল প্রতিটি দলের কোচের সঙ্গে। এরপর ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হাতে পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় সিএফএলের ডাকটিকিট প্রকাশ। মঞ্চে তখন চাঁদের হাট। প্রাক্তন ফুটবলার তথা পিকে-র ভাই প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য থেকে দীপেন্দু বিশ্বাস, সন্দীপ নন্দী সকলেই হাজির। ছিলেন রাজ্যের আরেক মন্ত্রী সুজিত বসু।

আইএফএ-র উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান ক্রীড়ামন্ত্রী। বলেছেন, ‘আইএফএ সাধ্যমতো লিগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের প্রস্তাবে ভূমিপুত্রের সংখ্যা বেড়েছে। আশা করি ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।’ পাশাপাশি অরূপ বিশ্বাসের দুই পরামর্শ, ‘রেফারিংয়ের মান উন্নত করতে রেফারি সংস্থার সঙ্গে আইএফএ আলোচনায় বসুক। আর ছোট ক্লাবগুলোর স্বার্থে সময়মতো লিগ শেষ করা হোক।’

১৩ গোল ভারতের

চিয়াং মেই, ২৩ জুন : মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে বড় জয় ভারতের। সোমবার তারা ১৩-০ গোলে হারিয়েছে মঙ্গোলিয়াকে। ভারতের পিয়ারি জাকা একাই পাঁচটি গোল করেন। জোড়া গোল করেন সৌম্যা গুগুলথ ও প্রিয়দর্শিনী। বাকি গোল করেছেন রিম্পা হালদার, সংগীতা বাসফোর, মালবিকা ও গ্রেস ডাংমেই। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব ও মূলপর্ব মিলিয়ে ভারতের মেয়েদের এটাই সর্বাধিক ব্যবধানে জয়।

ড্র বিবেকানন্দর

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার যুব সংঘ ও বিবেকানন্দ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমির ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। আলিপুরদুয়ার শহরের সূর্যনগর মাঠে যুবর শিব নেওয়ার ও বিবেকানন্দের অনুজ মুন্ডা গোল করেন।

বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন, ঘোষণা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুন : পরামর্শ, অতঃপর ঘোষণা।

‘আগামী সন্তোষ ট্রফিতেও বাংলা ফুটবল দলের কোচ থাকবেন সঞ্জয় সেন।’ না, আইএফএ এখনও এরকম কিছু ঘোষণা করেনি। বক্তব্যটা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের।

সঞ্জয় সেনের কোচিংয়েই দীর্ঘ খরা কাটিয়ে সন্তোষে সাফল্যের মুখ দেখেছে বাংলা। সোমবার রাজ্য ফুটবল সংস্থারই এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় ‘চ্যাম্পিয়ন’ কোচকেই দায়িত্বে রাখার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন ক্রীড়ামন্ত্রী। আইএফএ-কে তাঁর পরামর্শ, ‘কলকাতা ফুটবল লিগ শুরুর আগেই সন্তোষ ট্রফির কোচ নির্বাচন করা হোক। তাতে লিগ দেখে এখন থেকেই ফুটবলার নির্বাচনের কাজ শুরু করে দেওয়া সম্ভব হবে। সঞ্জয় সেন রাজি থাকলে এবারেও তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হোক।’ এর কয়েক মুহূর্ত পর অরূপ বিশ্বাস নিজেই ঘোষণা করে দেন, ‘এবারের সন্তোষ ট্রফিতেও বাংলার কোচ থাকবেন সঞ্জয় সেন।’ তবে কি আইএফএ কোচেস কমিটির কাজটা ক্রীড়ামন্ত্রীই করে দিলেন? এমন প্রশ্নই উঠছে।

ক্রীড়ামন্ত্রীর এই ঘোষণা খোদ সঞ্জয় সেনের সামনেই। অথচ সন্তোষজয়ী কোচের সঙ্গে আইএফএ-র এখনও এই ব্যাপারে কোনও আলোচনা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছেও এটা বড় চমক। মোহনবাগানের আই লিগজয়ী কোচ বলেছেন, ‘ক্রীড়ামন্ত্রীর এই ঘোষণা আমার কাছে নিঃসন্দেহে গর্বের। চমকও বটে। তবে আমি এখনও এর উত্তর দেওয়ার জায়গায় নেই। ভাবনাচিন্তার জন্য কিছুটা সময় লাগবে। আইএফএ-ও আলোচনায় বসুক। আমার নাম প্রস্তাব হলে তখন যদি অন্য কোনও দলের দায়িত্বে না থাকি তাহলে দায়িত্ব নিতে আপত্তি থাকবে না।’ বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্তর বক্তব্য, ‘আইএফএ-র নিজস্ব সংবিধান রয়েছে। তা মেনেই কোচ নির্বাচন করা হবে। ৩১ জুলাইয়ের পর নতুন কোচেস কমিটি তৈরি হবে।’

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে হাইস্কুল।

চ্যাম্পিয়ন রেলওয়ে হাইস্কুল

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুন : আলিপুরদুয়ার ওয়েস্ট জোন কাউন্সিলের উদ্যোগে এবং পদ্মেশ্বরী হাইস্কুলের ব্যবস্থাপনায় প্রি-সুব্রত কাপ ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে হাইস্কুল। সোমবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতা পদ্মেশ্বরী হাইস্কুল মাঠে গোল করে এডউইন টোপ্পো।

ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

শ্রাচীর ফুটবল ট্রায়াল কাল

আলিপুদুয়ার, ২৩ জুন : এথলেড শ্রাচী স্পোর্টস অ্যান্ড গ্রুপের উদ্যোগে এবং বিবেকানন্দ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় ২৫-২৭ জুন ফুটবল ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে বিবেকানন্দ ক্লাবের মাঠে। সেখানে অংশ নেবে অনূর্ধ্ব-১৫, ১৭ ও ১৯ বছরের ফুটবলাররা। অ্যাকাডেমির সচিব রঞ্জন কুমার রায় জানিয়েছেন, অ্যালভিটো ডি কুনহা, সুলে মুসা, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় ও সাব্বির আলী ট্রায়াল নিতে উপস্থিত থাকবেন।

NOTICE INVITING E-TENDER

E-Tender is hereby invited by undersigned vide - e-NIT NO: - 03/JGP-I/2025-26, Date: 23/06/2025. Last date of Tender Paper dropping: 30.06.2025 upto 17.00 Hrs. Other details are available at www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Jaigaon-I Gram Panchayat

Tender Notice

Two cover bid system e-tenders are hereby invited by the undersigned through e-tender portal for NieT- WB/APD/KMG/KD-I GP/ET/04/2025-2026, Dt : 21/06/2025. Bid Start date-21/06/2025 14.00 hrs, Bid End date -28/06/2025 14.00 hrs. Details are available on the notice board of Khoardanga No.I Gram Panchayat and also at www.wbtenders.gov.in website.

Sd/-
Pradhan
Khoardanga No.I Gram Panchayat

ভাস্করের মুখে শুনে উৎসাহী শিলিগুড়িও

আইপিএলের ধাঁচে টুর্নামেন্ট আনছে এবার আইএফএ

প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে ম্যাচের সেরা ডেভিড সয়কে পুরস্কৃত করছেন ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ জুন : সদ্য হাঁটু প্রতিস্থাপন হয়েছে কিংবদন্তি ভারতীয় গোলরক্ষক ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়ের। এখনও হাঁটায় কিছুটা জড়তা থাকলেও ফুটবল নিয়ে কিছু করার তাগিদে কমতি নেই। সেই উৎসাহ নিয়ে অ্যালভিটো ডি কুনহার সঙ্গে সপ্তাহখানেকের উত্তরবঙ্গ সফরে বেরিয়ে শিলিগুড়িতে এসে শোনালেন আইএফএ ও শ্রাচী স্পোর্টস অ্যান্ড গ্রুপের আইপিএলের ধাঁচে ফুটবল প্রতিযোগিতা আনার কথা। বললেন, ‘সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসে জেলাভিত্তিক এই টুর্নামেন্ট করার ভাবনা চলছে। ড্রাফটিং অথবা নিলামের মাধ্যমে আটটি জেলাকে বেছে নেওয়া হবে। হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ফরম্যাটে খেলা হবে। থাকবে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থাও। আমি স্বপ্ন দেখি এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে জেলার ফুটবল আবার পুরোনো গরিমা ফিরে পাবে।’ এমন একটি টুর্নামেন্টের জন্য শ্রাচীর কর্ণধার রাহুল টোডি, চেয়ারম্যান তমাল ঘোষের প্রশংসা করলেন তিনি।

ভাস্করের মুখে এমন একটি টুর্নামেন্টের কথা শুনে উৎসাহী মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ। বলেছেন, ‘প্রতিযোগিতা আয়োজনে আমাদেরও পাশে চেয়েছেন তিনি। প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ির দল থাকলে স্থানীয় ফুটবলের জন্য দারুণ ব্যাপার হবে।’

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ ও তরাই স্কুল মাঠে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল দেখে খুশি ভাস্কর বলেছেন, ‘প্রতিভা আছে। ওদের আরও বেশি খেলার সুযোগ দিতে হবে। শিলিগুড়ি লিগের বাইরে ওরা কয়টা ম্যাচই বা খেলার সুযোগ পায়? ওদের আরও বেশি খেলার সুযোগ করে দিতেই আমরা এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েছি।’ ভাস্করকে পাশে পেয়ে খুশি অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্টের অন্যতম আয়োজক অনুপ বসু। বলেছেন, ‘আমাদের মতো যাঁরা তাঁর খেলা দেখে বড় হয়েছে, তাঁদের জন্য ওঁর উপস্থিতিটাই বিশাল পাওনা।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা গৌতম কাইরি - কে 08.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66H 89784 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি যখনই ডিয়ার লটারির টিকিট কিনতাম আমি বেশি কিছুর আশা করতাম না, এই স্বল্প প্রত্যাশাটি জন্মেছিল ডিয়ার লটারির অনেক বিজয়ীদের দ্বারা যাদের আমি আমার আশেপাশে দেখতাম। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করে আমি খুবই আনন্দিত। এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

৫ পদক কোচবিহারের

কোচবিহার, ২৩ জুন : রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে ১টি রুপো সহ মোট ৫টি পদক জিতল কোচবিহারের অ্যাথলিটরা। সল্টলেকের সাই কমপ্লেক্সে আয়োজিত আসরে লং জাম্পে রুপো জিতেছে সুলতানা পারভিন (অনূর্ধ্ব-১৬)। এছাড়াও ট্রায়াথলন-বি-তে রাশি রায় (অনূর্ধ্ব-১৪), জ্যাভলিন থ্রোয়ে উমর ফাহরুখ (অনূর্ধ্ব-১৬), শট পাটে বিশাল দাস (অনূর্ধ্ব-২০) ও হার্ডলসে টিনা বর্মন (অনূর্ধ্ব-২৩) ব্রোঞ্জ জিতেছেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত জানিয়েছেন, জেলা থেকে মোট ২৯জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল।

সায়নের দাপট, মিকির ৬২

বালুরঘাট, ২৩ জুন : বালুরঘাট ক্রিকেটার্স অ্যাকাডেমির প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার ধলপাড়া রেড ৮ উইকেটে মহাদেব অটোমোবাইলকে হারিয়েছে। উত্তমাশা এলাকার মাঠে প্রথমে মহাদেব ৮ ওভারে ৭ উইকেটে ৯৫ রান তোলে। মণিরুল ইসলাম ৩২ ও সৌম্যদীপ গুপ্তা ১৯ রান করেন। সায়ন চক্রবর্তী ১৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ধলপাড়া ৪.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৯৮ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সায়ন ৫৬ রান করেন। রাজা খান ৩৪ রানে নেন ২ উইকেট। অন্য ম্যাচে টাওয়ার টাইটান্স ৩ উইকেটে আত্রেয়ী অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। আত্রেয়ী প্রথমে ৮ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৯ রান তোলে। বিজয় থাপা ৩৬ ও শম্ভু দাস ৩৫ রান করেন। খোকন হালদার ১৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন পার্থ হালদারও (১৯/২)। জবাবে টাইটান্স ৮ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মিকি ঘোষ ৬২ রান করেন। অষ্টগোপাল মহন্ত ১৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ট্রফি নিচ্ছে রহিমাবাদ ওয়ার্কার্স বিদ্যালয়। ছবি : রাজু সাহা

চ্যাম্পিয়ন রহিমাবাদ ওয়ার্কার্স

শামুকতলা, ২৩ জুন : সুব্রত কাপের পূর্ব কেন্দ্রের অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রহিমাবাদ ওয়ার্কার্স বিদ্যালয়। রানার্স জলনেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে সেরা সাঁওতালপুর উচ্চ বিদ্যালয়। রানার্স মহাকালগুড়ি মিশন উচ্চ বিদ্যালয়। চেপানী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে সাঁওতালপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং ওয়ার্কার্স উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অশোক সরকার চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স ট্রফি তুলে দেন।